খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

পরীক্ষামূলক সংস্করণ, ২০২৬

প্রথম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০২৫

রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা

সিস্টার শিখা গমেজ, সিএসসি
সিস্টার মেরী দীপ্তি, এসএমআরএ
সিস্টার শেষান্তি মার্গারেট নকরেক, সিএসসি
স্কলাস্টিকা রোজারিও
মোঃ বাবুল আকতার
মোঃ ওয়াজকুরনী

শিল্প নির্দেশনায়

এ এস এম আফতাব হোসেন

ছবি ও অলংকরণ

এ এস এম আফতাব হোসেন

কম্পিউটার গ্রাফিক্স

মো. রেদওয়ানুর রহমান

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা এবং বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার উপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অংশীজনদের চাহিদা এবং মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ২০২৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতোমধ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক শিশুদের দেহ ও মনের সুষম বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

চতুর্থ শ্রেণির ‘খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা’ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সময়ে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণিতে সাধারণত নয় বছরের অধিক বয়সের শিশুরা পাঠ গ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে যেন সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে। চারটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ এবং সমন্বয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, চিত্রশিল্পী এবং ইনডিজাইনারসহ যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা ও নৈতিক শিক্ষা

পাঠ - ১ : নরহত্যা করবে না (৫ম / ৬ষ্ঠ আজ্ঞার শিক্ষা) ০৩
পাঠ - ২ : চুরি করবে না (৭ম / ৮ম আজ্ঞার শিক্ষা ০৬
পাঠ - ৩ : পরস্ত্রীতে বা পরপুরুষে লোভ করবে না (৯ম/ ১০ম আজ্ঞার শিক্ষা) ০৯
পাঠ - ৪ : পিতা-মাতা ও গুরুজনদের সম্মান ও শ্রদ্ধা ১২
পাঠ - ৫ : মিথ্যা কথা ও লোভ-লালসা পরিহার ১৫
পাঠ - ৬ : নৈতিক জীবনযাপন ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

যীশু ঈশ্বর ও মানুষ

পাঠ - ১ : যীশু ঈশ্বর ২৩
পাঠ - ২ : যীশুর ঐশ স্বভাব ২৬
পাঠ - ৩ : যীশু মানুষ ২৯
পাঠ - ৪ : যীশুর মানবীয় স্বভাব ৩২
পাঠ - ৫ : যীশুর ঐশগুণ ৩৫
পাঠ - ৬ : যীশুর ঐশগুণে অনুপ্রেরণা লাভ ৩৮
পাঠ - ৭ : যীশুকে অনুসরণ করা ৪১

তৃতীয় অধ্যায়

উদারতা ও ন্যায়-অন্যায়বোধ

পাঠ - ১ :	উদারতা	৪৭
পাঠ - ২ :	উদারতা অনুশীলন	৫১
পাঠ - ৩ :	ত্যাগের মনোভাব	৫৪
পাঠ - ৪ :	সদাচার	৫৭
পাঠ - ৫ :	পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ	৬১
পাঠ - ৬ :	সহমর্মিতা	৬৫
পাঠ - ৭ :	দেশপ্রেম	৬৮
পাঠ - ৮ :	ন্যায়-অন্যায়বোধ	৭১
পাঠ - ৯ :	ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য	৭৪
পাঠ - ১০ :	অন্যায়ের পথ পরিহার	৭৭
পাঠ - ১১ :	ন্যায় পথ অবলম্বন	৮০
পাঠ - ১২ :	ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন	৮৪

চতুর্থ অধ্যায়

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

পাঠ - ১ :	খ্রীষ্টধর্মের প্রধান দুটি আজ্ঞা	৮৯
পাঠ - ২ :	বাস্তব জীবনে প্রধান দুটি আজ্ঞার অনুশীলন	৯২
পাঠ - ৩ :	একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা	৯৫
পাঠ - ৪ :	প্রতিবেশীকে সেবা ও সাহায্য	৯৮
পাঠ - ৫ :	জীবন বাস্তবতায় প্রতিবেশীকে ভালোবাসা	১০১
পাঠ - ৬ :	অন্যান্য ধর্মের মূলশিক্ষা	১০৫
পাঠ - ৭ :	অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা	১০৯
পাঠ - ৮ :	সহাবস্থানের উপায় চিহ্নিতকরণ	১১৩
পাঠ - ৯ :	অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্হান	১১৬
পাঠ - ১০ :	শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলাফল	১১৯

পঞ্চম অধ্যায়

জলবায়ু পরিবর্তন ও খ্রীষ্টীয় দায়িত্ব

পাঠ- ১	: জলবায়ু পরিবর্তন	১২৫
পাঠ- ২	: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ	১২৮
পাঠ- ৩	: জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব	১৩১
পাঠ- ৪	: মানব সমাজে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	১৩৪
পাঠ- ৫	: বাইবেলের আলোকে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব	১৩৭
পাঠ- ৬	: পরিবেশের যত্ন ও সুরক্ষা	১৪০

অধ্যায় ১

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা ও নৈতিক শিক্ষা

(যাত্রাপুস্তক ২০:১-১৭, মথি ২২:৩৬-৪০)

মোশী দশ আজ্ঞা নিয়ে পর্বত থেকে নেমে আসছেন

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ যাতে পরস্পরের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলতে পারে তার জন্য কিছু নিয়মাবলি দেওয়া হয়েছে। যাকে আমরা দশ আজ্ঞা বলে থাকি। মোশী ঈশ্বরের নির্দেশে সিনাই/সীনয় পর্বতে উঠলেন। সেখানে তার হাতে ঈশ্বর দশ আজ্ঞা দিলেন। তৃতীয় শ্রেণিতে আমরা প্রথম চারটি আজ্ঞা সম্পর্কে জেনেছি। এবার আমরা বাকি ছয়টি আজ্ঞা সম্পর্কে জানতে পারব। আমরা ঈশ্বর প্রেম এবং প্রতিবেশী প্রেম সম্পর্কে দশ আজ্ঞার মাধ্যমে জানতে পারি। কাথলিক মতে, প্রথম তিনটি আজ্ঞা ঈশ্বর প্রেম এবং অপর সাতটি আজ্ঞা প্রতিবেশী প্রেমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রোটেস্ট্যান্ট মতে, প্রথম চারটি আজ্ঞা ঈশ্বর প্রেম ও অপর ছয়টি প্রতিবেশী প্রেমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রভুর শিক্ষানুযায়ী প্রেমের দুটি আদেশই সমগ্র বিধান ও প্রবক্তাদের শিক্ষার ভিত্তি। একইভাবে দশটি আজ্ঞা দুটি প্রস্তর ফলকে দেওয়া হয়েছিল।

পাঠ: ১

নরহত্যা করবে না

(৫ম/৬ষ্ঠ আজ্ঞার শিক্ষা)

(যাত্রা ২০;১৩, আদিপুস্তক ৪:৯)

ঈশ্বর সৃষ্টির সময় থেকেই মানুষের ওপর সবকিছুর দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন, মানুষ যেন তার সৃষ্টিকে যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। মানুষ ঈশ্বরের মহৎ পরিকল্পনা বুঝতে পারেনি, ফলে মানুষের মধ্যে নানা ধরনের সমস্যা ও ভুল-বোঝাবুঝি দেখা দেয়। এমনকি মানুষ মানুষকে মেরে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করে না। পুরোনো নিয়মে দেখতে পাই হিংসাবশত কাইন/কয়িন তার ভাই আবেলকে/হেবলকে মেরে অস্বীকার করে।

কাইন তার ভাই আবেলকে হত্যা করছে

পঞ্চম/ ষষ্ঠ আজ্ঞায় যা কিছু নিষেধ করা হয়েছে, পবিত্র শাস্ত্র তা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে, 'নির্দোষ বা ধার্মিকের প্রাণনাশ করবে না।' একজন নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণ নেওয়ার অর্থ হলো, মানুষের অমর্যাদা এবং সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে মারাত্মক অপরাধ। এই নিষেধাজ্ঞা সর্বজনীনভাবেই বৈধ। এই আদেশ সবাই সব জায়গায় সব সময় মানতে বাধ্য।

কখনো কখনো মানুষ তার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লোভ-লালসায় ঈর্ষান্বিত হয়ে নির্দোষ মানুষকে খুব সহজে মেরে ফেলে। পিতা-মাতাকে হারিয়ে অনেক সন্তানের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যায়। একই সঙ্গে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। ঈশ্বর মানুষকে তার গৌরবের জন্য পৃথিবীতে কাজ করতে পাঠিয়েছেন। আবার তার পরিকল্পনা অনুসারে মানুষকে কাছে তুলে নেবেন। তাই আমাদের কোনো মানুষের জীবন ধ্বংস করার অধিকার নেই।

ক. ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষকে রক্ষা করতে বাস্তব জীবনে তুমি কী কী কাজ করতে পারো তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষকে রক্ষা করতে বাস্তব জীবনে করণীয়
১. অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা।
২.
৩.
৪.

খ. নির্দোষ কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে আঘাত করা থেকে রক্ষা করতে পারো এমন একটি ঘটনা ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- অন্যায়ভাবে মানুষকে আঘাত না করা।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ঈশ্বর মোশীকে সিনাই/সীনয় পর্বতে দিয়েছিলেন।

ক. ২টি আজ্ঞা   খ. ৫টি আজ্ঞা   গ. ৭টি আজ্ঞা   ঘ. ১০টি আজ্ঞা

২. দশটি আজ্ঞাকে কয়টি প্রস্তর ফলকে দেওয়া হয়েছিল?

ক. একটি   খ. দুটি   গ. তিনটি   ঘ. চারটি

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. মানুষ সৃষ্টিকে	১. মানুষের জীবন
২. মানুষ ঈশ্বরের মহৎ পরিকল্পনা	২. পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন
৩. মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়	৩. যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে।
৪. ধ্বংস করার অধিকার নেই	৪. বুঝতে পারেনি।
৫. ঈশ্বর মানুষকে তার গৌরবের জন্য	৫. ঈশ্বরের মহৎ পরিকল্পনা বুঝতে না পারায়
	৬. বেথলেহেমে পাঠিয়েছেন।
	৭. ভয় পায় না।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঈশ্বর মানুষের ওপর সবকিছুর দায়িত্ব দিয়েছেন কেন?

২. মানুষের প্রাণনাশ করা নিষেধ কেন?

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কী?

২. 'মানুষ ঈশ্বরের সব আদেশ মানতে বাধ্য'- ব্যাখ্যা করো।

পাঠ: ২

চুরি করবে না

(৭ম / ৮ম আজ্ঞার শিক্ষা)

(যাত্রা ২০:১৫)

সপ্তম/অষ্টম আজ্ঞায় প্রতিবেশীর কোনো বস্তু/সম্পদ অন্যায়ভাবে নেওয়া এবং তার কোনো সম্পত্তির ক্ষতি না করতে নির্দেশ রয়েছে। এতে পার্থিব জিনিস ও মানুষের পরিশ্রমের ফসলকে যত্ন করার জন্য ন্যায্যতা ও ভালোবাসার আদেশ দেওয়া হয়েছে। মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত ও সর্বজনীন সম্পদের সুষম ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, তোমরা চুরি করবে না এবং নিজ জাতিকে ঠকাবে না। ধর্মীয় বিধিমতে অন্যের জিনিস না বলে নেওয়াকে চুরি বলা হয়।

অন্যায় কাজ

যীশুর শিক্ষানুসারে সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে গরিবদের দান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যারা চুরি, নরহত্যা ও অন্যের বিনাশ করে, যীশু তাদের পরিত্রাণ করতে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাই আমাদের স্বর্গের জন্য ধন সঞ্চয় করতে উৎসাহিত করেছেন যেন সেই ধন কীটে না কাটে ও মরিচায় ক্ষয় না হয়।

খ্রীষ্টীয় জীবনে পৃথিবীর সব সম্পদ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ও ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য আমাদের ব্যবহার করতে শেখায়।

ক. চুরি করার ফল কী কী হতে পারে বলে তুমি মনে করো তা খালি ঘরে লেখো।

চুরির ফল

খ. অনৈতিকভাবে উপার্জনকারী একজন ব্যক্তিকে সংশোধন করে কীভাবে সমাজের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়, তা নিচের ছবির আলোকে ছকে লেখো।

অনৈতিকভাবে উপার্জন

নৈতিকভাবে উপার্জন

১.
২.
৩.

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- বিনা অনুমতিতে অন্যের জিনিস না নেওয়া।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. 'চুরি করবে না' কোন আজ্ঞায় বলা হয়েছে?

ক. ৭ম/৮ম খ. ৫ম/৬ষ্ঠ গ. ৯ম/১০ম ঘ. ৫ম/৭ম

২. অন্যের জিনিস না বলে নেওয়া-

ক. পাপ খ. মিথ্যা গ. চালাকি ঘ. চুরি

৩. অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করতে-

ক. উৎসাহিত করা হয়েছে খ. নিরুৎসাহিত করা হয়েছে গ. পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ঘ. অনুপ্রাণিত করা হয়েছে

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. সপ্তম/অষ্টম আজ্ঞায় প্রতিবেশীর সম্পত্তির ক্ষতি না করতে নির্দেশ রয়েছে।

২. পবিত্র ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে নিজ জাতিকে ঠকাবে।

৩. যীশুর শিক্ষানুসারে সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করবে।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. পার্থিব জিনিস ও মানুষের ------- ফসলকে যত্ন করতে হবে।

২. যীশু পরিত্রাণ করতে --------এসেছেন।

৩. যীশু স্বর্গের জন্য ধন সঞ্চয় করতে -------- করেছেন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পার্থিব জিনিস ও মানুষের শ্রমের ফসলকে কেন যত্ন করতে বলা হয়েছে?

২. যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন কেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. চুরি করা অনৈতিক কাজ, তুমি চুরি রোধে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারো।

২. স্বর্গে সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য কী করতে পারো?

পাঠ: ৩

পরস্ত্রীতে বা পরপুরুষে লোভ করবে না

(৯ম/১০ম আজ্ঞার শিক্ষা)

(যাত্রা ২০:১৭, মথি ৫:২৮)

'যে কেউ কোনো স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়, সে ইতোমধ্যে মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে ফেলেছে।' এই আজ্ঞা পালন করতে হলে আমাদের চিন্তা ও রিপুর (রাগ, ঈর্ষা, কাম, লোভ, অহংকার, পেটুকতা ও অলসতা) তাড়না থেকে সংযত থাকতে হবে। এ ধরনের বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে অন্তরের পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।

অন্যায়ভাবে একজন নারীকে বিরক্ত করছে

এসো আমরা গল্প পড়ি

সুমনা দেখতে সুন্দরী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। সে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় এবং শ্রেণির নানা কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তার যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে। শ্রেণিতে দুর্বল শিক্ষার্থীদের সে উদারভাবে সাহায্য করে। শিক্ষকগণ খুবই সন্তুষ্ট, কারণ তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অনেক সুনাম হয়েছে।

সুমনা বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে মলয় নামের এক ছেলে প্রায়ই তাকে বিরক্ত করে। একদিন সে সুমনাকে অনৈতিক কাজের প্রস্তাব দেয়। সুমনা তাকে নানাভাবে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এ ধরনের কাজে জড়িত হওয়া ঠিক নয়। তারপরও সে সুমনাকে বিরক্ত করে। সুমনা তার ধর্ম শিক্ষককে বিষয়টি খুলে বলে। ধর্ম শিক্ষক মলয়কে যীশুর দেওয়া শিক্ষার আলোকে বলেন যে, তোমরা যদি কোনো মেয়ের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকাও এবং খারাপ চিন্তাকরো তবে সেটা অন্যায় কাজ। সুতরাং তুমি সুমনাকে যে প্রস্তাব দিয়েছ সেটা অনৈতিক কাজ। যীশু বলেছেন, তোমার শরীরের কোনো অঙ্গ যদি অন্যায় চিন্তা ও কাজ করে, তবে তা কেটে ফেলে দাও। শিক্ষক তাকে প্রতিদিন প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ করতে বলেন। কয়েক দিন পর মলয় তার ভুল বুঝতে পেরে সুমনা ও তার ধর্ম শিক্ষকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ধর্ম শিক্ষক তার মন পরিবর্তনে খুব খুশি হন।

ক. অন্তরের পবিত্রতা অর্জন করতে তোমার করণীয় কী কী তা খালি ঘরে লেখ

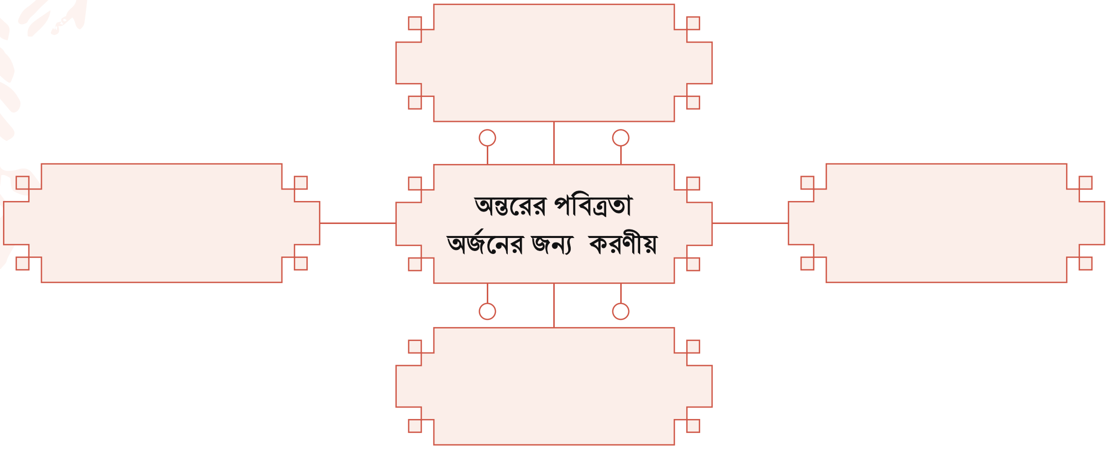

খ. যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসারে নৈতিক জীবনযাপনের জন্য তোমরা কী করতে পারো তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসারে নৈতিক জীবনযাপনের জন্য করণীয়

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- পরস্ত্রীতে/পরপুরুষে লোভ না করা।
-
-

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ‘যে কেউ কোনো স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়’ সে মনে মনে কী করে?

ক. পাপ করে খ. ব্যভিচার করে গ. খারাপ কাজ করে ঘ. অন্যায় করে

২. পরস্ত্রীতে লোভ করবে না কোথায় উল্লেখ আছে?

ক. দশ আজ্ঞায় খ. প্রভুর প্রার্থনায় গ. বিশ্বাসমন্ত্রে ঘ. দূতের বন্দনায়

৩. শিক্ষক মলয়কে প্রতিদিন কী করতে বলেন?

ক. স্কুলে যেতে ও বই পড়তে খ. খেলতে ও গান করতে গ. প্রার্থনা ও বাইবেল পড়তে ঘ. সুন্দর চিন্তা ও কাজ করতে

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. সুমনা দেখতে অসুন্দর এবং রোগা।

২. মলয় তার ভুল বুঝতে পারে।

৩. সুমনা শ্রেণির নানা কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও সুমনার	১. উদারভাবে সাহায্য করব।
২. শ্রেণিতে দুর্বল শিক্ষার্থীদের	২. যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে।
৩. আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করব ও	৩. খুব খুশি হন।
৪. ধর্ম শিক্ষক মলয়ের মন পরিবর্তনে	৪. বাইবেল পাঠ করব।
	৫. খ্রীস্টযাগে যেতে বলেন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মলয় সুমনাকে বিরক্ত করত কেন?

২. মলয়ের মন পরিবর্তন হলো কীভাবে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষকগণ সুমনার কাজে সন্তুষ্ট কেন, বর্ণনা করো।

২. ‘আমাদের চিন্তা ও রিপুর তাড়না থেকে সংযত থাকতে হবে’- ব্যাখ্যা করো।

পাঠ: ৪

পিতা-মাতা ও গুরুজনকে সম্মান ও শ্রদ্ধা

(মার্ক ৭:৮-১৩)

পিতা-মাতা ও গুরুজনকে সম্মান প্রদর্শন

দশ আজ্ঞার চতুর্থ/পঞ্চম আজ্ঞায় নির্দেশ করে সন্তানেরা যেন পিতা-মাতার বাধ্য থাকে। প্রেরিত দূত পৌল বলেন, 'সন্তানরা তোমরা পিতা-মাতার বাধ্য হও ও তাদের সম্মান করো'। পরিবারে পিতা-মাতা ও ভাইবোন ছাড়াও অনেক সদস্য রয়েছে। যেমন- দাদা-দাদি, কাকা, জেঠা, পিসি ও অন্যদের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হলো সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এ ছাড়া শিক্ষক, সমাজনেতা, গুরুজন, প্রশাসক সবার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। ব্যক্তি মর্যাদা দানের মাধ্যমে মানুষ নিজেকেই মহিমান্বিত করে।

গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা

পিতা-মাতা ও গুরুজনের প্রতি যারা শ্রদ্ধাশীল, সমাজের দৃষ্টিতে তারা সবচেয়ে মহৎ ব্যক্তি। সবার কাছে তারা আদরণীয় ও গ্রহণযোগ্য। জন্মদাতা পিতা-মাতাকে সন্তানরা যত্ন করবে এটাই সমাজের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। খ্রীষ্টের শিক্ষানুসারে সন্তানরা পিতা-মাতার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। অসুস্থতায় তাদের পাশে থাকা, বৃদ্ধ বয়সে তাদের কথা শোনা ও প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা সন্তানদের কর্তব্য।

ক. পিতা-মাতার প্রতি তোমার করণীয় গুলো নিম্নের ছকে উল্লেখ করো।

পিতা-মাতার প্রতি এখন করণীয়	পিতা-মাতার অসুস্থতায় করণীয়	পিতা-মাতার বৃদ্ধ বয়সে করণীয়

খ. গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কী কী করতে পারো, তা পোস্টার পেপারে লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম-

- পিতা-মাতা ও গুরুজনকে সম্মান করবো।

-

-

-

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. সন্তানরা যেন পিতা-মাতার-

ক. বাধ্য থাকে   খ. কথা শোনে   গ. পরামর্শ মেনে চলে   ঘ. উপদেশ মেনে চলে

২. অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করা-

ক. কর্তব্য   খ. অধিকার   গ. নৈতিক দায়িত্ব   ঘ. ন্যায্যতা

৩. পিতা-মাতার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে?

ক. ছেলে   খ. মেয়ে   গ. প্রতিবেশী   ঘ. সন্তান

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. দাদা, দাদি, কাকা, জেঠা, পিসি একক পরিবারের সদস্য।

২. চতুর্থ/পঞ্চম আজ্ঞায় নির্দেশ করে সন্তান যেন পিতা-মাতার বাধ্য থাকে।

৩. অসুস্থতায় পিতা-মাতার চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. খ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসারে সন্তানরা ---------- দায়িত্ব গ্রহণ করে।

২. ব্যক্তি মর্যাদা দানে মানুষ নিজেকেই --------- করে।

৩. পিতা-মাতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি ------- সদস্য।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিবারের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব কী কী?

২. পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তুমি কী করবে?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ‘ব্যক্তি মর্যাদা দানের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে মহিমান্বিত করে’-ব্যাখ্যা করো।

২. বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি তোমার করণীয় কী- বর্ণনা করো।

পাঠ: ৫

মিথ্যা কথা ও লোভ-লালসা পরিহার

সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থেকে যে অর্থলিপ্সা জন্ম নেয়, দশ আজ্ঞায় তা নিষেধ করা হয়েছে। ইচ্ছা করে প্রতিবেশীদের পার্থিব বস্তুর ক্ষতি করাও নিষিদ্ধ। ধর্মীয় বিধানে আছে, 'তুমি মিথ্যা লোভ করবে না' তার মানে যেসব জিনিস আমাদের নয়, তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা যাবে না। অন্যের জিনিস পাওয়ার যে তৃষ্ণা, কখনোই তার শেষ নেই।

অতিরিক্ত লোভ-লালসা পরিহার করা

পবিত্র বাইবেলে ২ শমূয়েল ১২:১-৬ পদে প্রবক্তা নাথান/নাথন রাজা দাউদকে সচেতন করার জন্য এই গল্পটি বলেছিলেন, একজন গরিব লোকের একটি মেষ শাবক ছিল যেটিকে সে নিজের সন্তানের মতোই যত্ন করত। সেখানে একজন ধনী লোকও ছিল, যার পালে অনেক মেষ ও গবাদিপশু ছিল, তথাপি সে গরিব লোকটিকে হিংসা করত। যেকোনো মূল্যে তার মেষটিকে নিজের করে পেতে চাইল। শেষ পর্যন্ত গরিব লোকটির মেষশাবকটি ধনী লোকটির নিজের অতিথি সেবার জন্য নিয়েই ছাড়লো।

ধন সম্পদের প্রতি আসক্তি খ্রীষ্টানদের জন্য একটি বিপজ্জনক পথ। যার সম্বন্ধে ঈশ্বর আমাদের সতর্ক করেন। লোভের বশবর্তী হয়ে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাস থেকে সরে গিয়ে দুঃখ ডেকে এনেছে। যীশুর শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র যুদাস/যিহুদাই টাকা-পয়সার প্রতি আসক্ত হয়ে নিজের জীবন ধ্বংস করেছিল।

লোভ থেকে পাপ আসে; সুতরাং দীক্ষাস্নাত ব্যক্তিকে লোভ-লালসা বাদ দিয়ে নম্র ও সহজ-সরলভাবে জীবনযাপন করতে হবে।

ক. লোভের পরিণতি কী কী হতে পারে, তা নিচের ছকে লেখ।

লোভের পরিণতি

খ. তোমার এক সহপাঠীর একটি সুন্দর জিনিস আছে, তোমার পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও লোভ পরিহার করে নিজেরটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। এই প্রেক্ষাপটে একটি ভূমিকাভিনয় প্রদর্শন করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- নিজের যা আছে তা নিয়ে খুশি থাকব।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. সম্পদের প্রতি আকর্ষণ নিষেধ করা হয়েছে-

ক. দশ আজ্ঞায়　খ. মণ্ডলীর আজ্ঞায়　গ. সাক্রামেন্তে　ঘ. বিশ্বাসমন্ত্রে

২. অন্যের জিনিস পাওয়ার তৃষ্ণা-

ক. পাপ　খ. অপরাধ　গ. লোভ　ঘ. অন্যায়

৩. যীশুর কোন শিষ্য টাকা-পয়সার প্রতি আসক্ত হয়েছিল-

ক. যুদাস　খ. দাউদ　গ. নাথান　ঘ. পৌল

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. নাথান গল্প বলেছিলেন	১. মেষ শাবক ছিল
২. গরিব লোকের	২. রাজা দাউদকে
৩. দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি	৩. নিজেরটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব
৪. লোভ-লালসা বাদ দিয়ে	৪. ধনী লোকের
	৫. লোভ পরিহার করে

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. যা আমার নয়, তা পাওয়ার -------- করব না।

২. প্রতিবেশীদের পার্থিব বস্তুর ক্ষতি করা------।

৩. নাথান রাজা দাউদকে ------- করতে গল্পটি বলেছিলেন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নাথান রাজা দাউদকে গল্পটি বলেছিল কেন?

২. তুমি মিথ্যা লোভ পরিহার করবে কেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. 'লোভ থেকে পাপ আসে' বাক্যটি বর্ণনা করো।

২. লোভ-লালসা কেন পরিহার করব? -ব্যাখ্যা করো।

পাঠ: ৬

নৈতিক জীবনযাপন

(মথি ২১:২৮-৩১)

একটি লোকের দুটি ছেলে ছিল। বড় ছেলেটির কাছে গিয়ে সে বলল, ‘যাও বাবা, আজ তুমি আঙুরের ক্ষেতে গিয়ে কাজ করো’। উত্তরে সে বলল, ‘না, আমি যাব না।’ পরে কিন্তু সে তার মত পাল্টে কাজে গেল।’ এবার অন্য ছেলেটির কাছে গিয়ে লোকটি সেই একই কথা বলল। উত্তরে ছেলেটি বলল, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি; কিন্তু সে গেল না।’ আচ্ছা, এদের দুজনের মধ্যে কে তার পিতার ইচ্ছামতো কাজ করল।’ তারা উত্তর দিলেন, ‘ওই বড় ছেলেটি।’

পবিত্র বাইবেলে আমরা দুধরনের মানসিকতা দেখতে পেয়েছি। ঈশ্বর তার মহৎ পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আবার কেউ কেউ সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে থেকেও জীবন গঠন করতে পারেন।

সৎ উপায়ে শ্যামলার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ

শ্যামলা প্রতিদিন বিদ্যালয়ে ঠিক সময়ে উপস্থিত থাকে। শ্রেণির কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। কখনো কোনো কাজে ফাঁকি দেয় না, নিয়মিত শ্রেণির পরীক্ষায় অংশ নেয়। অন্য বন্ধুরা দেখাদেখি করে লেখে কিন্তু শ্যামলা তাদের প্রতি মনোযোগ দেয় না। নিজে যা পারে তা লিখেই সন্তুষ্ট থাকে। মাঝে মাঝে এ বিশ্বস্ততার জন্য তার বন্ধুদের কাছ থেকে তিরস্কার পেতে হয়। তবুও সে নিরাশ হয় না কারণ শ্যামলা জানে, সে সৎ পথে থেকে পড়াশোনা করে যাচ্ছে।

তাই আমাদের অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে জীবন পরিচালনা করতে হবে। প্রেরিত দূত পৌলের শিক্ষানুসারে ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে, মন্দতার পথ পরিত্যাগ করে, নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে জীবনযাপন করতে হবে। কারণ আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

ক. নৈতিক জীবন গঠনের জন্য তোমরা যেসব পদক্ষেপ নিতে পারো, তা নিম্নে খালি ঘরে লেখ।

খ. সমাজ জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে আমাদের করণীয় কী, তা নিচের ছকে লেখ।

নৈতিকতার অবক্ষয় রোধে আমাদের করণীয়

গ. নৈতিক জীবন গঠনে সহায়ক একটি ঘটনা অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- সৎ পথ অবলম্বন করা
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. বাবা তার ছেলেকে পাঠিয়েছে

ক. ধান ক্ষেতে খ. পাট ক্ষেতে গ. আঙ্গুর ক্ষেতে ঘ. মাঠে

২. ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন

ক. মহৎ করে খ. সীমাবদ্ধতা দিয়ে গ. উদারভাবে ঘ. অনন্য করে

৩. পবিত্র বাইবেলে আমরা কয় ধরনের মানসিকতা দেখতে পাই?

ক. দুই ধরনের খ. তিন ধরনের গ. চার ধরনের ঘ. পাঁচ ধরনের

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. মন্দপথ পরিত্যাগে ধর্মীয় বিধি বিধান মানা জরুরি না।

২. সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে থেকে জীবন গঠন করা যায়।

৩. বন্ধুদের তিরস্কারে শ্যামলা হতাশ হয়।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. আমরা ------- সন্তান।

২. আমাদের ---------- আলোকে জীবনযাপন করতে হবে।

৩. আমাদের ------ পথে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ?

২. প্রেরিতদূত পৌলের নৈতিক শিক্ষা কী?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. নৈতিক মূল্যবোধ অবক্ষয় রোধে তোমার করণীয়- বর্ণনা করো।

২. 'ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে চলা জরুরি' - ব্যাখ্যা করো।

অধ্যায় ২

দ্বিতীয় অধ্যায়

যীশু, ঈশ্বর ও মানুষ

ত্রিব্যাক্তিতে এক ঈশ্বর। ঈশ্বর নিজ সাদৃশ্যে পরম মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। তিনি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে সৃষ্টি করলেন, যেন সে সকল সৃষ্টির যত্ন নিতে পারে। কিন্তু মানুষ পাপ দ্বারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। তা সত্ত্বেও ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসলেন এবং পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে তিনি পৃথিবীতে এলেন। তিনিই যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর। এ জগতে তিনি এলেন যেন মানুষ পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। যীশু ঈশ্বর হয়েও মানুষের মাঝে বাস করলেন ।

ত্রিব্যক্তিতে এক ঈশ্বর

পাঠ: ১

যীশু ঈশ্বর

(যোহন ১:১-১৪)

যীশু স্বয়ং ঈশ্বর

'আদিতে বাণী ছিলেন, বাণী ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং বাণী ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর দ্বারাই সবকিছু অস্তিত্ব পেয়েছিল। তাঁর মধ্যে ছিল জীবন, সেই জীবন মানুষের আলো ছিল, অন্ধকারে সেই আলোর উদ্ভাস; আর অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ঈশ্বর প্রেরিত একজন মানুষ আবির্ভূত হলেন, তার নাম যোহন।

তিনি এলেন সাক্ষ্য দিতে, সেই আলোরই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে। তার কথা শুনে যাতে সবার অন্তরে বিশ্বাস জেগে উঠতে পারে। তিনি নিজে সেই আলো ছিলেন না, কিন্তু সেই আলোর বিষয়েই সাক্ষ দিতে এসেছিলেন। যিনি সেই সত্যকার আলো, যা প্রতিটি মানুষের অন্তরকে উদ্ভাসিত করে, তিনি জগতে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি জগতের মধ্যেই ছিলেন, যদিও জগৎ তার দ্বারাই অস্তিত্ব পেয়েছিল, তবুও জগৎ তাকে চিনল না। তিনি এসেছিলেন আপন গৃহে, অথচ তার আপনজনরা তাকে গ্রহণ করল না। কিন্তু যারা তাকে গ্রহণ করল, তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল, তাদের সবাইকে তিনি ঈশ্বর সন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন। রক্তগত জন্মে নয়, দেহের বাসনা থেকে নয়, পুরুষের কামনা থেকেও নয়, এই জন্ম ঈশ্বর থেকেই'।

পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে লেখা আছে– আমরা যদি বিশ্বাসে বাপ্তিস্মের দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করি, তার বাধ্য থাকি, খ্রীষ্টের ওপর প্রত্যাশা রেখে অন্যকে প্রেম করি, মিতাচারী হই এবং সৎ বিবেকে ঈশ্বরের নিকট নিজেদের নিবেদন করি; তবেই তাঁর সন্তান হওয়ার অধিকার দান করবেন।

ক. যীশুর জীবনে কী কী ঐশ অনুগ্রহ দেখতে পাও তা নিচের খালি ঘরে লেখ।

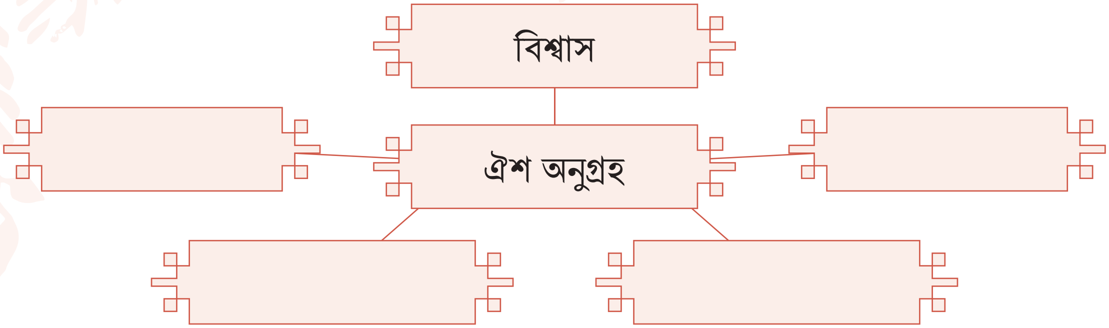

খ. তুমি কীভাবে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠতে পারো তা ছকে লেখ।

১.
২.
৩.
৪.

গ. তোমার জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি বোঝার ৫টি উপায় নিচের বাক্সে লেখ।

১. প্রার্থনার মাধ্যমে সুস্থতা লাভ।
২. ______
৩. ______
৪. ______

১. প্রার্থনার মাধ্যমে সুস্থতা লাভ।
২. ______
৩. ______
৪. ______

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. আদিতে কী ছিল?

ক. আলো খ. বাতাস গ. শব্দ ঘ. বাণী

২. জগৎ কাকে চিনল না?

ক. যীশুকে খ. ঈশ্বরকে গ. যোহনকে ঘ. দূতকে

৩. যীশুর বিষয়ে কে সাক্ষ্য দিলেন?

ক. মারীয়া খ. যোসেফ গ. যোহন ঘ. পিতর

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. যীশুখ্রীষ্ট ------ছিলেন।

২. জীবন মানুষের ----------ছিল।

৩. জগৎ তার দ্বারা -----পেয়েছিল।

৪. বাণী -------ছিলেন।

৫. সবাইকে তিনি ঈশ্বর সন্তান হওয়ার ------দিলেন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. অন্ধকারে সেই	১. জীবন
২. তাঁর মধ্যে ছিল	২. মানুষের আলো
৩. যোহন সাক্ষ্য দিলেন	৩. আলোর উদ্ভাস
৪. তিনি এসেছিলেন	৪. আলোরই বিষয়ে
৫. তাঁর জন্ম	৫. আপন গৃহে
	৬. ঈশ্বর থেকে

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করলেন কীভাবে?

২. যোহন কে ছিলেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ঈশ্বর সন্তান হওয়ার উপায়গুলো বর্ণনা করো।

২. তুমি কীভাবে যীশুর সাক্ষ্য বহন করবে?

পাঠ: ২

যীশুর ঐশ স্বভাব

(ফিলিপ্পীয় ২:৬-১১)

'যীশু স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না; বরং নিজেকে তিনি রিক্ত করলেন; দাসের স্বরূপ গ্রহণ করে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন। আকারে-প্রকারে মানুষের মতো হয়ে তিনি নিজেকে আরও অবনত করলেন; চরম আনুগত্য দেখিয়ে তিনি মৃত্যু, এমনকি ক্রুশেই মৃত্যু মেনে নিলেন। তাই ঈশ্বর তাকে সব কিছুর ওপরে উন্নীত করলেন, তাঁকে দিলেন সেই নাম, সব নামের শ্রেষ্ঠ যে নাম; যেন যীশুর নামে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল নিবাসীদের প্রতিটি জানু পাতিত হয়, এবং প্রতিটি জিহ্বা যেন এই সত্য ঘোষণা করে যে, যীশুখ্রীষ্টই স্বয়ং প্রভু। আর এতেই যেন পিতা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হয়।'

যীশু

সাধারণ মানুষ যেভাবে ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলে, যীশু তেমনভাবে ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলতেন না, তিনি তা বলতেন প্রত্যক্ষ ও অন্তরঙ্গভাবে। তিনি যা কিছু বলতেন ও করতেন, তা তার পিতার সঙ্গে সংযুক্ত থেকে বলতেন ও করতেন। তিনি কথা বলতেন, একজন অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতো। তিনি রোগীদের সুস্থ করেছেন, পাপীদের পাপ ক্ষমা করেছেন, মৃতকে জীবন দিয়েছেন, ক্ষুধার্তদের খাবার দিয়েছেন। শাস্ত্রপণ্ডিত ও সমাজ নেতাদের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেছেন। সাগরকে শান্ত করেছেন। যীশু সাধারণ মানুষ নন; তিনি মসীহ, সেই অভিষিক্তজন।

ক. যীশুর জীবনে বিদ্যমান ঐশ স্বভাবগুলো তুমি কীভাবে প্রকাশ করতে পারো, তা নিচের ছকে লেখ।

১. সত্য কথা বলার মধ্য দিয়ে।

২. ____________________

৩. ____________________

৪. ____________________

৫. ____________________

খ. যীশুর সেবার আদর্শ নিজ জীবনে কীভাবে বাস্তবায়ন করবে, তা অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- যীশু সাধারণ মানুষ নন; তিনি মসীহ।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ঈশ্বর কাকে শ্রেষ্ঠ নাম দিলেন?

ক. পিতরকে খ. মারীয়াকে গ. যোহনকে ঘ. যীশুকে

২. ক্রুশ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলো যীশুর-

ক. নিজের মহিমা খ. আনুগত্য গ. প্রতিপত্তি ঘ. আধিপত্য

৩. যীশুর ঐশশক্তি প্রকাশ করে-

ক. মৃতকে জীবন দান খ. দরিদ্রদের সেবা গ. পিতা-মাতার প্রতি বাধ্যতা ঘ. শিষ্যদের শিক্ষাদান

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. যীশু অভিষিক্ত জন।

২. সাধারণ মানুষের মতো যীশু কথা বলতেন।

৩. যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যীশু	১. ঈশ্বর
২. যীশু স্বরূপে	২. মসীহ
৩. সাগরকে শান্ত করা	৩. মানবীয় শক্তি
	৪. যীশুর ঐশশক্তি

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঈশ্বরের প্রতি যীশু কীভাবে আনুগত্য প্রকাশ করেন?

২ যীশু ঈশ্বর হয়েও কেন ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না?

৩. যীশু কীভাবে কথা বলতেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. তোমার মধ্যে বিদ্যমান যীশুর ঐশ স্বভাবগুলো বর্ণনা করো।

২. যীশুর সেবার আদর্শ তুমি কীভাবে বাস্তবায়ন করবে ব্যাখ্যা করো।

পাঠ: ৩

যীশু মানুষ

(যোহন ১:১, ১৪ পদ; লুক ২:২২ - ২৪)

যীশুকে মন্দিরে উৎসর্গ

আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। বাণী একদিন রক্তমাংসের মানুষ হলেন; আমাদেরই মাঝখানে বাস করতে লাগলেন। আর আমরা তার মহিমা প্রত্যক্ষ করলাম।

যীশু পিতা-মাতার সঙ্গে নাজারেথ/নাসারত শহরে বড় হতে লাগলেন। সেখানে তিনি সব সময় তাঁর পিতা-মাতার বাধ্য হয়ে থাকতেন। সব কাজে পিতা-মাতাকে সাহায্য করতেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও মানুষের ভালোবাসায় তিনি জ্ঞানে ও বয়সে বেড়ে উঠতে লাগলেন। মানব শিশু যেভাবে পরিবারে ও সমাজে বেড়ে ওঠে, যীশুও সেভাবে বড় হতে লাগলেন। মারীয়া ও যোসেফ তাদের

সাধ্যমতো সামাজিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়ে যীশুকে শিক্ষা দিয়েছেন। ঈশ্বর হয়েও তিনি মানবরূপে এই শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন, যা তার প্রচার কাজে প্রকাশ পেয়েছে।

ক. তুমি বাড়ির কোন কোন কাজে পিতা-মাতাকে সাহায্য-সহযোগিতা করো তা খালি ঘরে লেখ।

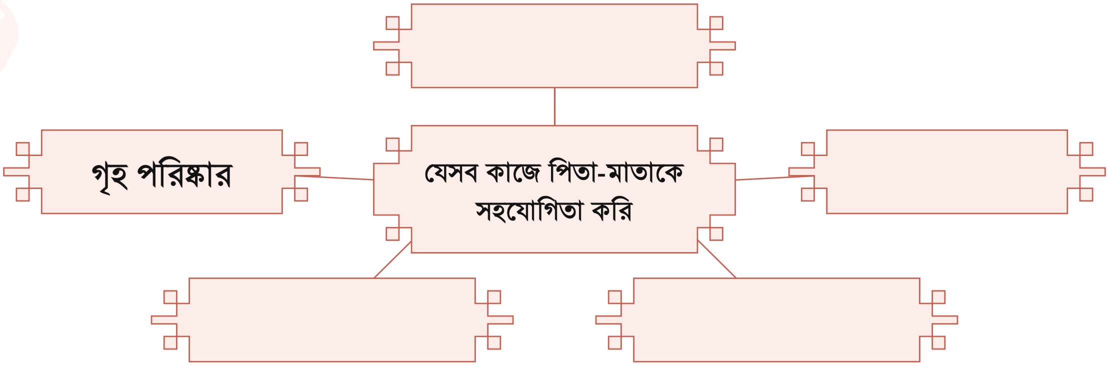

খ. যীশু ঈশ্বর হয়েও সামাজিক রীতি-নীতি পালন করেছেন তার একটি তালিকা তৈরি করো।

সামাজিক রীতি-নীতি
১. বিবাহ অনুষ্ঠান।
২.
৩.
৪.

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- মানুষ হিসেবে যীশুর শিক্ষা লাভ।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. যারা যীশুকে বিশ্বাস করে তাদের-

ক. মৃত্যু হবে না　খ. বিচার হবে না　গ. বিনাশ হবে না　ঘ. বিকাশ হবে না

২. যীশু বড় হয়েছেন-

ক. যিরুশালেমে　খ. বেথলেহেমে　গ. নাজারেথে　ঘ. সামারিয়ায়

৩. যীশুর পিতার নাম কী?

যাকোব　খ. মোশী　গ. যোহন　ঘ. যোসেফ

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূণ্যস্থান পূরণ করি।

১. যীশু পিতা-মাতাকে ---------করতেন।

২. বাণী হলেন-----------মানুষ।

৩. আমরা তার মহিমা --------করলাম।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ঈশ্বর জগৎকে	১. দান করলেন
২. ঈশ্বর একমাত্র পুত্রকে	২. জ্ঞানে ও বয়সে
৩. যীশু বেড়ে উঠলেন	৩. ভালোবাসলেন
	৪. জেরুসালেম
	৫. পরিবার ও সমাজে

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জগতের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে?

২. বাড়ির কোন কোন কাজে তুমি পিতা-মাতাকে সাহায্য করো?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুর প্রচার কাজে তাঁ র মানবীয় শিক্ষার প্রকাশ পেয়েছে – ব্যাখ্যা করো।

২. মারীয়া ও যোসেফ যীশুকে কীভাবে বড় করেছেন বর্ণনা করো।

পাঠ: ৪

যীশুর মানবীয় স্বভাব

(লুক ২:৪১-৫২, ৭:১১-১৩)

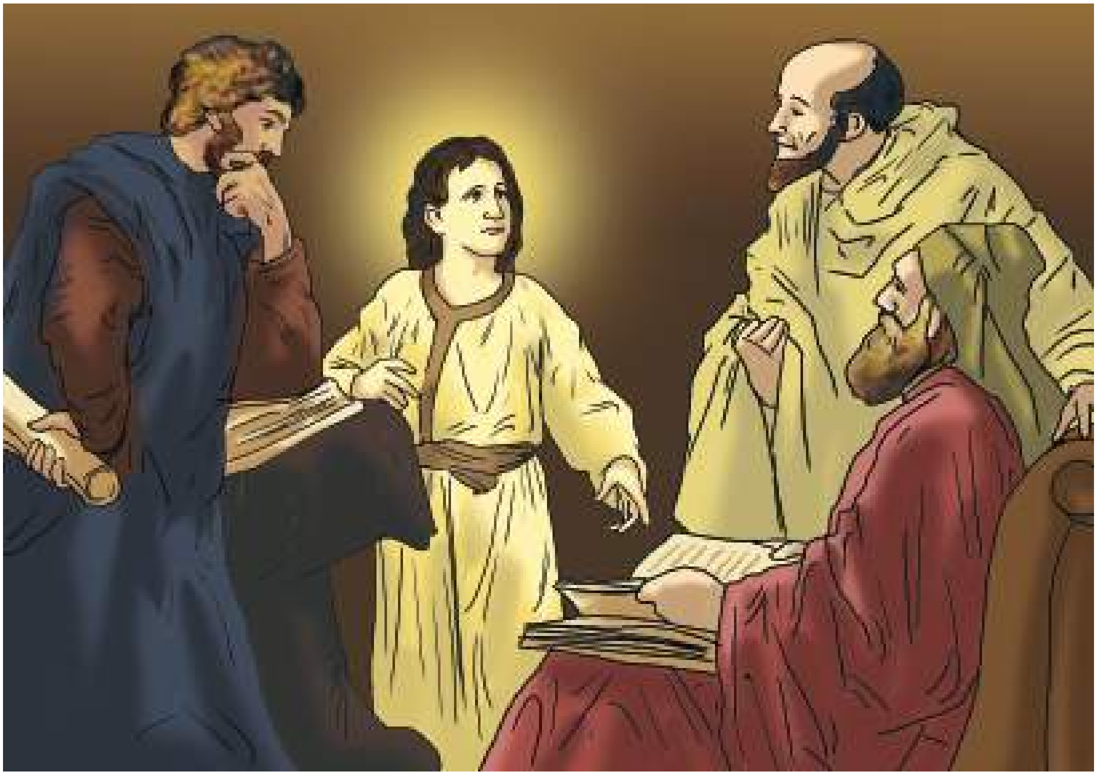

মন্দিরে শাস্ত্রগুরুদের মাঝে যীশু

যীশুর পিতা-মাতা প্রতিবছর নিস্তারপর্বের সময়ে যিরুশালেমে যেতেন। তার বারো বছর পূর্ণ হলে পর পর্বের সময়ে যীশুকে নিয়ে যিরুশালেমে গেলেন। নিস্তারপর্ব শেষ করে যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন যীশু যিরুশালেমেই থেকে গেলেন। কিন্তু তার পিতা-মাতা তা জানতেন না। সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন মনে করে তারা এক দিনের পথ চলে গেলেন। পরে নিজের আত্মীয় ও পরিচিত লোকদের মধ্যে খোঁজ করে না পেয়ে তারা আবার যিরুশালেমে খুঁজতে গেলেন। তিন দিন পর তারা যিরুশালেমে গিয়ে দেখলেন যে, তিনি শাস্ত্রগুরুদের কথা শুনছেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। পরে তিনি মা-বাবার সঙ্গে বাড়িতে চলে যান।

মারীয়া ও যোসেফ পিতা-মাতা হিসেবে যীশুর সঙ্গে থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা তার জীবনে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করেছেন। যীশু মানুষ হিসেবে ৩০ বছর পিতা-মাতার সঙ্গে থেকে সবকিছু শিখেছেন এবং প্রয়োজনে পরিবারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন।

যীশু মানুষের সুখ-দুঃখ ও আনন্দের সহভাগীও হয়েছেন। তিনি পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর পর নৌকাযোগে নির্জন স্থানে গেলেন। সেখানে তিনি বহু লোকের ভিড় দেখতে পেলেন। তাদের জন্য দুঃখ হলো; কারণ তারা যেন পালকবিহীন মেষের মতো। এর কিছুদিন পরে যীশু নাইন/নায়িন নামে এক নগরে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি নগরদ্বারের কাছেই দেখতে পেলেন কতকগুলো লোক একজন লোকের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যে মারা গেছে, সে এক বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। এই বিধবা মায়ের সঙ্গে নগরের বহু লোক এসেছে। এ দৃশ্য দেখে যীশুর অন্তর করুণায় ভরে উঠল। তাকে তিনি বললেন, কেঁদো না মা।

উপরোক্ত ঘটনাগুলো থেকে আমরা যীশুর মানবীয় স্বভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাই।

ক. যীশুর মানবীয় গুণের তালিকা নিচের ছকে প্রস্তুত করো।

১. - পিতা-মাতার বাধ্য থাকা।

২. ______________________

৩. ______________________

৪. ______________________

খ. গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব, যা তোমরা পালন করো, তা অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- অন্যের প্রতি দয়া।
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. কত বছর বয়সে যীশু যিরুশালেমে যান?

ক. ১২ বছর খ. ১৪ বছর গ. ১৬ বছর ঘ. ১৮ বছর

২. করুণায় ভরে উঠল যীশুর অন্তর -

ক. নিজ মাকে দেখে খ. বিধবা মাকে দেখে গ. লোকের ভিড় দেখে ঘ. শিষ্যদের দেখে

৩. পালকবিহীন মেষ কারা?

ক. শিষ্যরা খ. শিশুরা গ. লোকেরা ঘ. রাখালেরা

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. যীশু ------নামে এক নগরে যাচ্ছিলেন।

২. নৌকা যোগে যীশু------স্থানে গেলেন।

৩. যীশুর জন্ম --------নগরে।

৪. প্রতিবছর যীশুর পিতা-মাতা ------পর্বে যিরুশালেমে যেতেন।

৫. যিরুশালেমে যীশু ------কথা শুনছিলেন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. নিস্তারপর্ব পালন করা হতো	১. ৩০ বছর
২. পিতা-মাতার সঙ্গে যীশু থেকেছেন	২. যিরুশালেম মন্দিরে
৩. যীশু বেড়ে ওঠেন	৩. ৩৩ বছর
	৪. নাজারেথে

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নিস্তার পর্বের পর যীশু কেন যিরুশালেমে থেকে গেলেন?

২. নিস্তারপর্ব কী?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুর মানবীয় গুণগুলো কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে বর্ণনা করো।

২. পিতা-মাতার কাছ থেকে যীশু কোন শিক্ষাগুলো পেয়েছেন আলোচনা করো।

পাঠ: ৫

যীশুর ঐশগুণ

(মথি ৮:২৩-২৭)

একদিন সন্ধ্যাবেলা যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘চলো, এবার আমরা সাগরের ওপারে যাই।’ তাই লোকদের ছেড়ে শিষ্যেরা যে নৌকায় যীশু এতক্ষণ ছিলেন, সেই নৌকায় করে তাকে সেখান থেকে নিয়ে চললেন। আরও কয়েকটি নৌকা তাঁর সঙ্গে চলল। তখন হঠাৎ প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় উঠল আর ঢেউ এমনভাবে নৌকার ওপর আছড়ে পড়তে লাগল যে, তা জলে ভরে যাবার উপক্রম হলো। যীশু কিন্তু পেছনের দিকে নৌকার গদিটার ওপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন।

যীশু ঝড় থামান

শিষ্যেরা তাঁকে জাগিয়ে তুলে বললেন, ‘গুরু, আমরা যে মরতে বসেছি, ব্যাপারটা কি আপনার কাছে কিছুই নয়?’ তিনি তখন জেগে উঠে বাতাসকে ধমক দিয়ে বললেন, ‘শান্ত হও, স্থির হও!’ সঙ্গে সঙ্গে বাতাস থেমে গেল, চারদিকে নেমে এলো এক গভীর স্তব্ধতা। যীশু তখন শিষ্যদের বললেন, ‘এতো ভয় কিসের?... এখনো কি তোমাদের মধ্যে বিশ্বাস জাগেনি’? তাদের মন এক

আশ্চর্য ভীতিতে ভরে উঠল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'তাহলে ইনি কে?.. বাতাস আর সাগরও যে দেখছি, ওনার কথা শোনে!'

এ ছাড়াও তিনি ক্ষুধার্তদের অন্নদান, রোগীদের সুস্থকরণ, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ, পাপীদের ক্ষমা ও মৃতদের জীবন দান করেছেন। এভাবে যীশু মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন ।

ক. পাঠের আলোকে যীশুর ঐশগুণগুলো নিচের খালি জায়গায় লেখ।

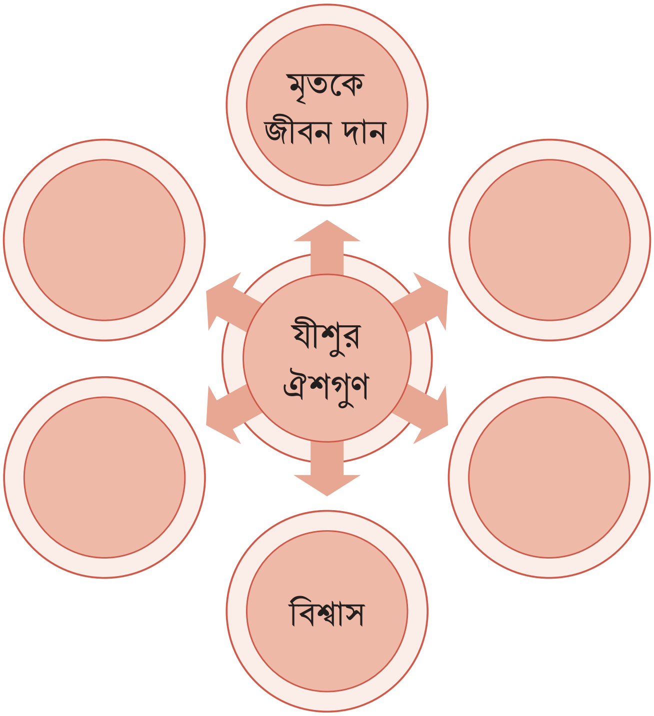

খ. যীশুর যে কোনো একটি অলৌকিক কাজ অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- ক্ষুধার্তকে অন্ন দান।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. যীশু শিষ্যদের সঙ্গে কোথায় গেলেন?

ক. নদীর ওপারে খ. সাগরের ওপারে গ. রাস্তার ওপারে ঘ. মাঠের ওপারে

২. 'শান্ত হও স্থির হও' এই কথা যীশু কাকে বলেছেন?

ক. নদীকে খ. সাগরকে গ. বাতাসকে ঘ. বৃষ্টিকে

৩. চারদিকে নেমে এলো এক গভীর

ক. নীরবতা খ. অন্ধকার গ. স্তব্ধতা ঘ. স্থিরতা

৪. 'এতো ভয় কিসের?' কে কাকে বললেন?

ক. ঈশ্বর যীশুকে খ. যীশু শিষ্যদের গ. যীশু পিতরকে ঘ. শিষ্যেরা লোকদের

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. নৌকার পিছনে যীশু ঘুমাচ্ছিলেন।

২. যীশু সাগরকে ধমক দিলেন।

৩. ক্ষুধার্তদের যীশু অন্নদান করেন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বাতাস আর সাগরও	১. বিশ্বাস জাগেনি?
২. তোমাদের মধ্যে কি	২. ভয় কিসের?
৩. যীশু মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন	৩. যীশুর কথা শোনে
৪. যীশু প্রকৃতিকে	৪. নিয়ন্ত্রণ করেন
	৫. নৌকার গদিতে
	৬. জীবন দান করেন

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিষ্যরা কেন ভয় পেয়েছিলেন?

২. শিষ্যদের যীশু তিরস্কার করলেন কেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুর ঐশগুণের তালিকা তৈরি করো।

২. যীশুর যে কোনো একটি আশ্চর্য কাজের বর্ণনা করো।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

পাঠ: ৬

যীশুর ঐশগুণে অনুপ্রেরণা লাভ

(মথি ১৪:২২-৩৬)

যীশু নির্জনে প্রার্থনা করার জন্য কাছের পাহাড়টায় গিয়ে উঠলেন। যখন সন্ধ্যা হলো, তখনো তিনি একলা সেখানেই আছেন; শিষ্যদের নৌকাটা ততক্ষণে ডাঙা থেকে বেশকিছু দূরেই চলে এসেছে, প্রবল ঢেউ এসে তখন নৌকাটার গায়ে আছড়ে পড়ছে। কেননা, বাতাস উল্টো দিক থেকেই বইছে। তারপর রাত যখন চার প্রহর, যীশু তখন সাগরের ওপর দিয়ে হেঁটে তাদের কাছে গেলেন। তাকে সাগরের ওপর দিয়ে হাঁটতে দেখে শিষ্যরা ভীষণ ভয় পেল।

যীশুর জলের উপরে হাঁটা

তারা ভূত! ভূত! বলে ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু যীশু তখনই কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, 'সাহস হারিয়ো না। এ তো আমিই। কোনো ভয় নেই তোমাদের।' তখন পিতর বলে উঠল, 'প্রভু, যদি আপনিই হন, তাহলে আমাকে জলের ওপর দিয়ে আপনার কাছে যাওয়ার আদেশ দিন। তিনি

বললেন, ‘চলে এসো!’ পিতর তখন নৌকা থেকে নেমে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যীশুর দিকে এগিয়ে গেলেন; কিন্তু বাতাসের জোর দেখে মাঝপথে তিনি ভয় পেলেন; সেই সময় তিনি ডুবতে লাগলেন। তাই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, ‘প্রভু, আমাকে বাঁচান।’ আর তখনই যীশু তাকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন। বললেন, ‘এত অল্প তোমার বিশ্বাস! কেনই বা সন্দেহ করলে তুমি?’ তারপর তারা দুজনে নৌকায় এসে উঠলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস থেমে গেল। যারা নৌকায় ছিলেন, তারা তখন তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে বললেন, ‘হ্যাঁ, সত্যিই আপনি ঈশ্বরের পুত্র।’

এভাবে যীশু তার ঐশগুণ মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করেছেন। যীশু নিরাশ মানুষকে (জাখারিয়/সক্কেয়, কুয়োর ধারে শমরীয় নারী) আশার আলো, অবিশ্বাসীকে (থোমা) বিশ্বাস এবং বঞ্চিতদের (কুষ্ঠরোগী, কুয়োর ধারে ৩৮ বছরের রোগী ইত্যাদি) ভালোবাসা দিয়েছেন। যীশু চান, তিনি যেভাবে মানুষকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মর্যাদা দিয়েছেন, সেইভাবে আমরাও যেন তাঁর আদর্শ অনুসরণ করি।

ক. যীশুর ঐশগুণে অনুপ্রাণিত হয়ে তুমি কী কী কাজ করতে পারো তা উল্লেখ করো।

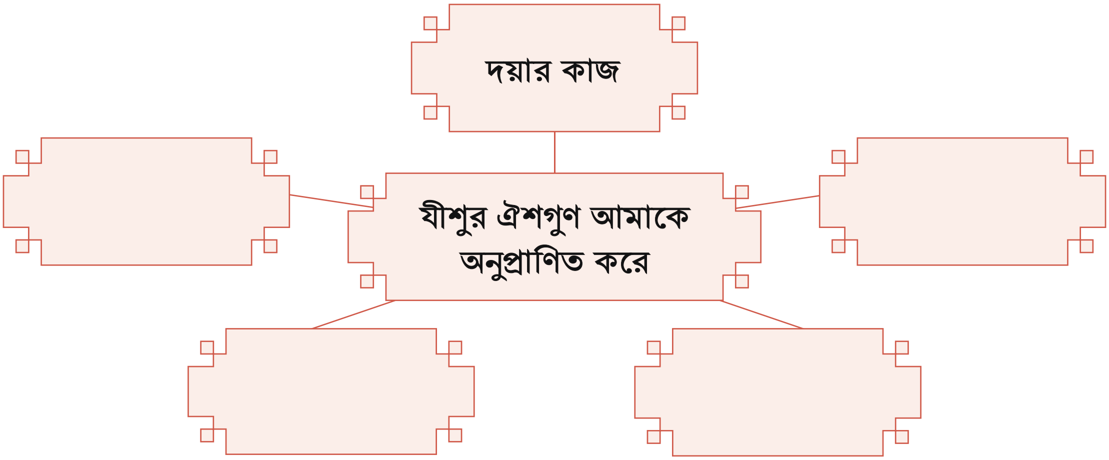

খ. পিতর যীশুর অনুপ্রেরণা পেয়েও কেন মাঝপথে ডুবে যাচ্ছিল, তা পোস্টার পেপারে লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- মানুষকে মর্যাদা দেওয়া।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. প্রার্থনা করার জন্য যীশু গেলেন-

ক. সাগরে খ. মাঠে গ. গীর্জায় ঘ. পাহাড়ে

২. যীশু রাতের কোন প্রহরে সাগরে হেঁটে শিষ্যদের কাছে গেলেন?

ক. দ্বিতীয় প্রহর খ. তৃতীয় প্রহর গ. চতুর্থ প্রহর ঘ. প্রথম প্রহর

৩. 'এত অল্প তোমার বিশ্বাস?'-কে কাকে বললেন?

ক. যোহন পিতরকে খ. যীশু পিতরকে গ. পিতর যুদাসকে ঘ. যীশু থোমাকে

৪. যীশু পিতরকে বললেন

ক. চলে এসো খ. পিছনে যাও গ. তাড়াতাড়ি এসো ঘ. হেঁটে এসো

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি

১. সঙ্গে সঙ্গে -------------থেমে গেল।

২. বাতাস ------ দিক থেকে বইছিল।

৩. যীশুকে দেখে -------ভীষণ ভয় পেল।

৪. যীশু শিষ্যদের বললেন------হারিয়োনা।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যীশু নিরাশ মানুষকে দিয়েছেন	১. বিশ্বাস
২. অবিশ্বাসীদের দিয়েছেন	২. ভালোবাসা
৩. বঞ্চিতদের দিয়েছেন	৩. আশার আলো
৪. মানুষকে দিয়েছেন	৪. সান্ত্বনা
	৫. মর্যাদা
	৬. অভয়

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পিতর কেন চিৎকার করে উঠলেন?

২. যীশু কীভাবে পিতরের ভয় দূর করলেন?

৩. শিষ্যদের ভয়ের কারণ কী?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. 'যীশুর ঐশগুণ মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করেছেন' তুমি মানুষের মঙ্গলের জন্য কী করবে?

২. আমরা কেন যীশুর আদর্শ অনুসরণ করব বর্ণনা করো।

পাঠ: ৭

যীশুকে অনুসরণ করা

(যোহন ২১:১৫-১৯)

যীশু সিমোন পিতরকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ওদের চেয়ে বেশি ভালোবাস?’ পিতর উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, প্রভু, আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি!’ যীশু তাকে বললেন, ‘তাহলে তুমি আমার মেষশাবকদের দেখাশোনা করো।’ তারপর দ্বিতীয়বার তিনি পিতরকে একই কথা জিজ্ঞেস করলেন, ‘যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ভালোবাস?’ পিতর উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, প্রভু, আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি!’ যীশু তাকে বললেন, ‘তাহলে তুমি আমার মেষদের পালন করো।’ তারপর তৃতীয়বার তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ভালোবাস?’

শিষ্যদের সঙ্গে যীশু

যীশু যে তাকে তৃতীয়বার 'তুমি কি আমাকে ভালোবাস', এমন প্রশ্ন করছেন, তার জন্য পিতর দুঃখ পেলেন। তিনি এবার বলে উঠলেন, 'প্রভু, আপনি তো সবই জানেন! আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে সত্যিই ভালোবাসি!' যীশু তাকে বললেন, 'তাহলে তুমি আমার মেষদের দেখাশোনা করো এবং আমাকে অনুসরণ করো।'

পূর্বের পাঠগুলোতে আমরা যীশুর ঐশগুণে অনুপ্রাণিত হয়েছি। এই পাঠে যীশু আমাদের তার পথ অনুসরণ করতে আহ্বান করেছেন। যীশুর শিষ্যরাও যীশুকে অনুসরণ করেছিলেন এবং সারা পৃথিবীতে ভালোবাসার দৃষ্টান্তস্বরূপ মন্ডলী স্থাপন করে গেছেন। সুতরাং আমাদেরও যীশুকে অনুসরণ করে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাঁর ভালোবাসা অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে।

ক. যীশুর যেসব ঐশগুণ শিষ্যেরা অনুসরণ করেছিলেন তা নিচের খালি ঘরে উল্লেখ করো।

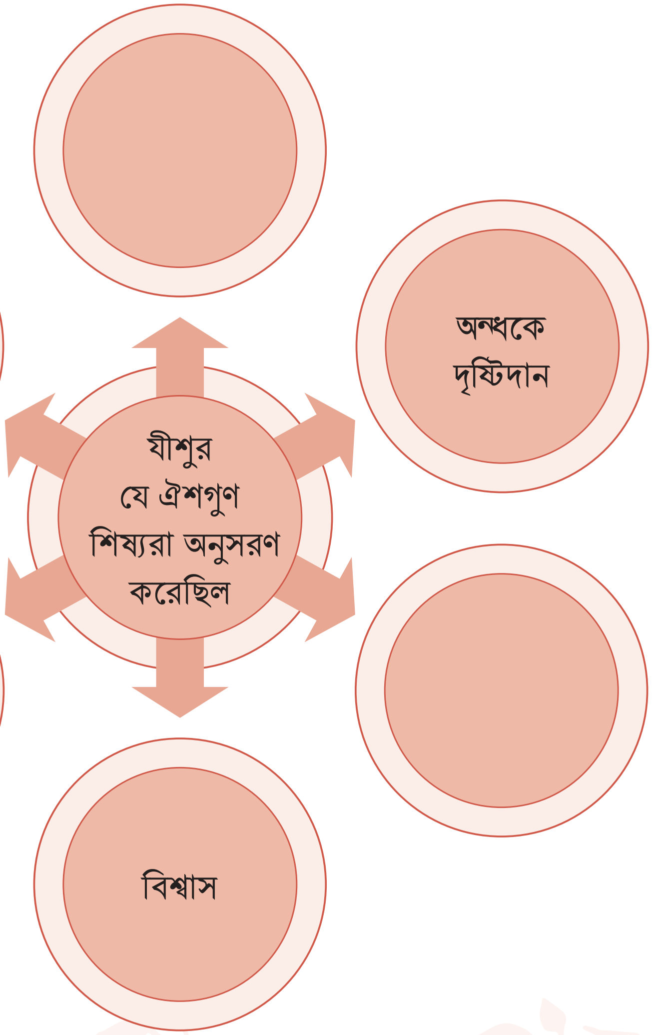

খ. যীশুকে অনুসরণ করে বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে তুমি কী কী কাজ করতে পারো, তা নিচের ছকে লেখ।

বাড়িতে	বিদ্যালয়ে

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- মানুষের সেবা করা।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. সিমোনের বাবা কে-

ক. যাকোব　খ. যোহন　গ. মোশী　ঘ. যোসেফ

২. যীশু প্রদত্ত পিতরের প্রথম দায়িত্ব –

ক. মেষশাবকদের দেখাশুনা　খ. মেষদের পালন　গ. যীশুকে অনুসরণ　ঘ. শিষ্যদের দেখাশোনা

৩. মেষদের পালন অর্থ –

ক. অবিশ্বাসীদের পালন　খ. খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের পালন　গ. শিষ্যদের পালন　ঘ. মণ্ডলী স্থাপন

খ. সঠিক শব্দগুলো দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. যীশু পিতরকে বলেন আমাকে ------------করো ।

২. আমরা যীশুর -------- অনুপ্রাণিত হয়েছি।

৩. যীশু পিতরকে ------প্রশ্ন করেন।

৪. তুমি আমার -------পালন করো।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. যীশু পিতরকে চারবার প্রশ্ন করেছেন।

২. পিতরের আগের নাম ছিল সিমোন।

৩. যীশুর প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে পিতর দায়িত্ব পেলেন।

৪. যীশুর একাধিক প্রশ্ন শুনে পিতর খুশি ছিলেন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পিতরের দুঃখের কারণ কী?

২. যীশু কেন পিতরকে প্রশ্ন করলেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. শিষ্যদের পালনীয় যীশুর ঐশগুণ বর্ণনা করো।

২. তোমার জীবনে কীভাবে তুমি যীশুকে অনুসরণ করবে?

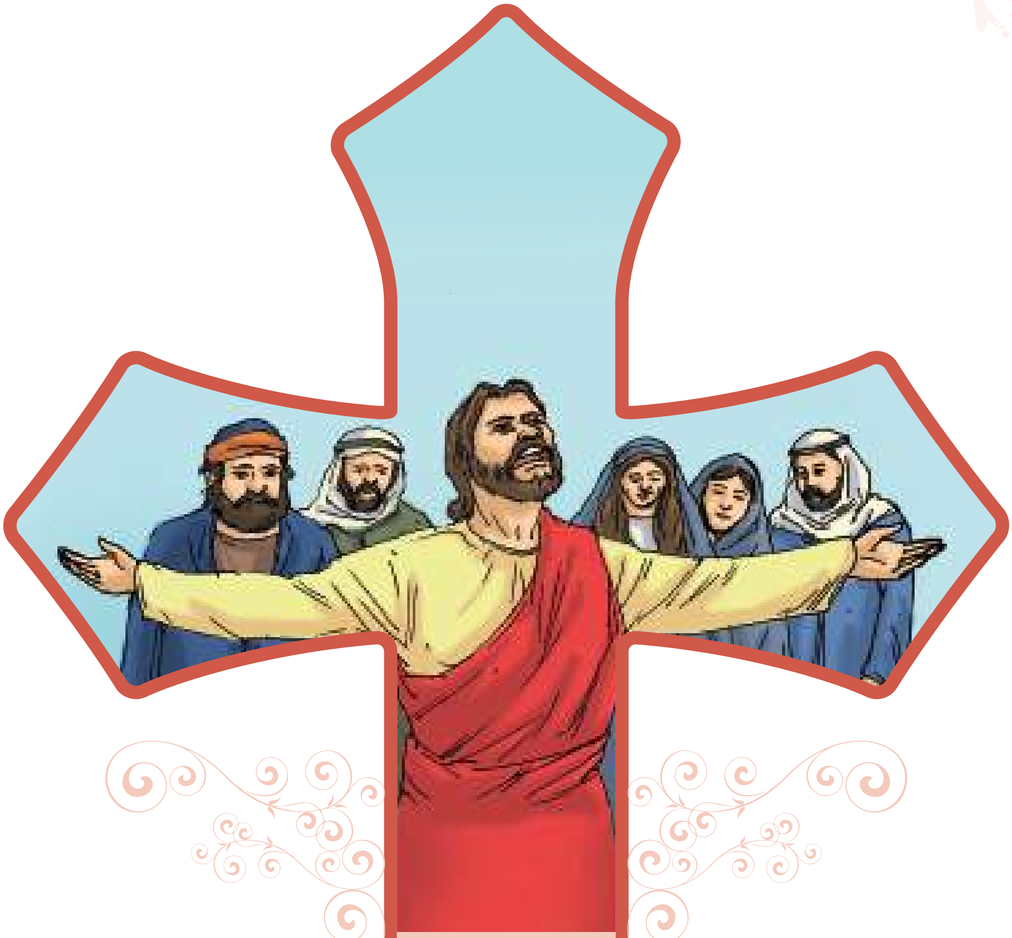

অধ্যায় ৩

৩য় অধ্যায়

উদারতা ও ন্যায়-অন্যায়বোধ

ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাদের দায়িত্ব হলো ভালো-মন্দ আবিষ্কার করা। সৃষ্টিকর্তা আমাদের জীবন পরিচালনার জন্য নানাগুণে গুণান্বিত করেছেন। এসব গুণকে প্রকাশ করার উত্তম মাধ্যম হলো উদারতা। উদারতার মধ্য দিয়েই ভালো গুণগুলোকে আয়ত্তের মাধ্যমে মন্দতাকে পরিহার করে জীবনপথে এগিয়ে চলতে পারি। একইভাবে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে সক্ষম হই।

যীশুর উদারতা

পাঠ: ১

উদারতা

(মার্ক ১২:৪১-৪৪)

উদারতা হলো একটি মানবীয় গুণ, যা প্রশংসা বা পুরস্কারের বিনিময়ে কিছু আশা করা যায় না। বরং অন্যকে দয়া, ভালোবাসা ও সাহায্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উদারভাবে দান করার মাধ্যমে যেমন আনন্দ আছে, তেমনি উপকারও পাওয়া যায়। জীবন পথে উদারতার পথ গ্রহণ করা আমাদের দায়িত্ব।

দরিদ্র বিধবার দান

যীশু সমাজগৃহে অনেক উপদেশ দেওয়ার পর কোষাগারের সামনে বসে দেখছিলেন যে, অনেক ধনী লোক এসে বেশ কিছু টাকা দানবাক্সে ফেলে গেল। সবার শেষে এল একজন গরিব বিধবা। সে বাক্সে ফেলল ছোটো দুটি মুদ্রা, যার দাম হবে দু-চার পয়সার মতো। তখন শিষ্যদের কাছে ডেকে যীশু বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, ওই গরিব বিধবা কিন্তু অন্যান্য সবার চেয়ে কোষাগারের বাক্সে বেশিই দিয়েছে। ওরা তো সবই ওদের বাড়তি সম্পদের অংশটুকুই দিয়ে গেল। আর বিধবা মহিলাটির অনেক অভাব থাকতেও তার জীবনের যা কিছু সম্বল, সবই দিয়ে গেল।’ এভাবে নিজের স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে অন্যের জন্য কিছু করতে বা দিতে সক্ষম হওয়াকে উদারতা বলে।

যিনি উদারভাবে দান করেন, তিনি নিজেরই উপকার করেন। অনেকে আছেন, যারা প্রতিনিয়তই দান করে থাকেন, তবুও তাদের কোনোদিন অভাব হয় না। অন্যদিকে কিছু ধনী লোক আছেন, যারা কখনোই কাউকে কিছু দান করেন না, তবুও তাদের অভাবের যেন শেষ নেই। যে উদারভাবে ভালোবেসে দান করেন, তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেন। এভাবে আমরা ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে উদারভাবে অন্যের প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারি।

ক. ডান পাশের সঠিক তথ্য দিয়ে খালি ঘর পূরণ করো।

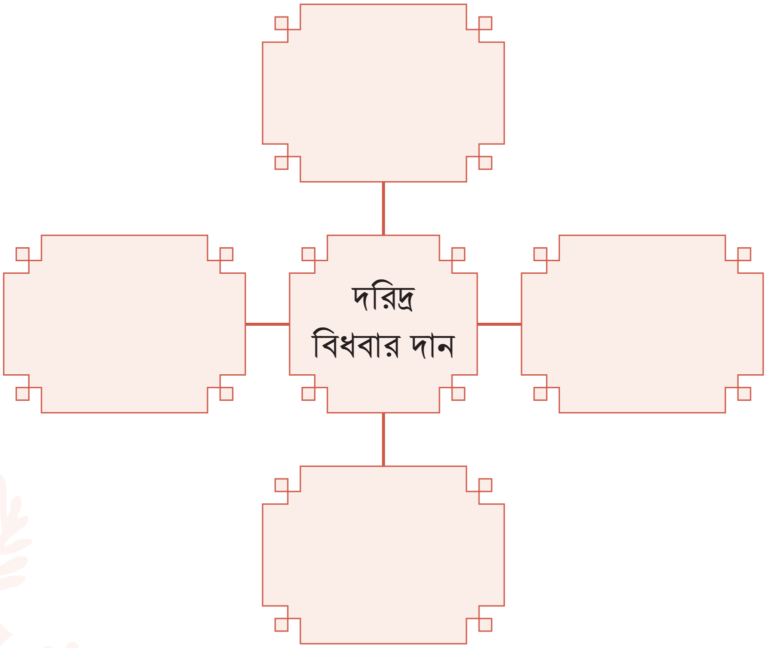

- ভালোবাসাপূর্ণ
- উদার
- স্বার্থপর
- ত্যাগের
- সম্পূর্ণ সম্বল
- নিঃস্বার্থ
- কৃপণতা

খ. অন্যান্য ধনী লোকেরা দান করা সত্ত্বেও গরিব বিধবার দানকে কেন উদারভাবে দান বলা হয়েছে। এ বিষয়ে তিনটি বাক্য তোমার খাতায় লেখ।

গ. তুমি কী কী কাজ করে অন্যের প্রতি উদারতা প্রকাশ করতে পারো, তা নিচের ছকে লেখ।

১. ______________________________

২. ______________________________

৩. ______________________________

৪. ______________________________

ঘ. তোমার সব দানের জন্য, হে প্রভু তোমায় ধন্যবাদ --- গানটি একসঙ্গে করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- উদারভাবে দান করা।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. উদারতা একটি-

ক. ঐশ্বরিক গুণ খ. মানবীয় গুণ গ. সফল গুণ ঘ. দয়ার গুণ

২. উদারতা প্রকাশ পায়

ক. দয়া ও মায়ায় খ. প্রশংসা ও পুরস্কারে গ. সফলতা ও বিফলতায় ঘ. দয়া ও ভালোবাসা

৩. গরিব বিধবার দানের পরিমাণ ছিল-

ক. একটি মুদ্রা খ. দুটি মুদ্রা গ. তিনটি মুদ্রা ঘ. চারটি মুদ্রা

৪. উদারভাবে দান করার অর্থ-

ক. উপকার করা খ. সাহায্য করা গ. দয়া করা ঘ. আনন্দ করা

৫. আমরা সাধারণত ধর্মীয় উপদেশ শুনি –

ক. বাড়িতে খ. জনসভায় গ. রাস্তায় ঘ. গীর্জায়

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. অনেক ধনী লোক দানবাক্সে কোনো টাকা দেয়নি।

২. বিধবার দান ছিল সবচেয়ে বেশি।

৩. যে ভালোবেসে দান করে, সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে।

৪. আমাদের দান না করাই ভালো।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. কিছু ধনী লোক	১. তাদের অভাব হয় না
২. যারা প্রতিনিয়ত দান করেন	২. দান করতে পারি
৩. বিধবা মহিলা তার সব সম্বল	৩. অন্যের জন্য কিছু করা
৪. আমরা প্রত্যেকে উদারভাবে	৪. অভাবের শেষ নেই
	৫. কখনই দান করেন না
	৬. দান করেন

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. যীশু সমাজ গৃহে কী উপদেশ দিয়েছিলেন ?

২. কে দান বাক্সে বেশি দান করেছেন ?

৩. তুমি কার দানকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে কর ?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. তুমি উপাসনা ঘরে বা গীর্জায় কী কী দান করতে পার।

২. দান করার ব্যাপারে কে কে তোমাকে উৎসাহ দেয়?

৩. তোমার কোনো বন্ধুর অসুস্থতায় তুমি কী করতে পার?

পাঠ: ২

উদারতা অনুশীলন

(মথি ১৪:১৫-২১)

যীশু পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ান

যীশু বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যুসংবাদ শুনে নৌকাযোগে এক নির্জন স্থানে গেলেন। আর যীশুর কথা শুনে নানা জায়গা থেকে সেখানে অনেক লোক তার পেছনে পেছনে আসতে লাগল। তাদের দেখে যীশুর মমতা হলো।শিগগির লোকের সমাগমে পাহাড়ের পাদদেশ পূর্ণ হয়ে গেল। তারা আগ্রহের সঙ্গে যীশুর কথা শুনছিল। কয়েক ঘণ্টা পর শিষ্যরা দেখলেন যে, সূর্য ডুবে যাচ্ছে। শিষ্যরা যীশুকে বললেন, 'প্রভু, লোকদের বিদায় দিন যেন লোকেরা বাড়ি গিয়ে তাদের জন্য খাদ্য ক্রয় করতে পারে। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে, সারা দিন তারা কিছু খায়নি।' যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে কত লোক আছে?' শিষ্যরা উত্তর দিলেন, 'পাঁচ হাজার পুরুষ, তার সঙ্গে মহিলা এবং ছেলে-মেয়ে আছে।' যীশু তাদের বললেন, 'তোমরা কেন তাদের খাবার দিচ্ছ না?' ফিলিপের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমরা এসব লোকদের জন্য কোথায় খাবার কিনতে পারি?' তখন আন্দ্রিয় এসে বললেন, 'এখানে একটি ছেলে আছে যার কাছে পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ আছে। তিনি বললেন, সেগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো।

যীশু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর তিনি তা টুকরো টুকরো করলেন এবং শিষ্যদের দিলেন। তারা পর্যায়ক্রমে লোকদের তা দিলেন। তারা প্রত্যেকে পেট ভরে খেলো। শিষ্যেরা অবশিষ্ট টুকরোগুলো বারোটা ঝুড়ি ভর্তি করে তুলে নিল। এভাবে যীশু পাঁচ হাজার লোককে আহার প্রদানের মাধ্যমে তাঁর উদারতা প্রকাশ করলেন।

যীশু আজও মানুষের মাধ্যমে এধরনের আশ্চর্য কাজ প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছেন। তাই আমাদের প্রতি তার দৃষ্টি সদা জাগ্রত।

ক. যীশুর উদারতা বুঝে তোমার প্রতিদিনের জীবনে তুমি কীভাবে তা অনুশীলন করবে তার তুলনামূলক আলোচনা নিচের ছকে উল্লেখ করো।

যীশুর উদারতা	তোমার উদারতা

খ. তোমার শ্রেণির সহপাঠীদের জন্য তুমি কী ধরনের উদারতা দেখাতে পারো তা নিচে উল্লেখ করো।

গ. তুমি যেখানে বসবাস করছ তার আশেপাশে দরিদ্র শীতার্তদের জন্য কী করতে পারো তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

১. গরিব সহপাঠীকে টিফিন প্রদান।

২. ______________________________

৩. ______________________________

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- যীশুর উদারতা ও আশ্চর্য কাজ।

-

-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. যীশু বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যু সংবাদ শুনে গেলেন -

ক. কোলাহল স্থানে খ. নির্জন স্থানে গ. উপাসনা গৃহে ঘ. সমাজ গৃহে

২. তারা আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলেন-

ক. যোহনের কথা খ. মণ্ডলীর কথা গ. বাবার কথা ঘ. যীশুর কথা

৩. যীশু ৫টি রুটি ও দুটি মাছের কথা জেনেছেন -

ক. আন্দ্রিয়ের কাছে খ. পিতার কাছে গ. মথির কাছে ঘ. পৌলের কাছে

৪. গরিব বান্ধবীকে টিফিন দিয়ে প্রকাশ করতে পার-

ক. ভালোবাসা খ. দয়া গ. নম্রতা ঘ. উদারতা

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. যীশুর দয়া হলো--------দেখে।

২. শিষ্যরা দেখলেন সূর্য --------যাচ্ছে।

৩. আমরা এসব লোকের জন্য কোথায় --------কিনতে পারি।

৪. এখানে -------লোক আছে।

৫. বান্ধবীকে প্রয়োজনে কলম দিয়ে --------করতে পারি।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যীশুর কথা শুনে অনেক লোক	১. সদা জাগ্রত
২. তোমরা কেন তাদের	২. প্রতিনিয়ত করছেন
৩. একটু পরেই	৩. পেট ভরে খেলেন
৪. তারা সবাই	৪. খাবার দিচ্ছ না
	৫. তাঁর পেছনে আসতে লাগল
	৬.অন্ধকার হয়ে যাবে

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রতিবেশীর জন্য তুমি কী ধরনের উদারতা প্রকাশ করতে পার।

২. যীশুর উপদেশ শোনার জন্য কারা সমবেত হয়েছিল?

৩. পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর পর কী কী অবশিষ্ট ছিল?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশু এখনো আশ্চর্য কাজ করেন, তুমি কীভাবে তা বুঝতে পারো।

২. যীশুর উদারতা বুঝে তুমি কী ধরনের উদারতা প্রকাশ করতে পার উল্লেখ করো।

পাঠ: ৩

ত্যাগের মনোভাব

(মথি ৮:১৮-২২; ১৬:২৪-২৬)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের ত্যাগের সুযোগ আসে। কোনো অভিযোগ না করে আমরা যদি খুশিমনে তা গ্রহণ করি, তবে ঈশ্বর নিশ্চয়ই খুশি হন। আমরা নিজেরাও মনে পরম শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করি।

অন্যকে সাহায্য করা

নিজের চারপাশে এত লোকের ভিড় দেখে যীশু এবার তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন, সাগরের ওপারে যাওয়া যাক! সেই সময় একজন শাস্ত্রী কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'গুরু, আপনি যেখানেই যাবেন, আমি কিন্তু সেখানেই আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাব।' যীশু উত্তর দিলেন, 'শেয়ালের থাকবার গর্ত আছে, আকাশের পাখিরও বাসা আছে; কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজার জায়গাটুকুও নেই।' তখন অন্য একজন তার শিষ্যদেরই একজন তাঁকে বললেন, 'প্রভু, অনুমতি দিন, আমি আগে আমার বাবাকে সমাধি দিয়ে আসি!' যীশু উত্তর দিলেন, 'না,' তুমি বরং আমার সঙ্গেই চলো! মৃতদের সমাধি দেওয়ার কাজটা মৃতদের হাতেই ছেড়ে দাও!

যীশু তখন তার শিষ্যদের বললেন, 'কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়' তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করুক। কেননা, যে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে নিজেকে হারাবেই; কিন্তু আমার জন্য যে নিজের প্রাণ হারাবে, সে নিজেকে খুঁজে পাবেই। সারা জগৎকে পেয়ে কেউ যদি তার ফলে নিজের আত্মা হারায়, তাতে তার কীই-বা লাভ হতে পারে? মানুষ তখন কোন মূল্যেই বা নিজেকে আবার ফিরে পেতে পারে?

এসো আমরা গল্প পড়ি

মেঘনা প্রতিদিন স্কুলে যায়। তার বাবা তাকে টিফিনের জন্য দশ টাকা দেন। সে দেখতে পায় তার বান্ধবী প্রতিমা প্রায়ই টিফিন না খেয়ে থাকে। সে তার বান্ধবীকে সাহায্য করার জন্য দশ টাকার সিঙাড়া বা সমুচা না খেয়ে বিস্কুট কিনে অর্ধেকটা প্রতিমাকে দেয়। প্রতিমা খুশি হয়ে বিষয়টি তার

মাকে বলে এবং তার মা মেঘনার এ সুন্দর মনোভাবে খুব খুশি হন। কয়েক দিন পর মেঘনার মা-ও তা জানতে পেরে তার ত্যাগের মনোভাবের জন্য আনন্দিত হয়ে ভালো কাজের জন্য উৎসাহিত করেন।

ক. মেঘনা কীভাবে তার বান্ধবীর কষ্টকে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তা তোমার খাতায় লেখ।

খ. যীশুর শিক্ষার মধ্যে যেসব ত্যাগ লক্ষ্য করেছ তা নিচের ছকে লেখ।

১. ____________________

২. ____________________

৩. ____________________

৪. ____________________

গ. দৈনন্দিন জীবনে চলতে গিয়ে তুমি কী কী ত্যাগের অনুশীলন করবে, তা খালি ঘরে উল্লেখ করো।

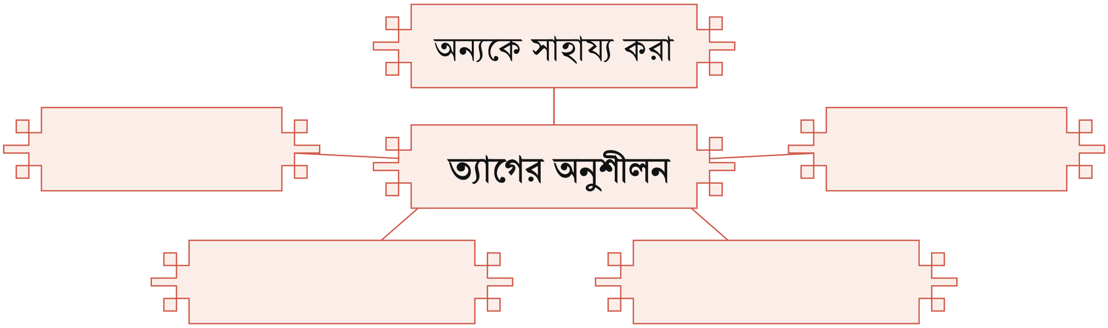

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- ত্যাগের ফল ভালোবাসা।
-
-

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. যীশু শিষ্যদের কোথায় যেতে নির্দেশ দিলেন

ক. নদীর ওপারে খ. খালের ওপারে গ. পুকুরের পাড়ে ঘ. সাগরের তীরে

২. যীশুর অনুগামী হবার জন্য কী করবে-

ক. আত্মত্যাগ খ. ভালোবাসা ত্যাগ গ. খারাপ বন্ধু ত্যাগ ঘ. গৃহ ত্যাগ

৩. মেঘনার মা তাকে কী কাজের জন্য উৎসাহিত করেন-

ক. মন্দ কাজ খ. খারাপ কাজ গ. ভালো কাজ ঘ. অসৎ কাজ

৪. তুমি কীভাবে অন্যের কষ্ট বুঝতে পারবে-

ক. সহমর্মিতার মাধ্যমে খ. ভালোবাসার মাধ্যমে গ. আন্তরিকতার মাধ্যমে ঘ. সহযোগিতার মাধ্যমে

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ কর ।
২. যে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায় সে নিজেকে পাবে।
৩. মেঘনার মা মেয়ের খারাপ ব্যবহারে খুশি হয়।
৪. মৃতদের সমাধি দেবার কাজ মৃতরাই করতে পারে।

গ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. শেয়ালের থাকবার ------ আছে।
২. মানব পুত্রের -------জায়গা নেই।
৩. আমার বাবাকে -----দিয়ে আসি।
৪. তুমি বরং -----সঙ্গেই চলো।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মেঘনার কাজ তুমি কেন সমর্থন কর?
২. প্রতিমার মায়ের অনুভূতি কী ধরনের?
৩. তোমার কোনো বান্ধবীর কলম না থাকলে তুমি কী করতে পারো?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুর বাণী অনুসারে তুমি কী কী করেছ?
২. তোমার কোনো সহপাঠী সমস্যায় পড়ে তোমার কাছে পরামর্শ চাইলে তুমি কীভাবে সাহায্য করবে?

পাঠ: ৪

সদাচার

(লুক ৬:৬-১১)

সদাচারের অর্থ হলো সৎ আচরণ। এটি মানুষের একটি মহৎ গুণ, যা দৈনন্দিন জীবনে ভালো কাজ ও মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এটি মানুষের উন্নত ও উত্তম আচরণের বহিঃপ্রকাশ।

যীশু নুলো লোককে সুস্থ করেন

এক বিশ্রামবারে যীশু সমাজগৃহে উপদেশ দিতে লাগলেন। সেখানে একজন লোক ছিল, যার ডান হাত নুলো/শুষ্ক ছিল। যীশু বিশ্রামবারে তাকে সারিয়ে তোলেন কি না, তা দেখার জন্য শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা লক্ষ্য রাখছিলেন, যাতে তাঁকে অভিযুক্ত করার মতো কোনো কিছু তারা পেতে পারেন; কিন্তু যীশু তাদের মনোভাব জানতেন। তাই নুলো লোকটিকে তিনি বললেন, 'ওঠো, সবার সামনে এসে দাঁড়াও!' লোকটি

তখন উঠে এসে সেখানে দাঁড়াল। এবার যীশু তাদের বললেন, ‘আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করছি, বলুন, বিধানের দিক থেকে বিশ্রামবারে কোন কাজটা করা উচিত, কারো উপকার করা না অপকার করা? কারও প্রাণ রক্ষা করা, না বিনষ্ট করা?’ তিনি এবার তাদের সবার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর সেই লোকটিকে বললেন, ‘হাত বাড়াও! সে তা-ই করল আর তার হাতটিও তখন সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

এসো আমরা গল্প পড়ি

সুমন চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী। একদিন ধর্ম শিক্ষক ক্লাসে সবাইকে যেকোনো একজন অসুস্থ/আত্মীয় প্রতিবেশীকে দেখতে যেতে বললেন। দেখতে গিয়ে তার সুস্থতার জন্য প্রার্থনাও করতে বললেন। শিক্ষকের নির্দেশ সব সময় সুমন মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং সেই অনুসারে কাজ করে। এবার সুমন তার প্রতিবেশী এক কাকিমাকে দেখতে গিয়ে তার সমবয়সী অনেককে খেলা করতে দেখে। সে-ও সব কিছু ভুলে খেলতে শুরু করে। একসময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। মায়ের ডাকে বাড়ি ফিরে যায়। প্রার্থনার কথা তার একেবারেই মনে নেই। পরদিন শিক্ষক সে বিষয়ে জানতে চাইলে সবাই কাজটি করেছে বলে সম্মতি জানায়। সুমন বুঝতে পারে, সে যথার্থভাবে কাজটি করেনি। দেখতে গিয়েছিল সত্য; কিন্তু প্রার্থনা করেনি। সে যা করেছিল তাই শিক্ষককে দুঃখ প্রকাশ করে সব সত্যকথা বলে। শিক্ষক তার এ আচরণে খুশি হন এবং সততার প্রশংসা করেন। তিনি সবাইকে সুমনের আদর্শ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেন।

অসুস্থ প্রতিবেশীর জন্য প্রার্থনা

ক. সুমনের আচরণ থেকে তুমি কী কী শিখেছ তার তালিকা তৈরি করো।

-
-
-
-

খ. তোমার সহপাঠীদের মধ্যে সদাচারের কী কী গুণ লক্ষ্য করো তা ছকে লেখ।

১. ______________________________

২. ______________________________

৩. ______________________________

৪. ______________________________

গ. স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একজন বৃদ্ধ খোঁড়া লোক তোমাদের সামনে পড়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে তোমাদের করণীয় সম্পর্কে ভূমিকাভিনয় করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম –

- ভালো কাজ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. সদাচার মানে -

ক. সরল আচরণ　খ. সৎ আচরণ　গ. সহজ আচরণ　ঘ. দুর্বল আচরণ

২. বিশ্রামবারে যীশু উপদেশ দিয়েছেন-

ক. মন্দিরে　খ. মসজিদে　গ. সমাজ গৃহে　ঘ. গীর্জায়

৩. বিশ্রামবারে কী করা ভালো-

ক. ভালো কাজ　খ. দয়ার কাজ　গ. সেবার কাজ　ঘ. সৎকাজ

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. সদাচার মানুষের একটি -------- গুণ।

২. যীশু বিশ্রামবারে একজন --------- লোককে সুস্থ করেন।

৩. বিধানের দিক থেকে ---------- কোনো কাজ করাই শ্রেষ্ঠ ।

গ. বাম পাশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যীশু নুলো লোকটিকে বললেন	১. একেবারেই মনে নেই
২. সুমন বুঝতে পারে	২. উৎসাহিত হন
৩. প্রার্থনার কথা তার	৩. খুশি হন
৪. শিক্ষক সুমনের আচরণে	৪. ওঠো সবার সামনে এসে দাঁড়াও
	৫. সে যথার্থভাবে কাজ করেনি
	৬. কষ্ট পান

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. যীশু কাকে সুস্থ করেছেন?

২. ধর্ম শিক্ষক ধর্ম ক্লাসে কী নির্দেশ দিলেন?

৩. তুমি কার কার নির্দেশ পালন কর?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুর বিশ্রামবারে ভালোকাজ দেখে ফরিসিরা তাকে অভিযুক্ত করল- তুমি হলে কী করতে, ব্যাখ্যা করো।

২. সুমনের গল্প থেকে তুমি কী শিক্ষা পেয়েছ –বর্ণনা কর?

পাঠ: ৫

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

(মার্ক ৯:৩৩-৩৭, মার্ক ১০:১৩-১৬)

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ হলো অন্যের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ, সহযোগিতা, সহনশীল মনোভাব এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

শিশুদের মাঝে যীশু

'যীশু ও শিষ্যরা কাফার্নাউমে/কফরনাহুমে পৌঁছার পর যীশু তাদের প্রশ্ন করলেন, 'পথে কী নিয়ে তোমাদের মধ্যে এত তর্ক হচ্ছিল?' তারা চুপ করে রইলেন, কারণ পথে তারা নিজেদের মধ্যে এই নিয়েই তর্ক করেছিলেন যে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে? যীশু তখন ১২ জনকে কাছে ডেকে বললেন, 'কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তাহলে সে যেন সবার শেষে থাকে, সবারই সেবক হয়।' তারপর তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাদের সামনে দাঁড় করালেন; আর দুহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'যে কেউ আমার জন্য কোনো শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর আমাকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাকেই গ্রহণ করে।'

একদিন লোকেরা যীশুর কাছে কয়েকটি শিশুকে নিয়ে এল যাতে তিনি তাদেরকে স্পর্শ করে আশীর্বাদ করেন; কিন্তু শিষ্যরা তাদের ধমক দিতে লাগলেন। তাই দেখে যীশু রেগে গেলেন। তিনি বললেন, ‘শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, বাধা দিও না। কারণ শিশুদের মতো যারা, ঐশরাজ্য তাদেরই। তারপর তিনি শিশুদের আশীর্বাদ করলেন। শিষ্যেরা তখন দেখতে পেলেন যে, তাদের প্রভু শিশুদের কত গুরুত্ব দেন।

এসো আমরা গল্প পড়ি

সুরেশ চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। সে একদিন বাবার সঙ্গে বাজারে যায়। বাজারে গিয়ে তার সহপাঠী রতনকে দোকানে মালামাল বহন করতে দেখে। তার এ কাজ দেখে সুরেশের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ দেখার পর সে আর স্থির থাকতে না পেরে রতনের সঙ্গে মালামাল টানতে শুরু করে। রতন নিষেধ করা সত্ত্বেও সুরেশ সাহায্য করছে দেখে রতনের চোখেও জল আসে। সে সুরেশকে বুকে জড়িয়ে ধরে। তাদের এ ঘটনা দেখে দোকানদার অবাক হয়ে বলেন, দেখো, এরা একে-অপরকে কত ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে!

ক. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা তুমি কীভাবে অনুশীলন করবে, তা নিচের খালি ঘরে উল্লেখ করো।

খ. সুরেশের কাজের আলোকে তোমার বিদ্যালয় ও সমাজে তুমি কী করতে পারো তার একটি তালিকা তৈরি করো।

১. অন্যের প্রয়োজনে সহযোগিতা করা

২. ______________________________

৩. ______________________________

৪. ______________________________

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- অন্যকে সাহায্য করা ।

-

-

-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. অন্যের মতামতের প্রতি কী করবে-

ক. সম্মান প্রদর্শন খ. বিরূপ আচরণ গ. শ্রদ্ধা প্রদর্শন ঘ. গুরুত্ব প্রদান

২. কাফার্নাউমে যাবার পর যীশু কাদের প্রশ্ন করলেন?

ক. ফরিসিদের খ. শিষ্যদের গ. শিশুদের ঘ. জনতাকে

৩. যীশু শিশুদের স্পর্শ করে কী করলেন?

ক. আশীর্বাদ খ. অভিশাপ গ. খারাপ আচরণ ঘ. ধমক দিলেন

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. প্রথম হতে চাইলে সবার ---------- থাকো।

২. যীশু একটি -------- নিয়ে তাদের সামনে দাঁড় করালেন।

৩. সুরেশ তার বাবার সঙ্গে --------- যায়।

৪. পথে কী নিয়ে তোমাদের মধ্যে ------------হচ্ছিল।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. রতনের কাজ দেখে	১. সে আমাকেই গ্রহণ করে
২. যীশু শিষ্যদের	২. বাজারে গিয়ে
৩. যে আমার জন্য শিশুকে গ্রহণ করে	৩. বাধা দিও না
৪. শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও	৪. সুরেশের চোখে জল পড়ে
	৫. জড়িয়ে ধরে
	৬. গুরুত্ব দেন

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. যীশু শিশুদের কেন গুরুত্ব দেন?

২. সুরেশের মতো তুমি কী করতে পারো?

৩. সুরেশ ও রতনের ব্যবহার দেখে দোকানদার কী বলেছিল?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. শিশুদের প্রতি যীশুর ভালোবাসা দেখে তুমি কী শিখতে পেরেছ- বর্ণনা করো।

২. সুরেশের ব্যবহার তোমাকে কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, তা ব্যাখ্যা করো।

৩. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শনের জন্য তুমি কী করতে পার- লেখো।

পাঠ: ৬

সহমর্মিতা

(যোহন ১১:৩৮-৪৪)

সহমর্মিতা হলো কারো দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ উপলব্ধি করা এবং সমব্যথী হয়ে তার পাশে থেকে সহানুভূতি প্রকাশ করা।

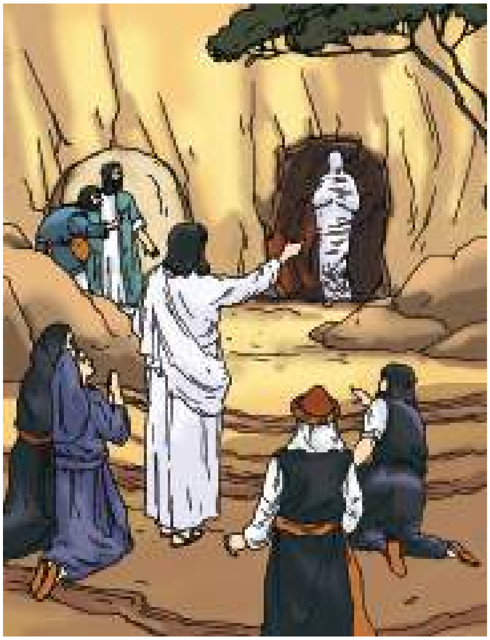

মৃত লাজারের জীবন দান

যীশু লাজারের/লাসারের মৃত্যু সংবাদ শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং সমাধির কাছে গেলেন। সমাধিটি ছিল ছোট গুহার মতো একটি জায়গা। তার মুখে একখানা পাথর সোজা করে রাখা ছিল। যীশু বললেন, 'পাথরটা সরাও!' মৃত লাজারের বোন মার্থা বলে, 'প্রভু, আজ তো চার দিন হয়ে গেল! এতক্ষণে নিশ্চয় ভিতরে দুর্গন্ধ হয়ে থাকবে!' উত্তরে যীশু বললেন, 'আমি কি তোমাকে বলিনি যে, বিশ্বাস থাকলে তুমি পরমেশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?' তখন তারা পাথরখানা সরিয়ে ফেলল। আকাশের দিকে চোখ তুলে যীশু এবার বললেন, 'পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ বলে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি অবশ্য জানতাম যে, তুমি সর্বদাই আমার প্রার্থনা শুনে থাকো, তবে আমার চারপাশে এই যে সমস্ত লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের জন্য আমি এই কথা বললাম, যাতে তারা বিশ্বাস করতে পারে যে, সত্যিই তুমি আমাকে পাঠিয়েছ!' এই কথা বলার পর যীশু জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'লাজার, বেরিয়ে এসো!' যে লাজার মারা গিয়েছিলেন, তিনি তখন বেরিয়ে এলেন; তার হাত-পা তখনো কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধা, তার মুখ তখনো কাপড় দিয়ে জড়ানো। যীশু এবার বললেন, ওর সব বাঁধন খুলে দাও আর ওকে যেতে দাও।

এসো আমরা গল্প পড়ি

চন্দনার বাবা খুব অসুস্থ থাকায় সে দুদিন স্কুলে যায়নি। তার সহপাঠী মোহনা তাকে দেখতে এসে দেখে, তার বাবা খুব জ্বরে ভুগছে না। মোহনার বাবা ডাক্তার। সে দৌড়ে বাড়ি গেল এবং তার বাবাকে চন্দনার

বাবার অসুস্থতার কথা জানাল। তার বাবাও দেরি না করে চন্দনার বাবাকে দেখে প্রয়োজনীয় ঔষধ দিলেন। পরদিন চন্দনার বাবা সুস্থ হয়ে ওঠে এবং চন্দনাও স্কুলে যায়।

ক. তোমার সহপাঠী বন্ধুদের প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে সহমর্মিতা প্রকাশ করবে, তা খালি ঘরে লেখ ।

সহমর্মিতা প্রকাশ	কষ্টের সময় সান্ত্বনা

খ. তুমি বাস্তব জীবনে কীভাবে সহমর্মিতা প্রকাশ করবে, তা নিচের ছকে উল্লেখ করো।

১. বিদ্যালয়ে দুর্বল শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

২. ______

৩. ______

৪. ______

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- অন্যের প্রয়োজনে সাহায্য করা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. কারো দুঃখকষ্ট, অভাব-অভিযোগ উপলব্ধি করা হলো-

ক. সহযোগিতা খ. সহায়তা গ. সহমর্মিতা ঘ. সততা

২. যীশু লাজারের মৃত্যু সংবাদ শুনে কী করলেন-

ক. দীর্ঘশ্বাস ফেললেন খ. হাসাহাসি করলেন গ. চলে গেলেন ঘ. দুঃখ করলেন

৩. যীশু সরাতে বলেন -

ক. মাটি খ. বালি গ. ইট ঘ. পাথর

৪. মোহনার বাবা একজন-

ক. পুলিশ খ. শিক্ষক গ. ডাক্তার ঘ. ইঞ্জিনিয়ার

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. এতক্ষণে নিশ্চয় ভিতরে -------------- হয়ে থাকবে।
২. পিতা আমি তোমাকে ------------ জানাচ্ছি।
৩. চন্দনার বাবা খুব ---------- ছিলেন।
৪. চন্দনার বাবাকে দেখে প্রয়োজনীয় -------- দিয়েছেন।
৫. ওর সব বাঁধন ------- দাও।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. বিশ্বাস থাকলে তুমি পরমেশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে।
২. আমি অবশ্য জানতাম তুমি আমার প্রার্থনা শুনবে না।
৩. সমাধিটি ছিল একটি কুয়োর মতো।
৪. সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য তুমি সহানুভূতি দেখাবে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মোহনা চন্দনার প্রতি কী ধরনের সহানুভূতি প্রকাশ করেছে?
২. লাজারের বোন মার্থা যীশুকে কী বলেছেন?
৩. লাজার কবর থেকে কী অবস্থায় বের হয়েছিলেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. লাজারের বোন মার্থার প্রতি যীশু সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন- ব্যাখ্যা করো।
২. চন্দনা ও মোহনার মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল- বুঝিয়ে লেখো।
৩. তোমার জীবনে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য তুমি কী কী করতে পার বর্ণনা করো।

পাঠ: ৭

দেশপ্রেম

(মথি ১৭:২৪-২৭)

যুদ্ধে আহতদের সেবাদান

দেশপ্রেম একটি মহৎ গুণ। প্রতিটি মানুষ পৃথিবীর কোনো না কোনো ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করে। দেশের আলো-বাতাস ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সবাই বেড়ে ওঠে। মা যেমন সন্তানদের আগলে রাখে, দেশও তার নাগরিকদের তেমনি করে আগলে রাখে। তাই দেশের প্রতি আমাদের অনেক কিছু করার আছে। দেশকে ভালোবেসে দেশের আইন-কানুন, রীতি-নীতি পালন করে দেশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহায়তা করা আমাদের দায়িত্ব। তাই দেশের প্রয়োজনে নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঈশ্বরের পুত্র যীশু দেশকে ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

মন্দিরে কর প্রদান

যীশু ও তার শিষ্যেরা কাফার্নাউমে/কফরনাহুমে এসে পৌঁছলেন। যারা মন্দিরের কর হিসেবে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

রুপার টাকা আদায় করতেন, তারা পিতরের কাছে এসে বললেন, 'আপনাদের গুরু কি মন্দিরের কর দেন না?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেন!।' পিতর যখন বাড়িতে ঢুকলেন, তখন তিনি কিছু বলার আগেই যীশু বললেন, 'আচ্ছা, শিমোন, এই ব্যাপারে তোমার মত কী? পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে কর বা রাজস্ব আদায় করেন? তাদের পুত্রদের কাছ থেকে, না, অন্য লোকদের কাছ থেকে?' পিতর উত্তর দিলেন, 'অন্য লোকদের কাছ থেকে'। তখন যীশু তাদের বললেন, 'তার মানে, পুত্ররা কর দিতে বাধ্য নয়! তবুও তাদের ধর্মবোধে আঘাত দিতে চাই না। তাই তুমি বরং সাগরে গিয়ে বড়শি ফেলো, আর প্রথম যে মাছটা ওঠে, সেটাকে ডাঙ্গায় তুলে আনো। তার মুখ খুলে তুমি একটা চার টাকার মুদ্রা পাবে, সেটা দিয়ে তুমি আমার ও তোমার কর হিসেবে তাদের হাতে তুলে দিও।'

ক. দেশকে ভালোবেসে অনেকে জীবন পর্যন্ত দিয়েছেন, তোমার জানা এমন দেশপ্রেমিকদের নাম উল্লেখ করো।

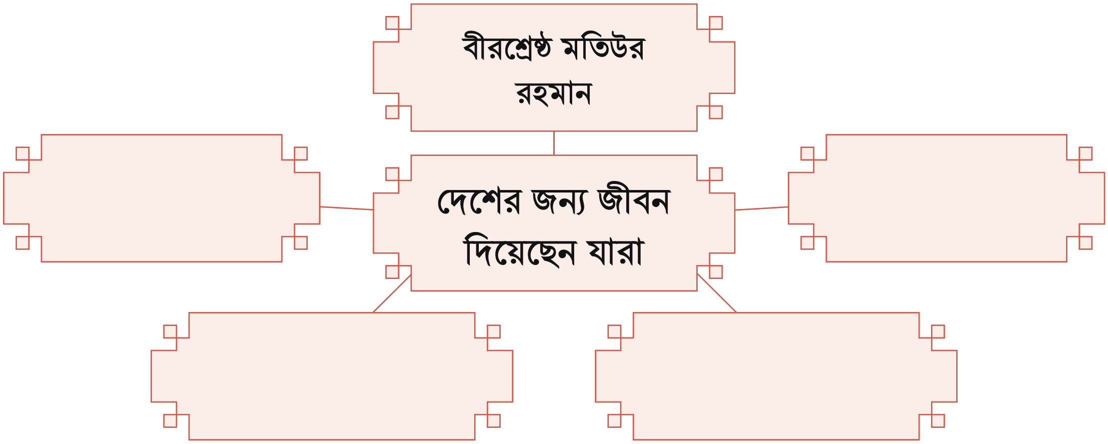

খ. যীশুর শিক্ষানুসারে তুমি কীভাবে দেশের জন্য কাজ করবে, তা ভূমিকাভিনয় করে দেখাও।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- দেশের প্রতি ভালোবাসা
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. দেশপ্রেম একটি -

ক. ভালোকাজ খ. মহৎগুণ গ. কর্তব্য ঘ. দুর্বলতা

২. দেশ তার নাগরিকদের আগলে রাখে-

ক. সৈনিকের মতো খ. শিক্ষকের মতো গ. অভিভাবকের মতো ঘ. মায়ের মতো

৩. ঈশ্বর পুত্র যীশু দেশকে ভালোবাসতে -

ক. অনুপ্রাণিত করেছেন খ. নিষেধ করেছেন গ. উপদেশ দিয়েছেন ঘ. শিক্ষা দিয়েছেন

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. মানুষ কোনো না কোনো ভূখণ্ডে জন্ম নেয়।
২. দেশের প্রতি আমাদের কোনো কিছু করার নেই।
৩. দেশের প্রয়োজনে নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকতে হবে ।
৪. যীশু মন্দিরে কর দেন না।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. মা যেমন সন্তানকে আগলে রাখে	১. আমাদের দায়িত্ব
২. দেশের জন্য আমাদের	২. টাকা আদায় করতেন
৩. দেশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা করা	৩. অনেক কিছু করার আছে
৪. যীশু ও তার শিষ্যরা	৪. তোমার মতামত কী
	৫. দেশও তেমনি নাগরিকদের আগলে রাখে
	৬. কাফার্নাউমে এসে পৌঁছলেন

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দেশের প্রতি আমাদের কী কী করার আছে?
২. দেশের প্রয়োজনে আমাদের কী করা প্রয়োজন?
৩. কর দেওয়ার ব্যাপারে যীশু কী ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন?

চ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দেশপ্রেম একটি মহৎগুণ –ব্যাখ্যা করো।
২. তোমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য তুমি কী কী পদক্ষেপ নিতে পার লেখো।

পাঠ: ৮

ন্যায়-অন্যায়বোধ

(শিষ্যচরিত/প্রেরিত ৫:১-১০)

পিতরের সামনে আনানিয়াস ও সাফিরা

আনানিয়াস/অননিয় নামে একজন লোক ও তার স্ত্রী সাফীরা নিজেদের একটি সম্পত্তি বিক্রি করল। বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া গেল, আনানিয়াস তার একটা অংশ স্ত্রীর সম্মতিতে সরিয়ে রেখে বাকি অংশ প্রেরিত দূতদের পায়ের কাছে এনে রাখল। তখন পিতর বললেন, 'আনানিয়াস, শয়তান এমনভাবে তোমার মনটা পেয়ে বসল কী করে যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে এমন মিথ্যা কথা বলতে পারলে? তুমি কিনা সরিয়ে রাখলে এই জমি বিক্রির কিছু অংশ! বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত জমিটা কি তোমার নিজেরই ছিল না? তেমনিভাবে বিক্রি হওয়ার পর টাকাটার ওপরেও কি তোমার পুরো অধিকার ছিল না? তাহলে তুমি এমন কাজ করার কথা ভাবতে পারলে কেমন করে? মানুষের কাছে নয়, তুমি তো পরমেশ্বরের কাছেই মিথ্যা কথা বললে।' এই কথা শোনামাত্রই আনানিয়াস মাটিতে পড়ে প্রাণত্যাগ করল।

এই ঘটনার কথা যাদের কানে গেল, তারা প্রত্যেকে কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। যুবকরা তখনই এগিয়ে এসে মৃতদেহটি কাপড়ে জড়িয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে সমাধি দিল। তিন ঘণ্টা পরে আনানিয়াসের স্ত্রী সেখানে উপস্থিত হলো, কিন্তু কী ঘটেছে সে কিছুই জানে না। পিতর তাকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, বলো তো, তোমরা কি ঠিক এই টাকাতেই জমিটা বিক্রি করেছিলে?' সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, ঠিক এই টাকাতেই।' তখন পিতর তাকে বললেন, 'তোমরা প্রভুর আত্মাকে পরীক্ষা করার জন্য কেন একমত হলে? দেখো, যারা এইমাত্র তোমার স্বামীকে সমাধি দিয়েছে, তারা দ্বারে পদার্পণ করছে এবং তোমাকেও নিয়ে যাবে।'

এসো আমরা গল্প পড়ি

সঞ্চয় প্রতিদিন সকালে খ্রীষ্টযাগে যোগদান করে ও সেবক হয়। একদিন সে বাসায় ফেরার পথে দেখতে পায় দুজন ছেলে মারামারি করছে। সে থামাতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। হঠাৎ তার কাকা তাদের এ অবস্থায় দেখে মীমাংসা করে দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং সঞ্চয়ের বন্ধুদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'যীশু বলেছেন,

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরাও তেমনি একে-অন্যকে ভালোবাসো’। মারামারি করা ভালো নয়, এটা অন্যায় কাজ। অন্যায় কাজ জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে। তাই আমাদের অন্যের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হবে। আমরা যেন এ অন্যায় কাজ না করি। যা কিছু ভালো সেই কাজ করি। এতে পরিবার, মণ্ডলী, সমাজ ও দেশ ভালো থাকবে।

ক. আজকের পাঠে আনানিয়াস ও সাফিরার অন্যায়ের পথগুলো খুঁজে খালি ঘরে লেখ।

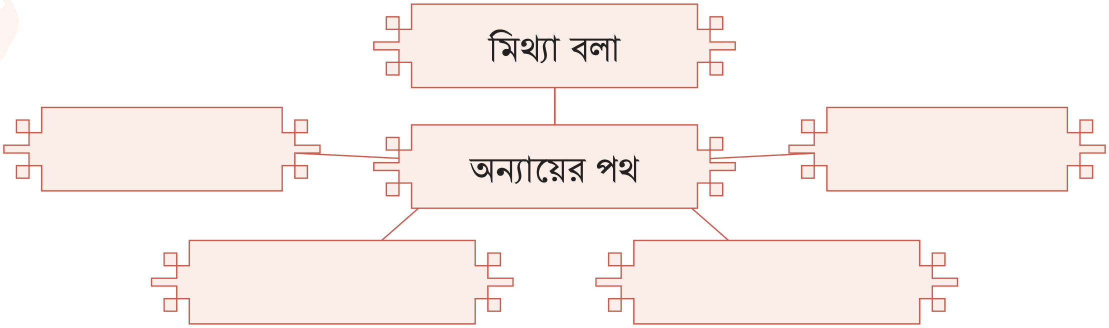

খ. ন্যায়পথে চলার জন্য তোমার করণীয় বিষয় সম্পর্কে নিচের ছকে লেখ।

১. পিতা-মাতা ও গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলা।

২. ________________

৩. ________________

৪. ________________

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- অন্যায়ের পথ পরিহার করা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. আনানিয়াসের স্ত্রী-

ক. রুথ খ. অর্পা গ. সাফীরা ঘ. হেলেনা

২. আনানিয়াস মিথ্যা বলেছিল-

ক. মানুষের কাছে খ. পিতরের কাছে গ. যীশুর কাছে ঘ. ঈশ্বরের কাছে

৩. মিথ্যা বলা বড় রকমের-

ক. অপরাধ খ. অন্যায় গ. অন্যায্যতা ঘ. খারাপ

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. আনানিয়াস মাটিতে পড়ে ---------- করল।

২. তুমি পবিত্র আত্মার কাছে এমন ------------কথা বলতে পারলে?

৩. তুমি ভুল করলে শিক্ষককে -------কথা বলবে না।

৪. তিন ঘণ্টা পরে ---------সেখানে উপস্থিত হলেন।

৫. আমরা ----------সত্য কথা বলব।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. দুজন ছেলে মারামারি করছে।

২. তোমরা প্রভুর আত্মাকে শ্রদ্ধা করার জন্য একমত হলে।

৩. আমরা যেন সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে কাজ করি।

৪. দুই ঘণ্টা পর আনানিয়াসের স্ত্রী যীশুর সামনে উপস্থিত হলেন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আনানিয়াস জমি বিক্রির টাকা কেন সরিয়ে রেখেছিল?

২. সঞ্চয় কীভাবে দুজন ছেলের মারামারি বন্ধ করতে পেরেছিল?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সাফিরা ও আনানিয়াসের অন্যায় জেনে তুমি কীভাবে ন্যায়ের পথে চলবে তার বর্ণনা দাও।

২. আনানিয়াসের ঘটনা শুনে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করো।

পাঠ: ৯

ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য

(মথি ১৮:২১-৩৪, লুক ১৯:১-৯)

যীশু ন্যায়-অন্যায়ের উদাহরণস্বরূপ স্বর্গরাজ্যের তুলনা দিয়ে পিতরকে একটি গল্প বললেন। একজন রাজা কর্মচারীদের সঙ্গে দেনা-পাওনার হিসাব করতে চেয়েছিলেন। রাজার একজন কর্মচারী রাজার কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল, যা শোধ করার মতো তার ক্ষমতা ছিল না। রাজা পরিশোধ করতে বলাতে সে রাজার পায়ে পড়ে সময় দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করল। মনিবের প্রতি রাজার দয়া হলো। রাজা তার সমস্ত ঋণ ক্ষমা করে দিলেন। সেখান থেকে বের হলে তার সহকর্মীর সঙ্গে তার দেখা হলো, যার কাছে তার মাত্র একশ রুপোর টাকার ঋণ ছিল। সে তাকে গলা টিপে ঋণ শোধ করার কথা বললে সহকর্মী তার পায়ে পড়ে সময় প্রার্থনা করল। সে ক্ষমা না করে তাকে জেলে আটকে রাখল। এই ঘটনা দেখে সহকর্মীরা দুঃখ পেয়ে রাজার কাছে জানাল। রাজা তাকে ডেকে বললেন, ওরে পাঁজি, আমি যেমন তোকে ক্ষমা করেছি, তোরও কি উচিত ছিল না তোর সহকর্মীকে ক্ষমা করা? রাজা তার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাকে জেলে আটকে রাখল।

তেমনিভাবে লুক ১৯:১-৯ পদে আমরা দেখতে পাই, জাখেয়/সক্কেয় প্রথমে অন্যায়ভাবে মানুষের কাছ থেকে কর আদায় করতো। কিন্তু যীশুর সংস্পর্শে এসে অন্যায়ের পথ ত্যাগ করে ন্যায়ের পথে জীবনযাপন করতে লাগল।

ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য

ক. রাজা ও কর্মচারীর ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্যগুলো নিচের ছকে লেখ।

ন্যায়	অন্যায়

খ. ন্যায়ের পথ অবলম্বনের জন্য তুমি কী কী করতে পারো তা নিচের গাছে লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- সর্বদা ন্যায়ের পথে চলা
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. সক্কেয় প্রথমে মানুষের কাছ থেকে কর আদায় করত-

ক. ন্যায়ভাবে খ. অন্যায়ভাবে গ. সুদসহ ঘ. বকেয়াসহ

২. রাজা কর্মচারীকে মাফ করেছিলেন -

ক. ঋণ থেকে খ. সুদ থেকে গ. পাপ থেকে ঘ. শাস্তি থেকে

৩. রাজার কর্মচারী তার সহকর্মীর প্রতি কী করলেন?

ক. হত্যা করলেন খ. ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন গ. জেলে আটকে রাখলেন ঘ. ভালো ব্যবহার করলেন

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. যীশু স্বর্গরাজ্যের তুলনা দিয়ে পিতরকে একটি গল্প বললেন।
২. কর্মচারী রাজার ওপর বিরক্ত হলেন।
৩. রাজা কর্মচারীকে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত জেলে আটকে রাখলেন।
৪. সক্কেয় যীশুর সংস্পর্শে এসে অন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করল।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. রাজার এক কর্মচারী রাজার কাছ থেকে	১. রাজার কাছে জানালো
২. মনিবের প্রতি	২. জেলে আটকে রাখলেন
৩. ঘটনা দেখে সহকর্মীরা দুঃখ পেয়ে	৩. রাজার দয়া হলো
৪. আমি যেমন তোকে ক্ষমা করেছি	৪. তুমি তেমন সহকর্মীকে ক্ষমা করো
	৫. কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল
	৬.অন্ধকার হয়ে যাবে

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ন্যায়-অন্যায় বলতে কী বুঝ?
২. রাজার কর্মচারী কেন তার সহকর্মীর প্রতি অন্যায় আচরণ করল?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সক্কেয়ের গল্প থেকে ন্যায়ের পথ অবলম্বনের জন্য তুমি কী প্রেরণা লাভ করেছ?
২. রাজা ও কর্মচারীর মধ্যে তুমি ন্যায় ও অন্যায়ের যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছ তা উল্লেখ করো।

পাঠ: ১০

অন্যায়ের পথ পরিহার

(প্রেরিত ৯:১-৩০)

শৌল খ্রীষ্টভক্তদের উচ্ছেদ করার জন্য একদিন মহাযাজকের কাছ থেকে একটা পত্র নিয়ে দামাস্কাস/দম্মেশক শহরের দিকে যাত্রা করলেন। ইচ্ছা ছিল, সেখানে যত খ্রীষ্টবিশ্বাসী আছে, তাদের বেঁধে জেরুসালেমে নিয়ে আসবেন। যখন দামাস্কাসের কাছে এসে পৌঁছালেন, তখন হঠাৎ আকাশ থেকে একটা উজ্জ্বল আলো নেমে এসে তার চারদিকে জ্বলতে লাগল। তিনি মাটিতে পড়ে গিয়ে এই কথা শুনতে পেলেন 'শৌল, শৌল, আমাকে নির্যাতন করছ কেন?' শৌল জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে?' উত্তর এলো, 'তুমি যাকে নির্যাতন করছ, আমি সেই যীশু। এবার উঠে দাঁড়াও, শহরে প্রবেশ করে জানতে পারবে তোমাকে কী করতে হবে।' যারা সঙ্গে এসেছিল তারা সেই বাণী শুনতে পেল; কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। শৌল উঠে দাঁড়ালেন; কিন্তু চোখ মেলে কিছুই দেখতে পেলেন না। তার সঙ্গীরা হাত ধরে তাকে শহরে নিয়ে এলো। সেখানে শৌল তিন দিন উপবাস করে কাটালেন।

শৌলের মন পরিবর্তন

দামাস্কাস/দম্মেশক শহরে আনানিয়াস/অননিয় নামে যীশুর একজন শিষ্য ছিলেন। প্রভু তাকে দেখা দিয়ে বললেন, তুমি যুদার/যিহুদার বাড়িতে গিয়ে শৌল নামে একজন লোকের খোঁজ করো, সে এখন প্রার্থনা করছে। আনানিয়াস এই শৌল সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছেন। প্রভু তাকে বললেন, তুমি যাও, আমি তাকে বেছে নিয়েছি যাতে বিজাতীয়, রাজা ও ইস্রায়েলদের কাছে আমার সুসংবাদ ঘোষণা করে। আমার জন্য তাকে কত পরিশ্রম ও কষ্ট করতে হবে, আমি তাকে জানাব। আনানিয়াস সেই বাড়িতে গিয়ে বললেন, 'ভাই শৌল, তুমি যাকে দেখতে পেয়েছিলে সেই প্রভু যীশু আমাকে পাঠিয়েছেন যাতে তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠো।' তারপর আনানিয়াস তার ওপরে হাত বাড়ালেন। তখন তার চোখ থেকে আঁশের মতো কী যেন খসে পড়ল এবং তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। পরে আনানিয়াস তাকে বাপ্তিষ্ম দিলেন। শৌল সেখানে কিছু দিন থেকে দামাস্কাসের প্রতিটি সমাজগৃহে যীশুর নাম প্রচার করতে লাগলেন। অন্যায়ের পথ পরিহার করে শৌল নতুন প্রচার কর্মী হয়ে উঠলেন।

ক. তুমি তোমার সহপাঠীর সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছ কিন্তু শিক্ষকের পরামর্শে ভুল বুঝতে পেরে তা পরিহার করেছ; তোমার এ পরিবর্তনের কারণগুলো উল্লেখ করো।

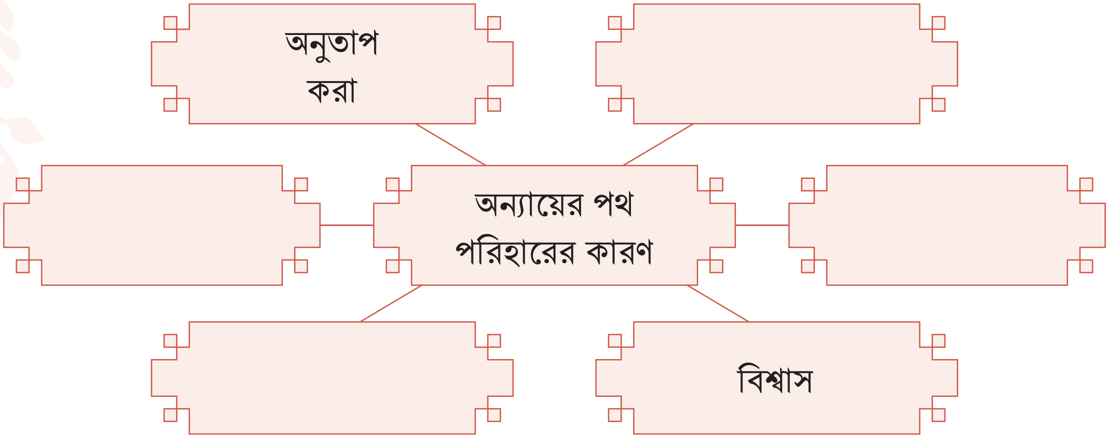

খ. কাউকে অন্যায় কাজ করতে দেখলে তুমি তার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে তা নিচের ছকে লেখ।

১. পরামর্শ দান ।
২. ____________________
৩. ____________________
৪. ____________________

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- অন্যায়ের পথ পরিহার করা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. শৌল মহাযাজকের পত্র নিয়ে যাত্রা করলেন-

ক. মিশর খ. প্যালেস্টাইন গ. দামাস্কাস ঘ. বেথলেহেম

২. দামাস্কাস শহরে যীশুর কোন শিষ্য ছিল-

ক. যোহন খ. আনানিয়াস গ. পিতর ঘ. মথি

৩. শৌল দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলে আনানিয়াস তাকে দিলেন -

ক. বাপ্তিস্ম খ. খ্রীষ্টপ্রসাদ গ. হস্তার্পণ ঘ. রোগীলেপন

৪. শৌল অন্যায়ের পথ পরিহার করে হয়ে উঠলেন -

ক. সমাজ কর্মী খ. প্রচার কর্মী গ. বিচার কর্মী ঘ. সেবা কর্মী

খ) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. আকাশ থেকে একটি -------আলো নেমে এলো।
২. শৌল, শৌল আমাকে -------করছ কেন?
৩. শৌল কাউকে দেখতে না পেয়ে--------- হয়ে গেল।
৪. শৌল -------দিন উপবাস করেছিলেন।
৫. আনানিয়াস তার ওপরে ------- রাখলেন।

গ. সত্য/ মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. শৌল জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কে?
২. শৌল চোখ মেলে সবকিছু দেখতে পেলেন।
৩. শৌলের সঙ্গীরা তাকে কোলে করে শহরে নিয়ে এল।
৪. প্রভু যীশু আমাকে পাঠিয়েছে যাতে তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শৌলের সঙ্গীরা কী বাণী শুনতে পেয়েছিল?
২. শৌল কেন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. তোমার জানা একজন প্রচার কর্মীর জীবন আদর্শ বর্ণনা করো।
২. তোমার জীবনের কোন ভুল বুঝতে পেরে অন্যায়ের পথ পরিহার করেছিলে- ব্যাখ্যা করো।

পাঠ: ১১

ন্যায়ের পথ অবলম্বন

(দানিয়েল ৩:১-৩০)

ইসরায়েলীয়দের পাপের কারণে অনেককে বন্দি করে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই সময় রাজা নবূখদনিৎসর মানুষের মতো করে সোনা দিয়ে এক বিশাল মূর্তি তৈরি করলেন। তারপর তিনি তার সবার রাজকুমার, শাসক এবং বিচারকদের একটি বিশেষ সভায় ডাকলেন। যদিও দানিয়েল এ সভায় উপস্থিত ছিলেন না; তবুও তার তিন বন্ধু শদ্রক, মৈশক ও অবেদনগো সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই মূর্তির সামনে বিশাল একদল লোকের সমাবেশ হলো।

জ্বলন্ত আগুনে তিনজন যুবক

তখন রাজার সংবাদবাহক বলে উঠলেন, 'যখন বাজনার শব্দ শুনবেন, সকলে অবশ্যই হাঁটু পাতবেন এবং সোনার প্রতিমূর্তিকে পূজা করবেন। যে ব্যক্তি পূজা না করবে, তাকে জ্বলন্ত চুল্লিতে ফেলে দেওয়া হবে।'

বাজনা বাজানো হলো, তিনজন যুবক বাদে সবাই হাঁটু পাতল। তারা হলেন শদ্রক, মৈশক, অবেদনগো। তারা সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তক্ষুনি কিছু লোক বিষয়টি রাজাকে জানালেন। রাজা নবূখদনিৎসর তাদের প্রতি খুব রাগ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি সত্য যে তোমরা সোনার মূর্তিকে পূজা করতে অস্বীকার করেছ? আমি তোমাদের আর একটি সুযোগ দেবো, যদি বাধ্য হও তবে বেঁচে গেলে। কিন্তু তোমরা যদি সেই মূর্তির পূজা না করো, তবে তোমাদের জ্বলন্ত চুল্লিতে ফেলে দেওয়া হবে। তখন কার ঈশ্বর আমার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করবে?' তিনজন যুবক অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তারা কী করবেন। তারা উত্তর দিলেন, 'আমরা আপনার প্রতিমূর্তিকে পূজা করব না। আমরা যার সেবা করি, তিনিই আমাদের উদ্ধার করবেন।' রাগে রাজার মুখ লাল হয়ে গেল। তিনি গর্জন করে বললেন, 'এই ইব্রীয়দের বাঁধো এবং তাদেরকে আগুনে ফেলে দাও। আর আগুনের উত্তাপ সাতগুণ বাড়িয়ে দাও।' তক্ষুনি তার আদেশ কার্যকর করা হলো, অর্থাৎ সেই তিন যুবককে উত্তপ্ত আগুনে ফেলে দেওয়া হলো; কিন্তু আগুনের দিকে চেয়ে রাজা চিৎকার করে উঠলেন, 'আমি চারজনকে আগুনের মধ্যে হাঁটতে দেখতে পাচ্ছি। চতুর্থ জনকে ঈশ্বরের পুত্রের মতো মনে হচ্ছে।' তখন তিনি ডাকলেন, 'শদ্রক, মৈশক, অবেদনগো, তোমরা বের হয়ে এসো।' তিনজন যুবক শান্তভাবে আগুনের মধ্য থেকে বের হয়ে এলেন। রাজা এবং তার কর্মচারীরা আশ্চর্য হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যদিও বাঁধনের দড়ি আর ছিল না তথাপি তাদের একগাছি লোম কিংবা তাদের পরনের কাপড় একটুও পুড়ল না। তাদের গা থেকে ধোঁয়ার গন্ধও বের হলো না। তখন বিনম্র রাজা ইব্রীয়দের ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করলেন। তিনি দেখলেন, তিন যুবক সত্যিই ন্যায়ের পথ অবলম্বন করেছেন।

ক. ঈশ্বরের প্রতি তিনজন যুবকের দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ নিচের ছকে লেখ।

১. ন্যায়ের পথে চলা।

২. ______

৩. ______

৪. ______

৫. ______

৬. ______

খ. ন্যায়ের পথে চলার জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করবে, তা নিচের খালি ঘরে উল্লেখ করো।

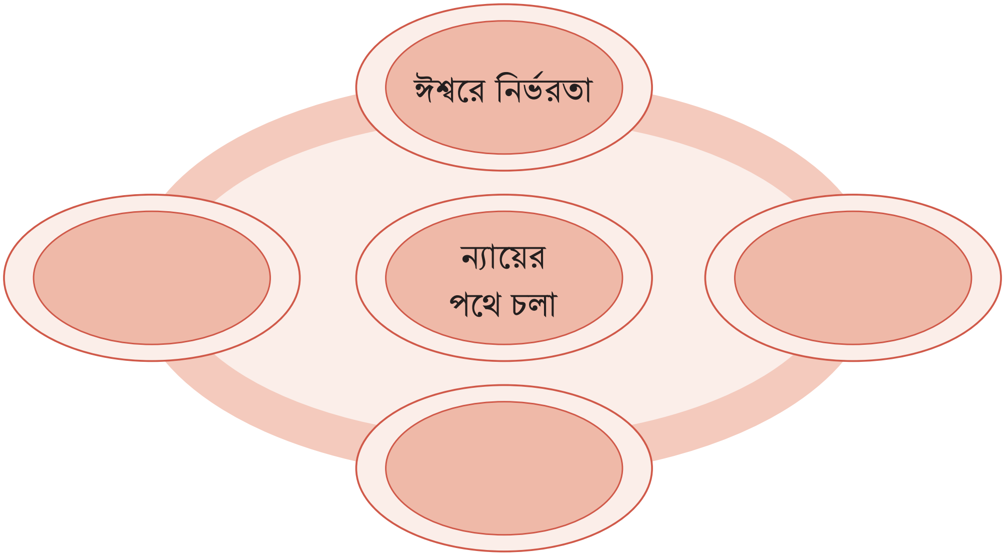

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- সব সময় ন্যায়ের পথে চলা।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. রাজা নবূখদনিৎসর এক মূর্তি তৈরি করলেন-

ক. সোনার খ. রুপার গ. পিতলের ঘ. মাটির

২. বাজনার শব্দ শুনে সবাইকে হাঁটু পেতে নির্দেশ দিলেন-

ক. প্রার্থনা করতে খ. শ্রদ্ধা করতে গ. পূজা করতে ঘ. সম্মান করতে

৩. রাজা আগুনের মধ্যে হাঁটতে দেখলেন-

ক. একজনকে খ. দু জনকে গ. তিনজনকে ঘ. চারজনকে

৪. তিনজন যুবক অনুসরণ করেছিল-

ক. সঠিক পথ খ. ন্যায়ের পথ গ. সত্য পথ ঘ. সরল পথ

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি ।

১. ইসরায়েলদের ----------কারণে অনেককে বন্দি করা হয়।

২. রাজা নবূখদনিৎসরের সভায় -------- উপস্থিত ছিলেন না ।

৩. কোনো ব্যক্তি পূজা না করলে তাকে -----------ফেলা হবে।

৪. সবাই হাঁটু পাতল ---------যুবক বাদে।

গ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. আগুনের উত্তাপ তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

২. তিন যুবক ন্যায়ের পথ অবলম্বন করেছে।

৩. অভিমানে রাজার মুখ লাল হয়ে গেল।

৪. তিন যুবক শান্তভাবে বেরিয়ে এল।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. তিন যুবক রাজার নির্দেশ কেন অমান্য করল?

২. আগুনের দিকে তাকিয়ে রাজা কী বলেছিল?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. তিন যুবক কেন আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছিল- বর্ণনা করো।

২. এই তিন যুবকের জীবনের কোন শিক্ষা আমাদের ন্যায় পথ অবলম্বন করতে সহায়তা করবে- লেখো।

পাঠ: ১২

ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন

(১ম রাজাবলি ৩;১৬-২৮, যোহন ৮:২-১১)

একদিন দুজন মহিলা রাজা শলোমনের কাছে এল। একজন স্ত্রীলোক এসে জানাল যে, তারা দুজন একই বাড়িতে থাকে। তিন দিন আগে সে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে। আর তিন দিন পর অন্যজনও এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে। তারা একই ঘরে থাকে। এক রাতে দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটির সন্তান মারা যায়। কারণ সে তার সন্তানের ওপর ঘুমিয়ে ছিল। মধ্যরাতে উঠে তার মৃত সন্তানটিকে আমার বুকের কাছে রেখে যায়। সকালে শিশুকে দুধ পান করাতে গিয়ে দেখতে পেলাম শিশুটি মৃত এবং আমার নয়। অন্য স্ত্রীলোকটিও বলল যে, মৃত সন্তানটি তোমার আর জীবিত সন্তানটি আমার। রাজা শলোমন তাদের দুজনের কথা শুনে তার সৈন্যদের তলোয়ার দিয়ে জীবিত সন্তানটিকে দুটুকরো করে দুজনকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন প্রথম স্ত্রীলোকটি হাতজোড় করে রাজাকে অনুরোধ করল যেন জীবিত সন্তানটিকে না

রাজা শলোমনের ন্যায়বিচার

মেরে বরং দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকে দেন, যাতে ছেলেটি বেঁচে থাকে। অন্য দিকে, দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি শিশুটিকে দুটুকরা করে ভাগ করে দিতে বলেন। রাজার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, শিশুটি আসলে কার। তিনি তার লোকদের নির্দেশ দিলেন যেন শিশুটিকে প্রথম স্ত্রীলোকটিকে দেওয়া হয়। রাজার এ ধরনের ন্যায়বিচার অর্থাৎ ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন দেখে সবাই খুব খুশি হয়।

আমরা ১ শমূয়েল ১৮:১-৪, ১৯:১-৭ পদে আমরা দেখতে পাই, শৌল দায়ুদকে মেরে ফেলার চেষ্টা করলে যোনাথন (দায়ুদের বন্ধু) ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। অনুরূপভাবে নতুন নিয়মেও দেখা যায়, যীশুও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে মানুষকে পরিবর্তনের সুযোগ দিয়েছেন।

ক. রাজা শলোমনের বিচারকে সমর্থনের কারণগুলো নিচের খালি ঘরে উল্লেখ করো।

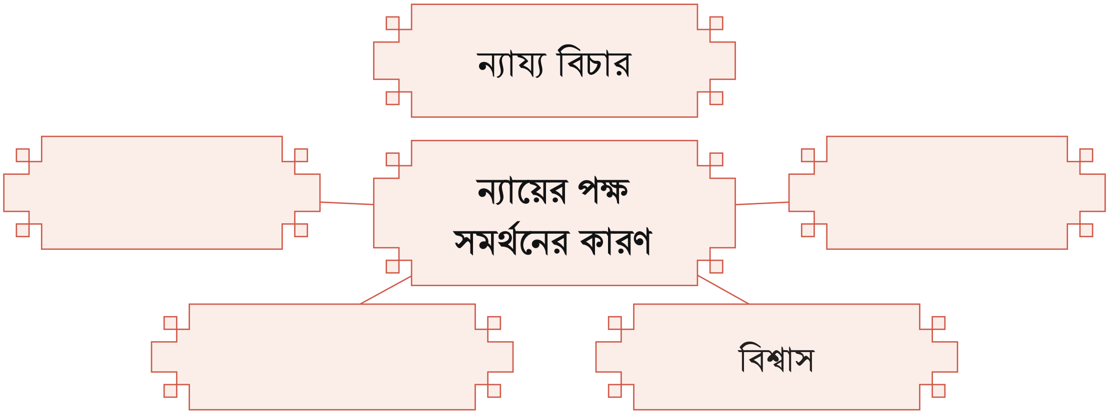

খ. মার্বেল দৌড়ের প্রতিযোগিতায় শংকর সবার প্রথমে থাকলেও মিল্টন ধাক্কা দিয়ে শংকরকে ফেলে দেয়। অবশেষে মিল্টন প্রথম হয়। এক্ষেত্রে তোমার করণীয় কী, তা পোস্টার পেপারে লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে কাজ করা।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. রাজা শলোমনের কাছে এসেছিল-

ক. একজন মহিলা   খ. দুজন মহিলা   গ. তিনজন মহিলা   ঘ. চারজন মহিলা

২. যোনাথন সমর্থন করলেন-

ক. ন্যায়ের পক্ষ   খ. সততার পক্ষ   গ. সত্যের পক্ষ   ঘ. শান্তির পক্ষ

৩. হাত জোড় করে অনুরোধ করল-

ক. প্রথম স্ত্রীলোক   খ. দ্বিতীয় স্ত্রীলোক   গ. জোনাথন   ঘ. রাজা শলোমন

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. তিন দিন আগে জন্ম দিয়েছেন ------- সন্তানের।

২. ঘুমিয়ে ছিল --------------।

৩. জীবিত সন্তানটিকে দুটুকরো করার নির্দেশ দিলেন ---------

৪. জীবিত শিশুটিকে দেওয়া হয়--------

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ
১. তারা দুজন একই
২. সন্তান মারা যায়
৩. শিশুটি আসলে কার

ডান পাশ
১. প্রথম স্ত্রীলোকের
২. রাজার বুঝতে বাকি রইল না
৩. প্রাণ বাঁচিয়েছে
৪. বাড়িতে থাকে
৫. জীবিত শিশুটিকে না মারে

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. রাজা শলোমন শিশুটির আসল মাকে কীভাবে শনাক্ত করলেন?

২. ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে মানুষের জন্য তুমি কী করতে পারো?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. রাজা শলোমন ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন কীভাবে? বুঝিয়ে লেখো।

২. দুজন স্ত্রীলোকের মধ্যে কাকে তুমি অনুসরণ করবে, কেন অনুসরণ করবে ব্যাখ্যা করো।

অধ্যায় ৪

চতুর্থ অধ্যায়

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

মানুষ মাত্রই শান্তিকামী। অন্য মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। এই দেশে প্রধানত চারটি ধর্মের মানুষ একত্রে বাস করে। স্বাধীনভাবে প্রত্যেক ধর্মের মানুষ নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী, যার যার ধর্মীয় অনুশাসন ও উৎসব উদযাপন করে থাকে। এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সবার জীবনকে স্বস্তি ও আনন্দ দান করে। পারস্পরিক ধর্মীয় সহনশীলতা দান করে ঐক্য ও সংহতি। প্রভু যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য। তিনি চেয়েছিলেন, সব মানুষ যেন এক হয়। কাথলিক ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, বিশ্বের সব মানুষ আমরা প্রত্যেকেই ভাইবোন। তাই আমাদের মিলেমিশে শান্তিতে একত্রে বাস করতে হবে।

পাঠ: ১

খ্রীষ্টধর্মের প্রধান দুটি আজ্ঞা

(লূক ১০:২৫-২৭)

বাইবেলের পুরোনো নিয়মে আমরা দেখি, সিনাই পর্বতে স্বয়ং ঈশ্বর মোশীর কাছে দশটি আজ্ঞা দিয়েছিলেন। এই দশটি আজ্ঞা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। যে আজ্ঞাগুলোতে ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এই আজ্ঞাগুলোর মর্মবাণী হিসেবে দুটি আজ্ঞা দিয়েছেন।

একদিন যীশুকে যাচাই করার জন্য একজন বিধানপণ্ডিত এগিয়ে এসে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'গুরু, শাশ্বত জীবন সম্পদ লাভ করতে হলে আমাকে কী করতে হবে?' যীশু তাকে বললেন, 'মোশীর বিধানে কী লেখা আছে? সেখানে আপনি কী পড়েছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আর তোমার সমস্ত মন দিয়ে। আর তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে!'

যীশু ও বিধান পণ্ডিত

ঈশ্বর প্রভু আমাদের স্রষ্টা। তিনি আমাদের প্রত্যেকের জীবনের উৎস। ভালোবেসে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁকে ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি আমাদের হৃদয়, মন ও সবটুকু শক্তি দিয়ে। তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁর ওপর আস্থা রাখি। ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না; কিন্তু আমাদের আশপাশে যারা আছে তারা আমাদের প্রতিবেশী। যীশু বলেছেন, আমরা যেন আমাদের প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসি। তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করি, বিপদে-আপদে এগিয়ে যাই। কারণ প্রতিবেশীকে ভালোবাসা ও সেবা করার মধ্য দিয়েই আমরা অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভালোবাসি ও সেবা করি।

ক. স্বয়ং প্রভু ঈশ্বরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসার জন্য তোমার করণীয় কী কী, তা খালি ঘরে লেখ।

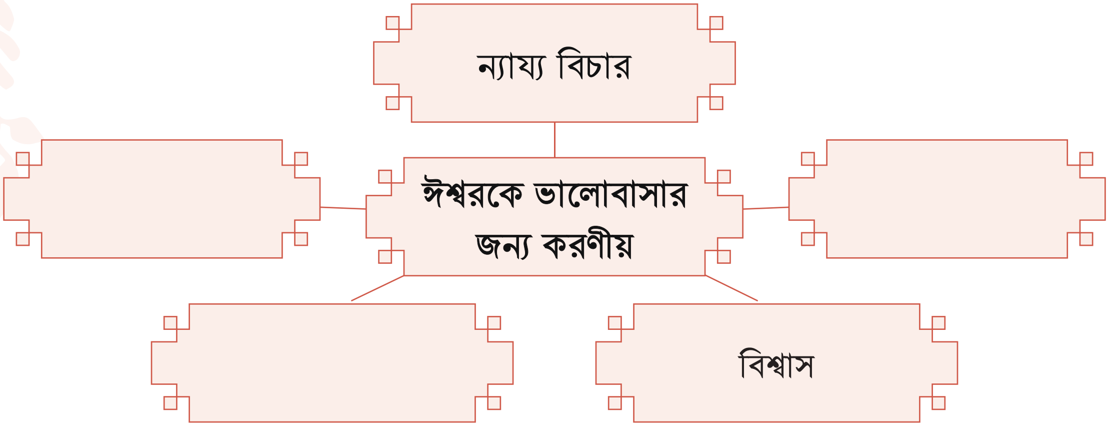

খ. কোন ধরনের কাজের মাধ্যমে প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়, তা ছকে উল্লেখ করো।

১. ____________________

২. ____________________

৩. ____________________

৪. ____________________

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- প্রভু যীশুখ্রীষ্ট প্রদত্ত দুটি প্রধান আজ্ঞা।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. বাংলাদেশে প্রধানত কয়টি ধর্মের মানুষ বাস করে-

ক. ৩টি　　খ. ৪টি　　গ. ৫টি　　ঘ. ৬টি

২. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান জীবনকে দান করে-

ক. স্বস্তি ও আনন্দ　　খ. শান্তি ও প্রেম　　গ. ভালোবাসা ও আনন্দ　　ঘ. উদারতা ও ন্যায়

৩. কাথলিক প্রধান ধর্মগুরুকে কী বলে?

ক. বিশপ　　খ. আর্চবিশপ　　গ. কার্ডিনাল　　ঘ. পোপ

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. বিশ্বের সব মানুষ প্রত্যেকেই ভাইবোন।

২. ঈশ্বর খেয়াল খুশি মতো আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

৩. দুটি আজ্ঞায় দশটি আজ্ঞার মর্মবাণী নিহিত।

৪. ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের ----------- উৎস।

২. প্রতিবেশীর প্রয়োজনে তাদেরকে --------- করি।

৩. প্রতিবেশীকে সেবা করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে ------- করছি।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য তোমার করণীয় কী?

২. শাশ্বত জীবন সম্পদ লাভ করতে তুমি কী করবে?

৩. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য আমাদের করণীয় কী?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের জন্য তোমার করণীয় লেখ।

২. 'অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভালোবাসি ও সেবা করি'-ব্যাখ্যা করো।

পাঠ: ২

বাস্তব জীবনে প্রধান দুটি আজ্ঞার অনুশীলন

ঐশ আজ্ঞাগুলো কেবলমাত্র জানলেই হবে না, সেগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। প্রভু যীশুর শেখানো দুটি আজ্ঞা নিজেদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বাসের জীবন অর্থপূর্ণ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মানুষরূপে পৃথিবীতে থাকাকালীন প্রভুযীশু নিজেও তাঁর বাস্তব জীবনে সেগুলো অনুশীলন করেছেন। তিনি সব সময় পিতার অনুগত ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা পালনকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। দিনশেষে তিনি নির্জনে পাহাড়ে গিয়ে একাকী নীরবে প্রার্থনায় সময় কাটিয়েছেন।

নির্জনে প্রার্থনারত যীশ

পিতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁর আরাধনা করেছেন। চরম দুঃখের দিনে গেৎশিমানী বাগানে তিনি প্রার্থনায় পিতার সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। ক্রুশের ওপর মৃত্যু পর্যন্ত পিতার ইচ্ছা পালন করার মধ্য দিয়ে তিনি পিতার প্রতি ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছেন।

আর্তমানবতার সেবায় সাধ্বী মাদার তেরেজা

পুরোনো নিয়মে আমরা আব্রাহাম ও যোব/ইয়োবকে দেখি, নতুন নিয়মে দেখি কুমারী মারীয়া ও যীশুকে। ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাদের অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালোবাসা। যে ভালোবাসার কারণে তাঁরা জীবনের যেকোনো কঠিন অবস্থাকে মেনে নিয়েছেন। ঈশ্বরে পূর্ণ আস্থা রেখেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনকেই জীবনের প্রথম ও প্রধান অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আব্রাহাম একমাত্র প্রিয় পুত্র ইসাহাককে বলি দিতেও রাজি হয়েছেন। যোব নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়েছেন। কুমারী মারীয়া যীশুকে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং যীশু ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করেছেন। কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা ঈশ্বরকে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছেন এবং আর্তমানবতার সেবা করেছেন।

আমাদেরও এই আজ্ঞাগুলোর অনুশীলন করতে হবে। যেভাবে আমরা তা করতে পারি-

ঈশ্বরকে ভালোবাসা	প্রতিবেশীকে ভালোবাসা
ব্যক্তিগত ধ্যান-প্রার্থনা, ঈশ্বরকে ভক্তি ও আরাধনার মাধ্যমে।	আমরা যাদের সঙ্গে বাস করি, আমাদের আশেপাশে যারা আছে, তাদের দিকে লক্ষ্য রাখা ও তাদের প্রয়োজন বোঝা।
সবকিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো।	তাদের বিপদ-আপদ, অভাব ও দুঃখ কষ্টের সময় তাদের পাশে দাঁড়ানো ও সাধ্যমতো তাদের সাহায্য করা।
নিজ জীবন বাস্তবতায় ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি ও অনুধাবন করে সেই মতো জীবনযাপন করা।	প্রতিবেশীর আনন্দের সহভাগী হওয়া। যেমন– আনন্দ উৎসবে উপস্থিত হয়ে অংশগ্রহণ করা।
নিয়মিতভাবে পবিত্র বাইবেল পাঠ করা ও প্রভুর বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করা।	পরোপকার করা।
পবিত্র উপাসনায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করা।	প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা।

ক. ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য তুমি নিজে কী করতে পারো তা ছকে উল্লেখ করো।

১. ____________________

২. ____________________

৩. ____________________

৪. ____________________

খ. তুমি কীভাবে তোমার প্রতিবেশী/সঙ্গীদের ভালোবাসবে, তা ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসা ।

-

-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. যীশু সব সময় অনুগত ছিলেন-

ক. পিতার　　খ. মাতার　　গ. আত্মীয়-স্বজনের　　ঘ. প্রতিবেশীর

২. দিন শেষে যীশু একাকী নীরবে সময় কাটিয়েছেন-

ক. উপাসনায়　　খ. সেবাকাজে　　গ. সমাজগৃহে　　ঘ. প্রার্থনায়

৩. ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন?

ক. পিতর　　খ. যাকোব　　গ. যীশু　　ঘ. যোহন

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. গেৎশিমানী বাগানে যীশু	১. পিতার ইচ্ছা পালন করেন
২. যীশু ক্রুশে মৃত্যু পর্যন্ত	২. পিতার সঙ্গে একাত্ব হন
৩. ঈশ্বরের প্রতি ছিল	৩. আস্থা স্থাপন করে
৪. ঈশ্বরের ওপর	৪. অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালোবাসা
	৫. বিশ্বস্ত ছিলেন

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. যীশুকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন-----------।

২. কলকাতার ----------- আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

৩. একমাত্র পুত্রকে --------- দিতে অস্বীকার করেননি।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাদার তেরেজার অনুকরণে তুমি কীভাবে সেবা কাজ করবে?

২. যীশু নির্জনে পাহাড়ে যেতেন কেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুর পিতার ইচ্ছা পালন থেকে তুমি কী কী শিক্ষা পেয়েছ- বুঝিয়ে লেখ।

২. তুমি কীভাবে প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে পারো?

পাঠ: ৩

একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা

(লূক ১:৪৬-৪৭, ৪৯, ৬৮)

আরাধনারত

সৃষ্টজীব হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো আমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু ঈশ্বরকে মনে, প্রাণে ভালোবাসা, তাকে ভক্তি ও পূজা করা এবং তার আরাধনা করা। মানুষ হিসেবে এটি আমাদের প্রথম ও প্রধান করণীয়। দশ আজ্ঞার প্রথম আজ্ঞায় আমরা দেখতে পাই– 'তোমার প্রভু ঈশ্বরকে মনে প্রাণে ভালোবাসবে, কেবল তারই সেবা করবে।' কিন্তু মানুষ হিসেবে এই পার্থিব জীবনযাপন করতে গিয়ে এ কথা আমরা ভুলে যাই।

ঈশ্বরের স্থানে আমরা অন্য কিছুর আরাধনা করি। যেমন–অনেক সময় আমরা শুনে থাকি টাকা হলো দ্বিতীয় ঈশ্বর। মানুষ টাকার জন্য সবকিছু করতে পারে। আবার ক্ষমতার লোভে মানুষ অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। ঈশ্বর আমাদের প্রথম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস প্রকাশ পায় তাকে ভক্তি ও ভালোবাসার মাধ্যমে।

সবকিছুর উর্ধ্বে ঈশ্বরকে স্থান দেওয়া যাতে মনে–প্রাণে তাকে ভক্তি ও আরাধনা করতে পারি। প্রতিনিয়ত তার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করতে পারি। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পাই, সে কথা মনে রেখে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। তিনি সর্বশক্তিমান তাই তার উপস্থিতি অনুভব করা। ঈশ্বরের ঐশকৃপা লাভ করে মারীয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে গেয়ে উঠেছিলেন-

'আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান; আমার পবিত্রতা ঈশ্বরের কথা ভেবে প্রাণ আমার উল্লসিত! আহা আমার জন্য সর্বশক্তিমান কত মহান কাজই না করেছেন। পুণ্য, আহা পুণ্য তার নাম!'

প্রবক্তা জাখারিয় প্রভুর আরাধনা করে বলেছিলেন, 'ধন্য প্রভু, ধন্য ইসরায়েলের ঈশ্বর! আপন জাতির কাছে নিজেই এসেছেন তিনি, খুলে দিয়েছেন সবার মুক্তির পথ।'

শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

ক. ঈশ্বরের আরাধনা করার পর তোমার অন্তরের অনুভূতি কেমন হয়, তা ছকে উল্লেখ করো।

১. ________________________________

২. ________________________________

৩. ________________________________

৪. ________________________________

খ. ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য তোমার করণীয় কী, তা খালি ঘরে লেখ।

ঈশ্বরের আরাধনার জন্য করণীয়

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করা।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. প্রভু ঈশ্বরকে মনে প্রাণে-

ক. ভালোবাসবে খ. শ্রদ্ধা করবে গ. অনুকরণ করবে ঘ. প্রণাম করবে

২. সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিব-

ক. যীশুকে খ. মা মারীয়াকে গ. ঈশ্বরকে ঘ. স্বর্গদূতকে

৩. ধন্য প্রভু, ধন্য ইসরায়েলের ঈশ্বর, কার প্রশংসাগীতি?

ক. মারীয়ার খ. জাখারিয়ের গ. এলিজাবেথের ঘ. যোসেফের

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. আমাদের প্রথম ও প্রধান করণীয় ঈশ্বরকে ভক্তি, পূজা ও আরাধনা করা।

২. ক্ষমতার লোভে মানুষ অনৈতিক কাজে জড়ায় না।

৩. ঈশ্বরের উপস্থিতি সর্বদা অনুভব করা।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. প্রাণ আমার ------।

২. আমরা প্রতিনিয়ত ----------- ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি।

৩. মুক্তির পথ খুলে দিয়েছেন ---------।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. যীশুর আগমনে কাদের পরিত্রান হয়েছে?

২. আমরা কেন ঈশ্বরের আরাধনা করব ?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মারীয়ার ন্যায় তুমি কীভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারো- বর্ণনা করো।

২. ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য তোমার করণীয় কী কী- ব্যাখ্যা করো।

পাঠ: ৪

প্রতিবেশীকে সেবা ও সাহায্য

(লূক ১:২৬-৫৬)

আমাদের আশপাশে যারা বাস করে, তারা আমাদের প্রতিবেশী। শুধু তা-ই নয়, আমরা বর্তমানে বিশ্বগ্রামের মানুষ। নানাভাবে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে দূরের মানুষের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ সম্পর্ক বাড়ছে। তাই দূরের মানুষও আমাদের প্রতিবেশী। সেই হিসাবে আমরা বলতে পারি, আমরা সবাই ভাইবোন এবং সবাই আমাদের প্রতিবেশী। দূরের ও কাছের সবাইকে আমরা সেবা ও সাহায্য করতে পারি। প্রতিবেশীকে সাহায্য করা আমাদের খ্রীষ্টীয়, নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। মানুষমাত্রই মানুষের প্রতি সংবেদনশীল, পরদুঃখে কাতর ও সহমর্মী হবে, এটাই সবার কাম্য।

এলিজাবেথের বাড়িতে কুমারী মারীয়া

কুমারী মারীয়া যখন দূতের কাছে জানতে পারলেন যে, লোকে যাকে বন্ধ্যা বলত, তার সেই জ্ঞাতি বোন এলিজাবেথ বৃদ্ধ বয়সে ছয় মাসের গর্ভবতী। তখন তিনি পাহাড়ি পথ পেরিয়ে যুদেয়ায় জাখারিয়ের বাড়িতে গেলেন। সেখানে মারীয়া তিন মাস তার সঙ্গে থাকলেন এবং এই সংকটকালে এলিজাবেথকে সাহায্য-সহযোগিতা করলেন। সেখানে পৌঁছে মারীয়া যখন এলিজাবেথকে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর গর্ভের শিশুটি আনন্দে নড়ে উঠল এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে এলিজাবেথ বলে উঠলেন, 'আহা, সকল নারীর মধ্যে ধন্য তুমি, ধন্য তোমার গর্ভফল। আমার পরম সৌভাগ্য আমার প্রভুর মা আমার ঘরে এসেছেন'।

তোমরা কি সারাহ্ ইসলামের নাম শুনেছ? ২০২২ সালে

২১ বছর বয়সী সারাহ্ ইসলাম ঢাকার বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে মারা যায়। সারাহ্ এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ছিল খুব ছোটবেলা থেকে। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে তার একটি জটিল অপারেশন হয় এবং সে মারা যায়। মৃত্যুর আগে সারাহ্ তার কিডনি ও কর্নিয়া মানুষের জন্য দান করে যায়। তার এই কিডনি ও কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করে দুজন মানুষ নতুন করে বাঁচার জীবনীশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই ধরনের ত্যাগ স্বীকারের ঘটনা অতি বিরল। সারাহ্ মানব ও প্রতিবেশী প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ক. কুমারী মারীয়ার আদর্শ অনুকরণ করে তোমার প্রতিবেশীর জন্য তুমি কী করতে পারো তা ছকে লেখো।

কুমারী মারীয়ার আদর্শ	প্রতিবেশীর প্রতি তোমার করণীয়

খ. সারাহ্ ইসলামের ঘটনার আলোকে তোমার মনে কী ধরনের চিন্তার উদয় হয়েছে, তা নিচের খালি ঘরে উল্লেখ করো।

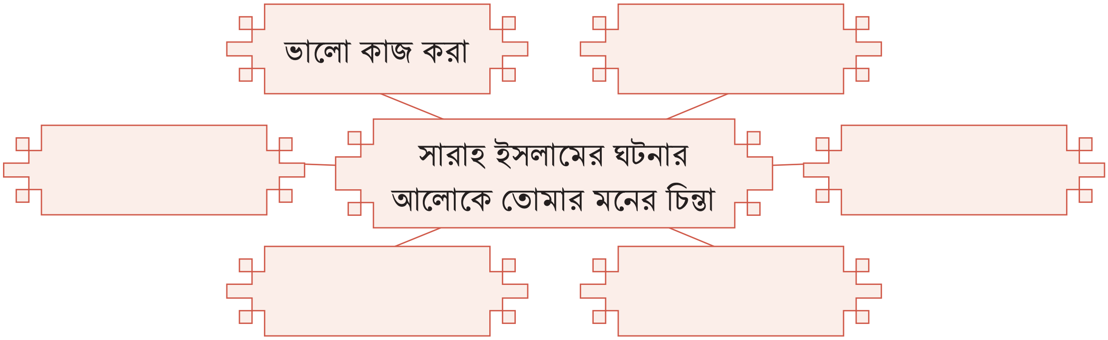

গ. যেকোনো একটি ভূমিকাভিনয় করো: এলিজাবেথের ঘরে কুমারী মারীয়া/দরিদ্র বন্ধুকে সাহায্য/শিক্ষকের কাজে সহায়তা/পরিবারে বিভিন্ন কাজে সাহায্য।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- অন্যের প্রয়োজনে সাহায্য করা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. যারা আমার পাশে বাস করে তারা-

ক. আত্মীয় খ. সহপাঠী গ. বন্ধু-বান্ধব ঘ. প্রতিবেশী

২. মানুষের প্রতি কাম্য-

ক. সংবেদনশীলতা খ. পরদুঃখে দুঃখী গ. কাতরতা ঘ. সহমর্মিতা

৩. সারাহ ইসলাম মৃত্যুর আগে দান করেছিলেন-

i. কিডনি ii. চক্ষু iii. কর্নিয়া iv. দেহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i. ও ii খ. ii. ও iii গ. i. ও iii ঘ. i., ii. ও iii

৪. জাখারিয়া কোন অঞ্চলে বাস করতেন?

ক. যিরুশালেম খ. নাজারেথ গ. যুদেয়া ঘ. বেথলেহেম

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. প্রতিবেশীকে সাহায্য করা	১. এলিজাবেথ
২. পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণিত	২. মারীয়া
৩. সকল নারীর মধ্যে ধন্যা	৩. নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব
	৪. সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. দূরের মানুষকেও আমরা ------ করতে পারি।

২. দূতের কাছে ----------- জানতে পারলেন।

৩. এলিজাবেথ মারীয়ার ------- বোন।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিশ্বগ্রাম কী?

২. মারীয়ার সম্ভাষণ শোনে এলিজাবেথের মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছিল?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মারীয়া এলিজাবেথকে কেন সাহায্য করতে গিয়েছিলেন- বর্ণনা করো।

২. মারীয়ার ন্যায় তোমরা কীভাবে প্রতিবেশীর সেবা করতে পারো।

পাঠ: ৫

জীবন বাস্তবতায় প্রতিবেশীকে ভালোবাসা

(লূক ১৬: ১৯-২৫)

আমাদের আশেপাশে অনেক মানুষ কতভাবে যে কষ্ট পাচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাস্তব জীবন ও মানুষের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকলে তা সহজেই দেখতে পাই ও তাদের কষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-নিরাশা সম্পর্কেও জানতে পারি। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, নিরাপত্তা ও ভালোবাসার অভাবে মানুষের হাহাকার ও বিপন্ন জীবনচিত্র দেখতে পাই। তাদের সাহায্য করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

লাজার ও ধনী লোকটি

পবিত্র বাইবেলে আমরা গরিব, দুঃখ পীড়িত লাজার ও পাষাণ হৃদয় ধনী লোকের গল্প শুনে থাকি। ধনী লোকটি দামি রঙিন ক্ষোমের পোশাক পরে বেড়াত আর প্রতিদিন ঘটা করে ভোজের আয়োজন করত। তার বাড়ির ফটকের ধারে পড়ে থাকত লাজার নামে এক ভিখারী। তার সারা

গায়ে ছিল ঘা। ধনীর টেবিল থেকে যেসব খাবারের টুকরো মাটিতে পড়ত, তার খুব ইচ্ছে হতো তাই খেয়েই সে তার পেট ভরাবে; কিন্তু হায়, কুকুরেরা এসে তার ঘা কিনা চেটে যেত। একদিন ভিখারীটি মারা গেল। স্বর্গদূতেরা তাকে নিয়ে পিতা আব্রাহামের কোলের কাছে রাখল। ধনী লোকটিও মারা গেলো। কিন্তু সে স্থান পেল নরকে।

ফাদার বব (বব ভাই)

আমরা যেন ধনী লোকটির মতো পাষাণ হৃদয় ও স্বার্থপর না হই। যীশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা কিছু তুমি করেছ অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি, করেছ তা আমার প্রতি। যীশু রোগীকে সুস্থ করেছেন, মৃতকে জীবন দিয়েছেন। এসবই মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা ও মমত্ববোধের প্রকাশ।

তোমরা ফাদার ববের নাম শুনে থাকবে। এক নিবেদিত মিশনারির নাম। তিনি একজন আমেরিকান মেরীনল ফাদার। সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি বাংলাদেশে কাজ করছেন। যে এলাকায় তিনি থাকেন, সেখানে ‘বব ভাই’ নামেই তিনি পরিচিত। এক নামে সবাই চেনে। তিনি প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে একাকার হয়ে অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করেন। নিজে রান্না করে খান। একটি সাইকেল তার বাহন। তিনি হতদরিদ্র গ্রামের মানুষের সেবায় নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছেন। কেউ অসুস্থ হলে তিনি তাদের হাসপাতালে নিয়ে যান। মানুষের যেকোনো প্রয়োজনে তিনি সাড়া দেন। এক কথায় প্রতিবেশীকে তিনি নিজের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। আমরা যেন অভাবী ভাইবোনদের সঙ্গে আমাদের যা কিছু আছে, তা উদারভাবে সহভাগিতা করি।

ক. তুমি জীবন বাস্তবতায় প্রতিবেশীর প্রয়োজনে কী কী সহায়তা করবে, তা খালি ঘরে লেখ।

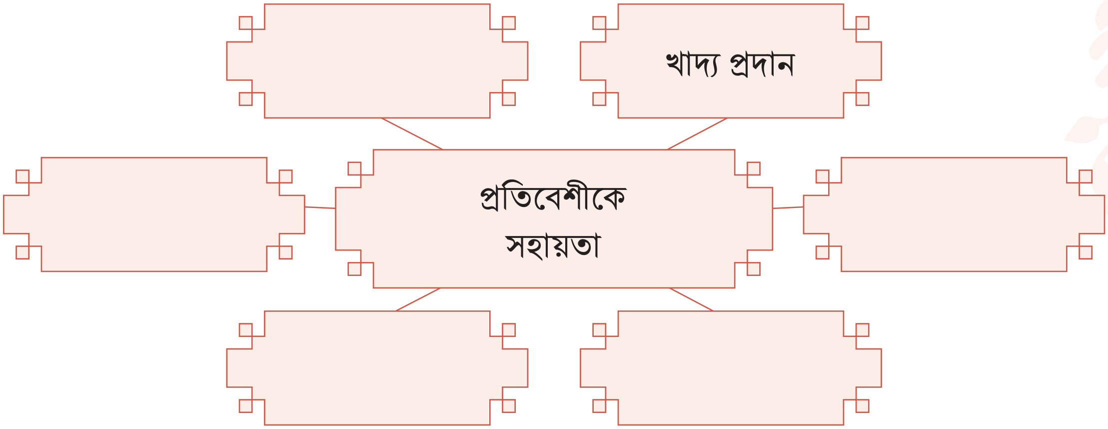

খ. দরিদ্রদের প্রতি তোমার মনোভাব কেমন হওয়া উচিত, তা নিচের ছকে লেখ।

১. ________________________________

২. ________________________________

৩. ________________________________

৪. ________________________________

গ. যা কিছু তুমি করেছ অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি- এ গানটি একসঙ্গে করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- দৈনন্দিন জীবনে প্রতিবেশীকে ভালোবাসা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ধনী লোকটির ফটকের কাছে বাস করত-

ক. লাজার খ. ভিক্ষুক গ. বিধবা ঘ. রোগী

২. মৃত্যুর পর ধনী লোকটি স্থান পেলো-

ক. স্বর্গে খ. মর্তে গ. নরকে ঘ. পাতালে

৩. ফাদার বব ভাই-এর বাহন কী?

ক. গাড়ি খ. ঘোড়া গ. মোটরসাইকেল ঘ. সাইকেল

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. অভাবী মানুষকে সাহায্য করা পবিত্র দায়িত্ব।

২. ধনী লোকটি মারা যায়নি।

৩. যীশু মৃত মানুষকে জীবন দিয়েছেন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. মৃত্যুর পর লাজার	১. নিবেদিত ব্যক্তি।
২. ফাদার বব একজন	২. স্বর্গে গেলো
৩. আমরা যেন অভাবীকে	৩. ধনী লোকটি
৪. ক্ষোমের পোশাক পরত	৪. নরকে গেলো
	৫. উদারভাবে সাহায্য করি।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. লাজার ধনী লোকটির বাড়িতে যেত কেন?

২. যীশু কীভাবে মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. প্রতিবেশীর প্রতি তোমার করণীয় বর্ণনা করো।

২. ফাদার বব-এর জীবন থেকে তুমি যে শিক্ষা পেয়েছ, তা লেখ।

পাঠ: ৬

অন্যান্য ধর্মের মূলশিক্ষা

যুগে যুগে ঈশ্বর বিভিন্ন নবী ও প্রবক্তাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তন করেছেন। মতবাদ প্রচার করেছেন। তাদের প্রচারিত মতবাদ ও রীতিনীতি বিশ্বাস করে মানুষ ঈশ্বরকে খুঁজেছেন। এভাবে পৃথিবীতে অনেক ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। বিশ্বধর্মগুলো হলো— খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম, সনাতন বা হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, শিখ, জৈন, ইহুদি, শিনতো, বাহাই, তাও, জোরাস্টিয়া ইত্যাদি। তবে বাংলাদেশে আমরা চারটি প্রধান ধর্মচর্চা দেখতে পাই। সেগুলো হলো- ইসলাম ধর্ম, সনাতন বা হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। এ ছাড়া রয়েছে— জৈনধর্ম, শিখধর্ম ও বাহাই ধর্ম। সংখ্যায় তারা খুব কম। যে নামেই তাকে ডাকিনা কেন, মনে রাখতে হবে, সব ধর্মই স্বীকার করে যে, সৃষ্টিকর্তা একজনই। বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ, সব ধর্মের মানুষ এখানে মিলেমিশে বাস করে। প্রত্যেক ধর্মেরই আছে মূলমন্ত্র তাই নিজ নিজ ধর্ম ছাড়াও অন্য ধর্মের মূলমন্ত্র জানা খুব দরকার।

ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র

ইসলাম ধর্ম তাওহিদ বা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর প্রেরিত রাসুল বা বার্তাবাহক।

সনাতন বা হিন্দুধর্মের মূলমন্ত্র

ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজিত। তিনি আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তিনি নিরাকার। তিনি আবার সাকারও। তিনি দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করেন। দুষ্টের দমনের জন্য তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তার এ আবির্ভাবকে অবতার বলে। ঈশ্বর করুণাময় ও মঙ্গলময়।

খ্রীষ্টধর্মের মূলমন্ত্র

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। এক ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি— পিতা, পুত্র এবং পবিত্র পুত্র আত্মা। ঈশ্বর হলেন স্বয়ং খ্রীষ্ট। যিনি মানুষের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করে পুনরুত্থিত হয়েছেন। খ্রীষ্টধর্মের মূল শিক্ষা হলো ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসা।

বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র

বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি হলো অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধনে সবাইকে আবদ্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। শুধু বৌদ্ধধর্মে নয়, অন্যান্য ধর্মেও এ নীতির কথা বলা হয়েছে। তবে ভিন্নতা শুধু এখানে, বৌদ্ধধর্মে নিজের প্রাণের মতো সব প্রাণীকে দেখা হয়েছে, সব প্রাণীর জীবন রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে, আর অন্যান্য ধর্ম মানবজীবনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। পার্থক্য শুধু এখানেই; নীতি, জীবনদর্শন ও আদর্শিক দিক দিয়ে তেমন পার্থক্য নেই।

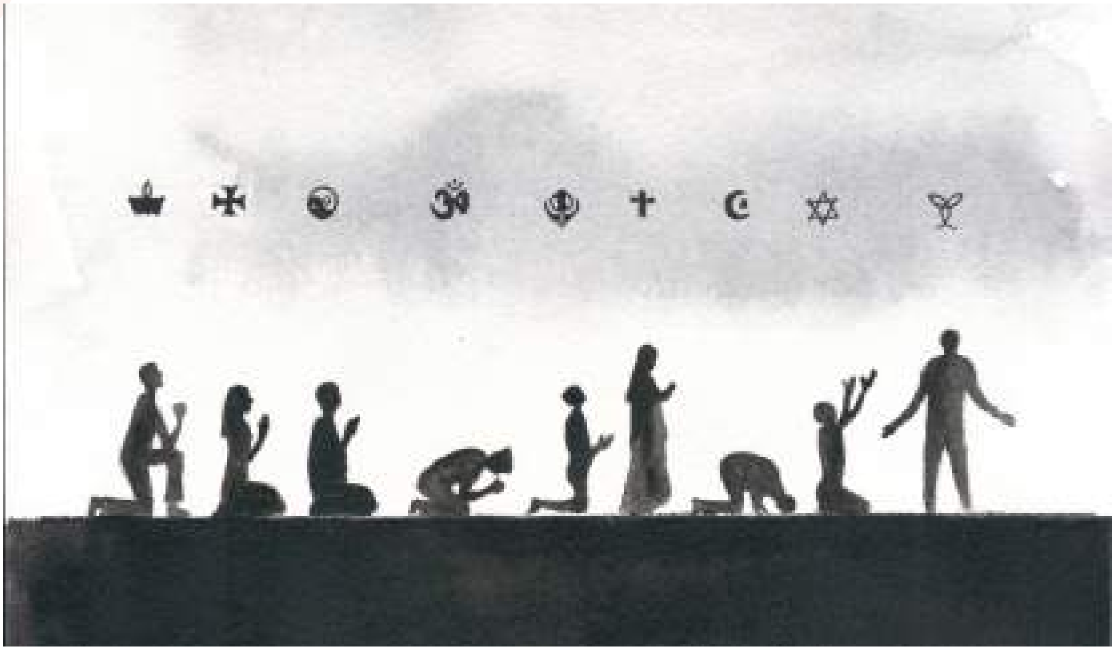

ধর্মীয় সম্প্রীতি

ক) অন্য ধর্মের মূলমন্ত্র জেনে আমরা কীভাবে উপকৃত হই, তা নিচে লেখ।

১. ________________________________

২. ________________________________

৩. ________________________________

৪. ________________________________

খ. চারটি ধর্মের মূলমন্ত্রের মিল খুঁজে বের করো।

ইসলামধর্ম	সনাতন বা হিন্দুধর্ম	খ্রীষ্টধর্ম	বৌদ্ধধর্ম

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- সৃষ্টিকর্তা এক এবং অদ্বিতীয়।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. সব ধর্মে রক্ষার জন্য বলা হয়েছে-

ক. জীবন   খ. ঘড়-বাড়ী   গ. জমিজমা   ঘ. গাছপালা

২. এক ঈশ্বরের কয় ব্যক্তি?

ক. এক ব্যক্তি   খ. দুই ব্যক্তি   গ. তিন ব্যক্তি   ঘ. চার ব্যক্তি

৩. যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন-

ক. পরিত্রানের জন্য   খ. মুক্তির জন্য   গ. আশীর্বাদের জন্য   ঘ. গৌরবের জন্য

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. যুগে যুগে ঈশ্বর প্রবক্তা ও নবীদের পাঠিয়েছেন।

২. বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক দেশ।

৩. সব ধর্মের মূলমন্ত্র জানা প্রয়োজন।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. ঈশ্বর ---------- বিরাজিত।

২. সব ধর্ম স্বীকার করে সৃষ্টিকর্তা -------- ।

৩. ঈশ্বর এক ও -----------।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঈশ্বর কেন প্রবক্তাদের পাঠিয়েছেন?

২. সব ধর্ম সম্পর্কে জানা কেন প্রয়োজন?

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ‘খ্রীষ্টধর্মের মূলমন্ত্র’ব্যাখ্যা করো।

পাঠ: ৭

অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা

(প্রেরিত ১৭:২৬, প্রজ্ঞা ৮:১, রোমীয় ২:৬-৭)

সব মানুষ মিলে মাত্র একটি মানব সমাজ গঠিত হয়; কারণ সব মানুষের উৎপত্তি একই উৎস থেকে। যা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সারা পৃথিবীকে মানুষের আবাসভূমি করার জন্য। আরেকটি প্রধান কারণ হলো, সব মানুষ একই গন্তব্যের দিকে, তথা ঈশ্বরের দিকে ধাবিত। তাই প্রকৃত ধার্মিক মানুষ যেমন নিজের ধর্মকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তেমনি সে অন্য ধর্মের প্রতিও সমভাবে শ্রদ্ধাশীল। পৃথিবীতে বৈচিত্র্য, অনন্যতা ও ভিন্নতা আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর।

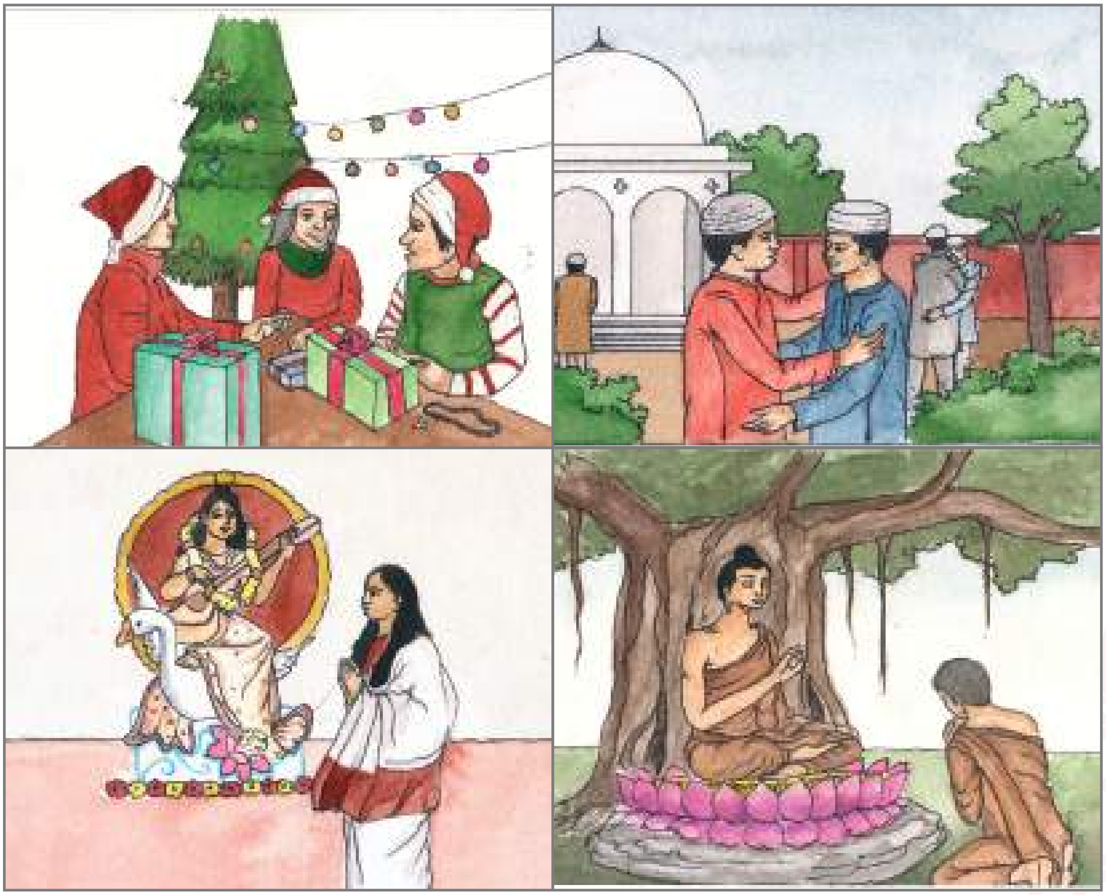

বিভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা (চার ধর্মের উৎসবের দৃশ্য)

আগেই জেনেছি যে, আমরা যে পথই অনুসরণ করি না কেন, আমাদের লক্ষ্য এক। যিনি আমাদের স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা তাকে সর্বান্তকরণে ভালোবাসা, তাঁর আরাধনা, মহিমা ও গৌরব কীর্তন করা। মানুষ হিসেবে বিশ্বমানবতাকে ভালোবাসা। এই ঐক্যে অন্য ধর্ম, তাঁর অনুশাসন, রীতিনীতি, আচার-সংস্কার, অনুশীলনের প্রতি আমরা সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হই।

যীশু নিজে একজন ইহুদি ছিলেন। ইহুদিধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ও তা পালন করেছেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি যে উদ্দেশ্যে মানুষরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছিলেন, সেই মুক্তির বার্তা মঙ্গলসমাচার প্রচার করেছেন। ঐশরাজ্য বিস্তারে কাজ করেছেন। অইহুদি যারা ছিলেন, তাদের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সীমানা বা গণ্ডি পেরিয়ে সবার কাছে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এসেছি, যাতে মানুষ জীবন পায়, পুরোপুরিভাবেই পায়। সংলাপের মধ্য দিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আমরা ভ্রাতৃসুলভ নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। কারণ ঈশ্বরের পরিচালনা, তার উত্তমতা ত্রাণমূলক পরিকল্পনা সব মানুষের জন্য কল্যাণকর।

আমাদের রয়েছে বেশ কয়েকটি ধর্মীয় উৎসব। যেমন- খ্রীষ্টধর্মের রয়েছে বড়দিন, পুনরুত্থান বা ইস্টার, ইসলাম ধর্মের রয়েছে ঈদ, হিন্দুধর্মের রয়েছে বেশ কয়েকটি পূজা, বৌদ্ধধর্মের রয়েছে বুদ্ধপূর্ণিমা। এই উৎসবগুলোতে আমরা একত্রিত হতে পারি। অন্য ধর্মের বন্ধুদের আমরা নিমন্ত্রণ দিতে পারি। একসঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ করতে পারি। সব ধর্মের প্রতি সহনশীল আচরণ করতে পারি।

ক. ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে কীভাবে একসঙ্গে বাস করতে পারি তা লেখ।

১. __________

২. __________

৩. __________

৪. __________

৫. __________

খ. তুমি কীভাবে অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাও ছকে লেখ।

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবী আমাদের-

ক. আবাসভূমি　　খ. মাতৃভূমি　　গ. জন্মভূমি　　ঘ. পিতৃভূমি

২. সব মানুষের গন্তব্যস্থল -

ক. সাধুসাধ্বী　　খ. ঈশ্বর　　গ. যীশু　　ঘ. মা মারীয়া

৩. যীশু একজন-

ক. গ্রীক　　খ. সামারিয়　　গ. ইহুদি　　ঘ. মিশরীয়

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যীশু পৃথিবীতে এসেছেন	১. সহনশীল
২. সব ধর্মের প্রতি আচরণ	২. মানুষরূপে
৩. সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাস	৩. ঈশ্বররূপে
	৪. সর্বান্তকরণে

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. খ্রীষ্টধর্মের প্রধান উৎসব বড়দিন পুনরুত্থান বা ------------।

২. যীশু ------- বিস্তারে কাজ করেছেন।

৩. ধর্মীয় উৎসবগুলোতে আমরা-----------হতে পারি।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. তুমি কীভাবে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারো?

২. ধর্মীয় উৎসবগুলো আমরা পালন করব কেন?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশু এসেছেন, যাতে মানুষ জীবন পায়, ব্যাখ্যা করো।

২. অন্য ধর্মের প্রতি তুমি কীভাবে শ্রদ্ধা দেখাবে?

পাঠ: ৮

সহাবস্থানের উপায় চিহ্নিতকরণ

বর্তমান যুগে নানাভাবে মানুষ পরস্পর ঐক্যবন্ধন স্থাপনের চেষ্টা করছে। পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হচ্ছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রীতিবন্ধনও গড়ে উঠছে। কী উপায়ে জাতিতে জাতিতে, ধর্মভেদে বিশ্বের সব মানুষের মধ্যে একতা ও ভালোবাসা লালন করা যায়, তা আরও গভীরভাবে ভাবছে। খ্রীষ্টমণ্ডলীও সে উপায় নির্ণয়ে সদা তৎপর। অন্যান্য ধর্মের মানুষের সাথে শান্তিতে সহাবস্থান করার জন্য গভীর সমঝোতা, প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক ইচ্ছাও দরকার।

সহাবস্থান

সহাবস্থানের উপায় –

- ধর্মীয় ভেদাভেদ, হিংসা, বিদ্বেষ ভুলে সব ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে গ্রহণ করা।
- অন্যান্য ধর্মের মূলমন্ত্র ও ভালো দিকগুলো জেনে, তা নিজ জীবনে ধারণ, অনুশীলন করা এবং শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
- সব ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক, একই সৃষ্টিকর্তার গৌরব ও প্রশংসা করা।
- কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোঁড়ামি পরিহার করা।
- মৌলবাদী মনোভাব পরিহার করা।
- স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে ধর্মীয় নেতাদের সম্মিলিতভাবে সংলাপে বসা।
- ঐক্যবদ্ধভাবে অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে সমাবেশ, মতবিনিময় সভা ও আলাপ আলোচনা করা।
- অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সহনশীলতা, ধৈর্য, সম্প্রীতির মনোভাব পোষণ করা।
- জাতীয় পর্যায়ে সংলাপের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ক. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য তোমরা কী কী উপায় অবলম্বন করবে তা ছকে লেখ।

১. ________________________________

২. ________________________________

৩. ________________________________

৪. ________________________________

খ. তুমি কীভাবে শ্রেণিকক্ষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে, তা খালি ঘরে উল্লেখ করো।

শান্তিপূর্ণ
সহাবস্থান

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপায়সমূহ।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. মানুষ স্থাপনের চেষ্টা করছে-

ক. ঐক্যবন্ধন   খ. মিলনবন্ধন   গ. যুগলবন্ধন   ঘ. প্রেমবন্ধন

২. পরিহার করতে হবে-

ক. সদাচারণ   খ. অন্ধবিশ্বাস   গ. উদারতা   ঘ. ভালোবাসা

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. সব ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিন্ন।

২. কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোঁড়ামি পরিহার করতে হবে।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সহাবস্থান কী?

২. পরস্পরের সঙ্গে তুমি কীভাবে ঐক্যবন্ধন স্থাপন করবে।

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সহাবস্থানের জন্য আমদের করণীয় বর্ণনা করো।

পাঠ: ৯

অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

(যোহন ৪:৩-২৪)

কুয়োর ধারে সংলাপরত যীশু

আমরা প্রত্যেকেই বিশ্ব ভ্রাতৃপ্রেমে আহূত। মানুষের প্রতি আমাদের আচরণ ভ্রাতৃসুলভ না হলে সব মানুষের পিতা সেই পরমেশ্বরের কাছে আমরা সত্যিকারভাবে প্রার্থনা করতে পারি না। কারণ সব মানুষই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পরস্পর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্র বলে, 'যে ভালোবাসে না, সে পরমেশ্বরকে জানে না।' তাই মানুষে মানুষে কোনো বৈষম্য থাকতে পারে না।

সবার সঙ্গে শান্তিতে সহাবস্থান করতে হবে। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষার আলোতে- অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে আমরা যেন সদাচরণ করে চলি। নিজেদের পক্ষ থেকে যেন সব মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করি। আর এভাবেই আমরা স্বর্গীয় পিতার সত্যিকার সন্তান হয়ে উঠি। এই সহাবস্থান সহযোগিতামূলক ও শান্তিপূর্ণ। এর জন্য প্রয়োজন সমঝোতা, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা ও উন্মুক্ত মন মানসিকতা। পারস্পরিক সংলাপ এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরিতে বিশেষভাবে সহায়ক।

কুয়োর ধারে সামারীয়/শমরিয় নারীর সঙ্গে যীশু সংলাপের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। তার কাছে যীশু জল চেয়েছেন এবং নিজের পরিচয় দিয়েছেন। প্রচলিত প্রথার বাইরে গিয়ে, তিনি সর্বমানবের মুক্তিদাতা হয়ে উঠেছেন। তাই বিভেদ, বৈষম্য, জাতিগত, ধর্মগত কাঠামোর সীমানা দেয়াল ভেঙে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ। গড়ে তুলতে হবে ভালোবাসার সভ্য সমাজ, মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন, যেখানে বিরাজ করবে সাম্য ও সম্প্রীতি।

ক. অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কেন গুরুত্বপূর্ণ, তা ছকে লেখ।

১. ______________________________

২. ______________________________

৩. ______________________________

৪. ______________________________

খ. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য বিদ্যালয়ে তুমি কী ভূমিকা পালন করতে পারো, তা খালি ঘরে লেখ।

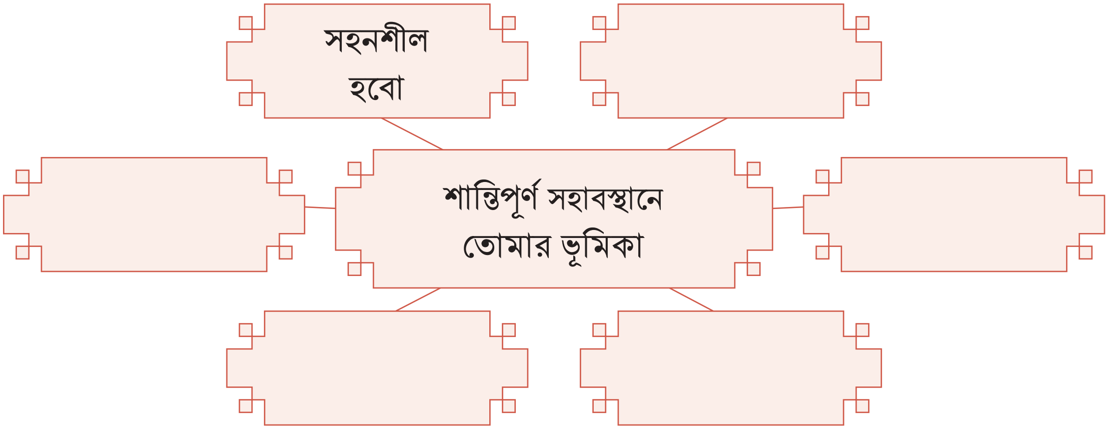

গ. সামারীয় নারী ও যীশুর কথোপকথনের কাহিনি অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম—

- সহাবস্থানের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও সম্প্রীতি গড়ে তোলা।
- সামারীয় নারীর সঙ্গে যীশুর সংলাপ।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. মানুষ কার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট?

ক. ঈশ্বরের খ. নোহের গ. আদমের ঘ. আব্রাহামের

২. সবার সঙ্গে সহাবস্থান করতে হবে-

ক. আনন্দে খ. শান্তিতে গ. প্রেমে ঘ. সহযোগিতায়

৩. সামারীয় নারীর সঙ্গে যীশু কথা বলেন-

ক. পুকুর পাড়ে খ. নদীর ধারে গ. কুয়োর ধারে ঘ. সাগর পাড়ে

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আমরা স্বর্গীয় পিতার সন্তান হই।

২. যীশু জল চেয়েছেন যিরুশালেমের নারীর কাছে।

৩. যীশু সর্ব মানবের মুক্তিদাতা।

গ. শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. আমরা প্রত্যেকেই বিশ্ব------ আহূত।

২. সব মানুষই ঈশ্বরের ------- সৃষ্ট।

৩. 'যে ভালোবাসে না' সে --------জানে না।

৪. সহাবস্থান সহযোগিতামূলক ও ----------।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলতে কী বুঝ?

২. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব কী?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশু কীভাবে সংলাপের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন? বর্ণনা কর।

২. অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

পাঠ: ১০

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলাফল

(হিব্রু ১২:১৪, ইসাইয়া ২৬:৩)

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলে মানুষ লাভ করে মনের প্রশান্তি ও অন্তরের তৃপ্তি। জনজীবনে আসে স্থিতি। পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, নিখুঁত হও, ভালো হও, এক মনের হও, শান্তিতে থাকো এবং প্রেম ও শান্তির ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকবেন।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফল আনন্দ

'তোমরা সর্বদাই চেষ্টা করো, যাতে সবার সঙ্গে শান্তিতেই থাকতে পারো যাতে লাভ করতে পারো সেই পবিত্রতা, যা না থাকলে প্রভুর দেখা পাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়'। যীশু বলেছেন- 'তোমরা যারা ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত সবাই আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো।' (মথি: ১১:২৮) কারণ ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার ঈশ্বর নন; কিন্তু শান্তির ঈশ্বর। সবাইকে অবশ্যই মন্দ

থেকে দূরে সরে যেতে হবে এবং ভালো করতে হবে; তাদের অবশ্যই শান্তির সন্ধান করতে হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে। আমি তোমাদের এসব কথা বলেছি, যাতে আমার মধ্যে তোমরা শান্তি খুঁজে পাও।'

এসো আমরা গল্প পড়ি

সীমা, সুপ্তি, তৃপ্তি ও রেহানা চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী। তাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক মিল। চারজন ভিন্ন ধর্মের হওয়া সত্ত্বেও তারা প্রত্যেক ধর্মকে শ্রদ্ধা করে। সীমা বড়দিনে সবাইকে নিমন্ত্রণ করে। সুপ্তি পূজা-পার্বণে একসঙ্গে আনন্দ করে। তৃপ্তি তার জন্মদিনে সবাইকে নিয়ে কেক কাটে। রেহানা ঈদের সময় অন্য বান্ধবীদের নিয়ে বেড়াতে যায়। তাদের মধ্যে এত সুন্দর সম্পর্ক দেখে প্রত্যেকের পরিবার খুব খুশি হয়। তাদের শিক্ষক এবং সহপাঠীরাও এতে অনুপ্রাণিত হয়। একসঙ্গে চলার এবং পরস্পরকে মর্যাদা দিতে উৎসাহিত হয়।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলাফল

- মানুষ আনন্দময় ও নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারে।
- মানুষে মানুষে বৈষম্য সংঘাত দূর হয়, মানুষ হিংসা-দ্বেষ ভুলে যায়।
- শান্তিময় পরিবেশে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়।
- মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক ও পুনর্মিলন স্থাপিত হয়।
- ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানবিক ও সামাজিক জীবনে প্রকাশিত হয়।
- সুসম্পর্কের কারণে পরিবার, সমাজ ও গোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি হয়।
- যেকোনো সমস্যার ইতিবাচক সমাধান করা সহজ হয়।

ক. তুমি কীভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুফল অর্জন করেছ, তা ছকে লেখ।

১. ________________

২. ________________

৩. ________________

৪. ________________

খ. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সমাজ জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে, তা পোস্টার পেপারে লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম-

- শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আমাদের হৃদয় মন উন্মুক্ত করে।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. সহাবস্থানে জনজীবনে আসে-

ক. স্থিতি খ. নীতি গ. প্রীতি ঘ. আনন্দ

২. 'আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো' উক্তিটি কার?

ক. ঈশ্বরের খ. যীশুর গ. মারীয়ার ঘ. যোসেফের

খ. সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. পবিত্রতা ছাড়া যীশুকে দেখা অসম্ভব।

২. যীশু সবাইকে তার কাছে ডাকেনি।

৩. শান্তিতে থাকলে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকেন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সহাবস্থানের মাধ্যমে মানুষ আনন্দময় ও	১. অনিরাপদ জীবনযাপন করতে পারে।
২. নিখুঁত হও, ভালো হও	২. সুন্দর মনের হও।
৩. মন্দ থেকে	৩. পুনর্মিলন স্থাপিত হয়।
৪. মানুষ মানুষে সুসম্পর্ক ও	৪. এক মনের হও।
	৫. দূরে সরে যেতে হবে।
	৬. নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারে।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরস্পরকে কেন মর্যাদা দিবে?

২. ক্লান্ত ও ভারাক্রান্তকে যীশু কেন তার কাছে আসতে বলেছেন?

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলাফল' বর্ণনা করো।

২. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সমাজ জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে, ব্যাখ্যা করো।

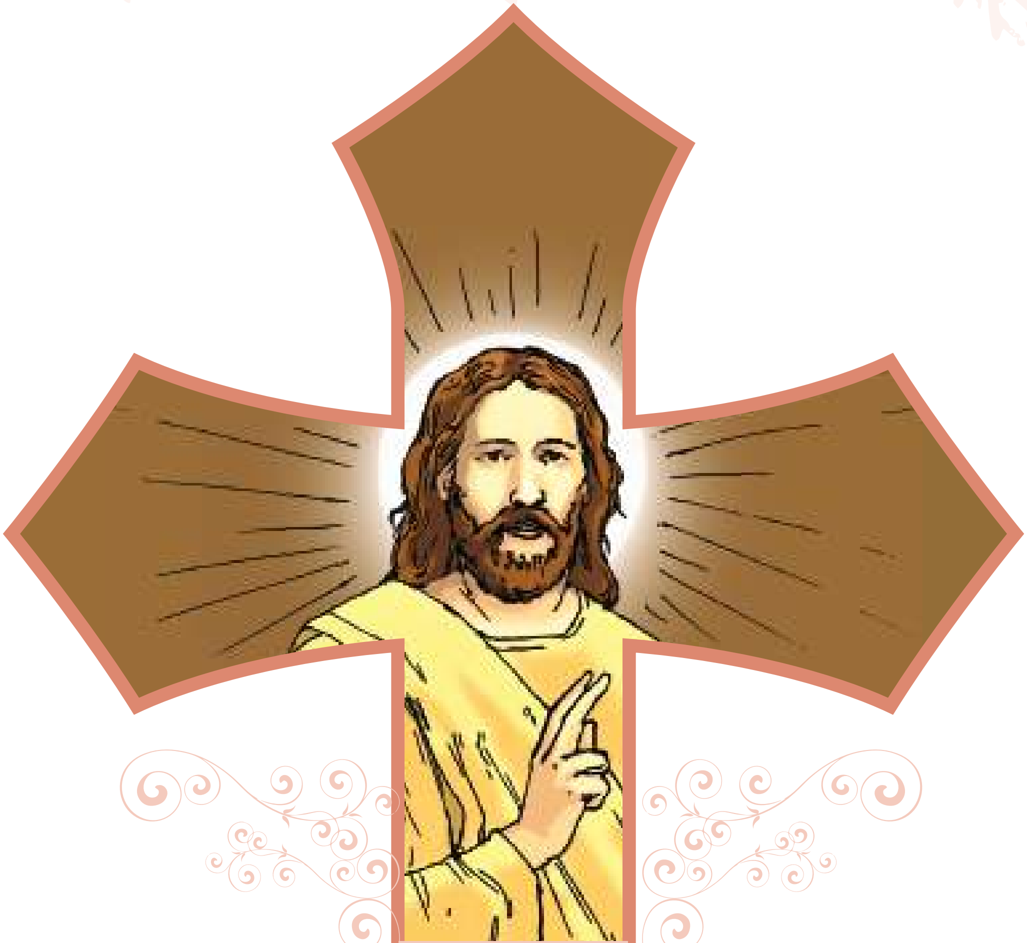

অধ্যায়

৫

পঞ্চম অধ্যায়

জলবায়ু পরিবর্তন ও খ্রীষ্টীয় দায়িত্ব

ঈশ্বর একটি সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। তিনি সমতল ভূমি এবং পাহাড়-পর্বতকে ঘাস, ফুল, ফল, লতাপাতা ও গাছপালা দিয়ে ভরে দিলেন। গাছে গাছে আম, জাম, কাঁঠাল, কুল, নারিকেল, জলপাই, আপেল, কমলা আরো নানারকম ফলের সমাহার। আকাশে পাখি, জলে মাছ ও স্থলে জীবজন্তুতে ভরে গেল। পৃথিবীটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হলো। মানুষ ও সব প্রাণীর বসবাসের জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি হলো; কিন্তু মানুষ তার অপব্যবহার করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট করছে। ফলে বিভিন্ন প্রকার বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে। তাই আমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে সচেতন হতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

পাঠ: ১

জলবায়ু পরিবর্তন

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বায়ুমণ্ডলের পরিস্থিতিই হলো আবহাওয়া। বাতাসের উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, মেঘ-বৃষ্টির পরিসংখ্যান দিয়ে আবহাওয়ার পরিস্থিতি বোঝানো হয়। আবহাওয়া প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হয়। তবে আবহাওয়া পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট ধারা রয়েছে। আবহাওয়া পরিবর্তনের এই ধারাই জলবায়ু। কোনো নির্দিষ্ট স্থানের সুদীর্ঘ সময়ের, সাধারণত ৩০-৩৫ বছরের আবহাওয়ার গড় বা সামগ্রিক অবস্থার হিসাবকে জলবায়ু বলে।

বরফ গলার দৃশ্য

ঈশ্বরসৃষ্ট পৃথিবীতে মানুষের বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে ও বদলে যাচ্ছে জলবায়ু। আর তাতে মানুষের জীবন হুমকির মুখে পড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে এই পৃথিবীর তাপমাত্রা এতটাই বেড়ে যাবে যে, মানুষের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়বে। একদিকে বাড়বে খরা, অন্যদিকে বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে। তাতে তলিয়ে যাবে বহু নিচু এলাকা। এতে পৃথিবীর সব প্রাণের জন্যই বিপর্যয় নেমে আসবে।

জলোচ্ছ্বাসের দৃশ্য

অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর সৌন্দর্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বায়ুতে কার্বনডাই-অক্সাইড ও বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় প্রাণিকুলের বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস এবং খরার কারণে ফসলের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ এভাবে নষ্ট হতে থাকলে একসময় পৃথিবীতে প্রাণিকুলের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।

শিল্পায়নের ফলে মানব সভ্যতার উন্নয়ন হয়েছে। মানুষের অপরিকল্পিত শিল্পায়ন বদলে দিয়েছে প্রকৃতিকে। তার ফল এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের কর্মকাণ্ড বাড়াচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা, বদলে যাচ্ছে জলবায়ু। আর তাতে মানুষের জীবন প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই হুমকির মুখে পড়ছে। তাই মানুষ প্রকৃতির কাছে অসহায় হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবাইকে সচেতন হতে হবে।

ক. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তোমার চারপাশে কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করছ, তা নিচের খালি ঘরে লেখ।

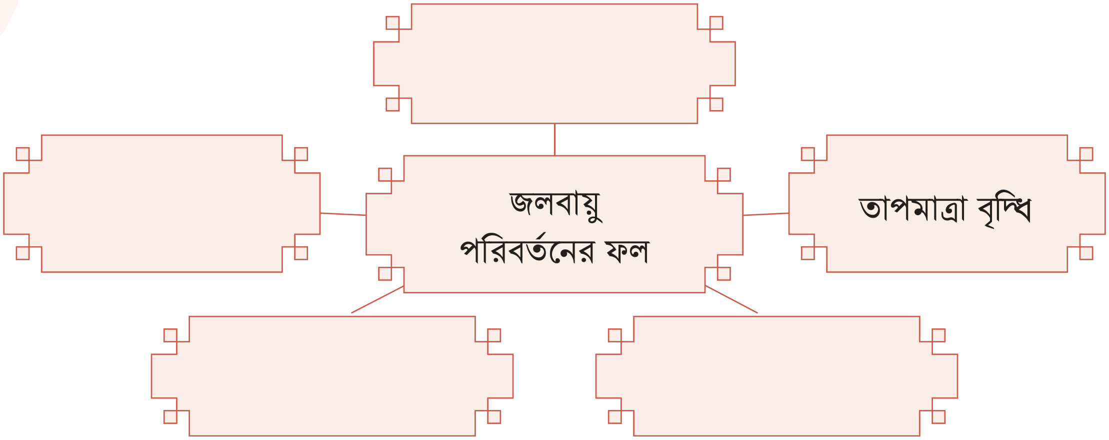

খ. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আমাদের করণীয় কী, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

১. ____________________

২. ____________________

৩. ____________________

৪. ____________________

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম-

- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পরিবেশের যত্ন ।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. কোনো নির্দিষ্ট এলাকার কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বায়ুমণ্ডলের পরিস্থিতি হলো

ক. জলবায়ু   খ. আবহাওয়া   গ. পরিবেশ   ঘ. বায়ুমণ্ডল

২. সাধারণত কত বছরের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলে?

ক. ২০-২৫   খ. ২৫-৩০   গ. ৩০-৩৫   ঘ. ৩৫-৪০

৩. প্রকৃতির ক্ষতি সাধন করে -

ক. পরিকল্পিত শিল্পায়ন   খ. অপরিকল্পিত শিল্পায়ন   গ. বনায়ন কর্মসূচি   ঘ. পরিকল্পিত নগরায়ণ

৪. প্রাণিকুলের বেঁচে থাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বায়ুতে -

ক. কার্বনডাই-অক্সাইড বৃদ্ধিতে   খ. কার্বনডাই-অক্সাইড হ্রাসে   গ. অক্সিজেন বৃদ্ধিতে   ঘ. নাইট্রোজেন হ্রাসে

খ. সত্য/ মিথ্যা নির্ণয় করি।

১. আবহাওয়া প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হয় না।

২. বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কমে যায়।

৩. অনাবৃষ্টির কারণে ফসলের ক্ষতি হয়।

গ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং .... কারণে ফসলের অনেক ক্ষতি হচ্ছে।

২. শিল্পায়নের ফলে .... উন্নয়ন হয়েছে।

৩. মানুষের .... শিল্পায়ন বদলে দিয়েছে প্রকৃতিকে।

৪. ঈশ্বর সৃষ্ট পৃথিবীতে মানুষের বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে...... বাড়ছে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জলবায়ু কাকে বলে?

২. অপরিকল্পিত শিল্পায়নের প্রভাব কী?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তোমার এলাকায় কী ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়?

২. মানুষের বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ড জলবায়ু পরিবর্তনে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে?

পাঠ: ২

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

বর্তমান বিশ্ব এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আবহাওয়ার গড় অবস্থা বদলে যাওয়া মানে হলো জলবায়ু বদলে যাওয়া। জলবায়ুর এই বিপর্যয় এড়াতে হলে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির গতি কমিয়ে আনার বিকল্প নেই। মানুষ এখন জলবায়ুতে যে দ্রুত পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছে, তার অনেক কারণ রয়েছে। তবে মূল কারণ হলো-

১. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার।
২. অপরিকল্পিত শিল্পায়ন।
৩. পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি।
৪. গাছ কেটে বন উজাড় করা।
৫. গ্রিনহাউস গ্যাস।
৬. বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস বেড়ে যাওয়া।

পরিবেশ দূষণ

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হবে অনুন্নত দেশগুলোর মানুষকে; কারণ বদলে যাওয়া পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। উন্নয়নশীল অনেক দেশে এরই মধ্যে সেই প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। সামনের দিনগুলোতে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকেই প্রবাহিত হবে।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে নানা প্রকারের দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন- অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি। যার ফলে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে সমগ্র বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আবহাওয়ার মৌসুমি ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হচ্ছে।

তবে জলবায়ুর যে পরিবর্তন ইতোমধ্যে সাধিত হয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের খাপ খাওয়াতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলায় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে আমাদের কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন-

- বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ;
- সচেতনতা বৃদ্ধি;
- নিয়মিত আবহাওয়া বার্তা শোনা;
- কার্বন নিঃসরণ কমানো;
- উপকূলীয় ও সামাজিক বনায়ন।

ভারসাম্যহীন পৃথিবী

ক. জলবায়ু পরিবর্তনের মানবসৃষ্ট কারণগুলো উল্লেখ করো।

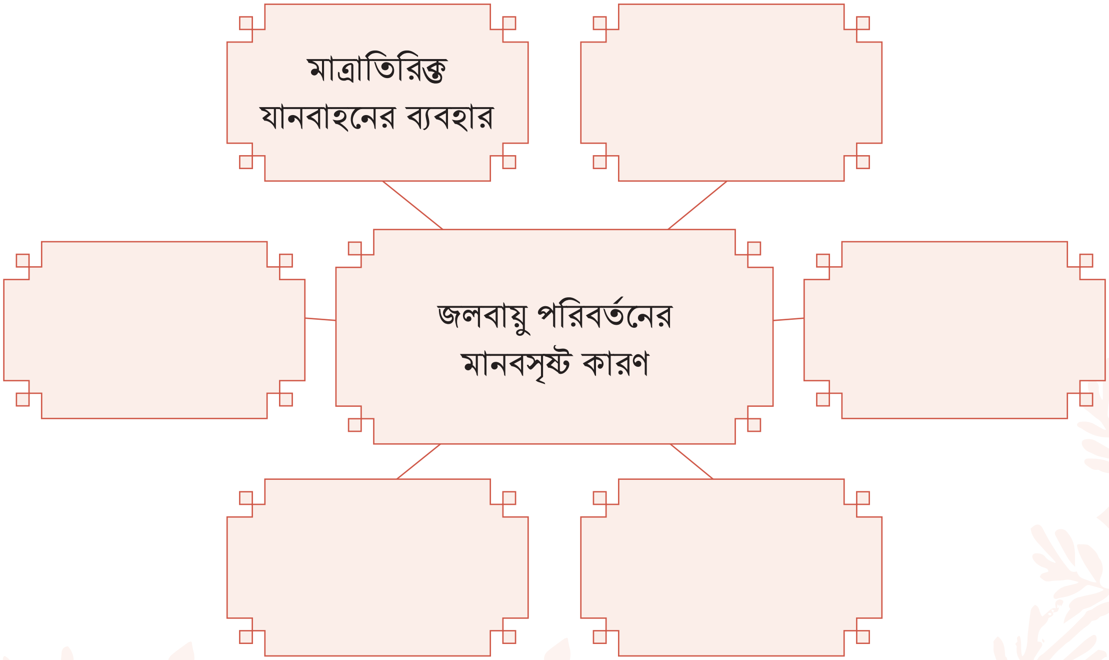

খ. তোমরা জলবায়ু পরিবর্তনরোধে কীভাবে সমাজকে সচেতন করবে, তা একটি পোস্টার পেপারে লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম-

- পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ–

ক. গ্রিনহাউস গ্যাস খ. পৃথিবীর তাপমাত্রা হ্রাস গ. বনায়ন ঘ. বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইড হ্রাস

২. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণ–

ক. পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি খ. পৃথিবীর তাপমাত্রা হ্রাস গ. অনাবৃষ্টি ঘ. অতিবৃষ্টি

খ) সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. পৃথিবীর .... বৃদ্ধির কারণে নানা প্রকারের দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে ..... পরিবর্তন হচ্ছে।

৩. আবহাওয়ার গড় বদলে যাওয়া মানে হলো .... বদলে যাওয়া।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে?

২. জলবায়ু পরিবর্তনের মানবসৃষ্ট কারণগুলো কী?

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো উল্লেখ কর?

২. জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট সমস্যা রোধে তুমি কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?

পাঠ: ৩

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব

(আদিপুস্তক ৬-৮ অধ্যায়)

পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ঈশ্বর দেখলেন, তাদের সব চিন্তা ও বাসনা সর্বদা পাপের দিকে যাচ্ছে। মানুষ সৃষ্টি করেছেন বলে তখন তার অনুতাপ হলো। তিনি বললেন, যে সব মানুষ অবাধ্য হয়ে পাপে লিপ্ত আছে, তাদের ধ্বংস করব। সব মানুষের মধ্যে নোহ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতেন বলে তাঁর প্রিয় ছিলেন। ঈশ্বর তাকে বললেন, 'আমি সমস্ত জীব ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ মানুষের পাপে জগৎ ছেয়ে গেছে। তোমার জন্য গাছ কেটে একটা জাহাজ তৈরি করো। তুমি ও তোমার গোটা পরিবার জাহাজে উঠবে। সব প্রাণীর এক জোড়া করে জাহাজে তুলে নেবে যেন তাদের বংশ বিনষ্ট না হয়। তাছাড়া তোমাদের ও প্রাণীদের জন্য সব রকমের খাদ্য সংগ্রহ করে রাখবে।' ঈশ্বর যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন নোহ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। সবাই জাহাজের ভিতরে ঢুকলে ঈশ্বর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

নোহের জাহাজ

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়তে লাগল। চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত অবিরত বৃষ্টির ফলে জল বাড়তে লাগল। নোহর জাহাজের মানুষ ও প্রাণিকুল ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ ও প্রাণী ডুবে মারা গেলো। চল্লিশ দিন

পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় বৃষ্টি থেমে গেল এবং ধীরে ধীরে জল শুকিয়ে আসল। তারপর ঈশ্বরের নির্দেশে জাহাজের সবাই বেরিয়ে এলো এবং পৃথিবীতে বসবাস করতে শুরু করল।

ক. নোহের ঘটনা থেকে তোমরা কী শিক্ষা পেলে, তা নিচের ছকে লেখ।

নোহের ঘটনা থেকে শিক্ষা
১.
২.
৩.
৪.

খ. নোহর ঘটনার আলোকে সৃষ্টিকে তুমি কীভাবে রক্ষা করবে, তা নিচের খালি ঘরে লেখ।

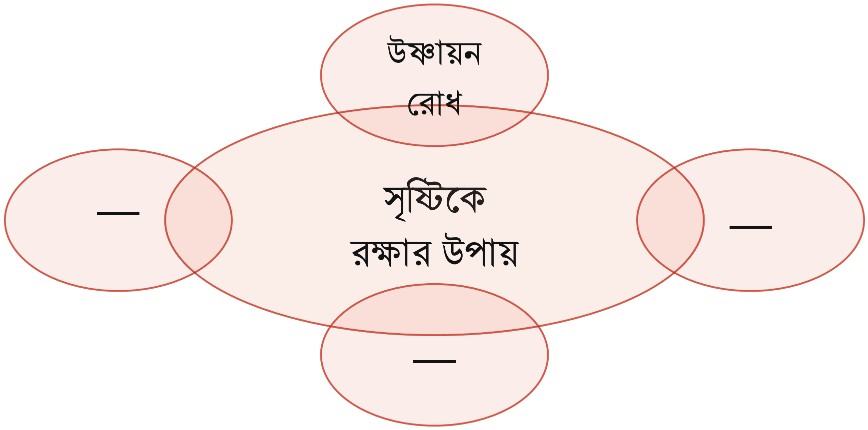

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম-

- সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. ঈশ্বর কাকে জাহাজ বানাতে বললেন?

ক. আব্রাহাম খ. ইসায়াক গ. নোহ ঘ. বেঞ্জামিন

২. নোহ কেন এক জোড়া করে প্রাণী জাহাজে তুলে নিলেন?

ক. জাহাজে জায়গা কম ছিল খ. প্রাণীর বংশ বিনষ্ট করা গ. জাহাজে জায়গা বেশি ছিল ঘ. প্রাণীর বংশ রক্ষা করা

৩. ঈশ্বরের ইচ্ছায় কতদিন পর বৃষ্টি থেমে গেল?

ক. ৩০ দিন খ. ৪০ দিন গ. ৫০ দিন ঘ. ৬০ দিন

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. মানুষ সৃষ্টি করেছেন বলে ঈশ্বরের ....হলো।

২. গাছ কেটে একটা ......তৈরি করো।

৩. ঈশ্বর যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন নোহ তা .... পালন করলেন।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঈশ্বর কেন পৃথিবী ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন?

২. নোহর জাহাজে কাদের তোলা হলো।

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. নোহর ঘটনা থেকে তুমি কী ধরনের শিক্ষা পেলে?

পাঠ: ৪

মানব সমাজে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

মানব সভ্যতা ও জলবায়ু পারস্পরিক নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জলবায়ু সচেতনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জলবায়ু–সম্পর্কিত গবেষণায় দেখা যায়, এতদিন ধরে এর প্রভাব খুব ধীরগতিতে চলছিল। বর্তমানে তা খুবই প্রকটভাবে দৃশ্যমান হওয়ায় মানুষ গভীরভাবে চিন্তিত। বিগত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানুষের আর্থ–সামাজিক কর্মকাণ্ডে পরিবর্তিত জলবায়ুর ক্রমাগত বিরূপ প্রভাব মানুষের ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া

জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের সমাজকে প্রভাবিত করে। মানুষের জীবন প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল বলে তা ব্যাহত করে। এই ব্যাঘাত খাদ্য ও শিল্প সরবরাহের মধ্যে একটি চেইন এবং আর্থিক বাজারকে প্রভাবিত করছে। অবকাঠামো এবং শহরগুলোর ক্ষতি করে মানবস্বাস্থ্য ও বিশ্ব উন্নয়নের ক্ষতি করে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিষ্কার পানির উৎস হুমকি স্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের স্বাস্থ্যের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলছে। তাপমাত্রাজনিত সমস্যা সরাসরি স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলছে; আবার সংক্রামক ব্যাধির বিস্তারের মাধ্যমেও পরোক্ষভাবে ক্ষতি করছে। তীব্র তাপপ্রবাহ জনজীবনকে করছে বিপর্যস্ত। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির ফলে ফসল, প্রকৃতি ও প্রাণিজগৎ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। গভীরভাবে যদি বিষয়গুলো অবলোকন করি, তাহলে বুঝতে পারি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে যেভাবে

ক্ষতি করা হচ্ছে ,তাতে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকেই অবমাননা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আমরা অবশ্যই সচেতন হয়ে সৃষ্টির প্রতি যত্নশীল হব।

ক. জলবায়ু পরিবর্তন মানব সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করছে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

জলবায়ু পরিবর্তন	মানব সমাজে প্রভাব
অনাবৃষ্টি	ফসলের ক্ষতি

খ. জলবায়ু সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছবি ও লেখা সংগ্রহ করে একটি দেয়ালিকা তৈরি করো।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম-

- ক্ষতিগ্রস্ত মানব সমাজকে রক্ষা করা।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেছে-

ক. তীব্র তাপপ্রবাহ খ. স্বল্প তাপপ্রবাহ গ. সূর্যের আলো ঘ. চাঁদের আলো

২. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় কী ধরনের প্রভাব পড়ে?

ক. খাদ্যের গুণগত মান উন্নত হয় খ. খাদ্য সরবরাহ স্থিতিশীল থাকে গ. খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে ঘ. খাদ্য রপ্তানি বেড়ে যায়

৩. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কী ঘটছে না?

ক. অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি খ. প্রাণিজগতের ক্ষতি গ. মানুষের নৈতিক উন্নয়ন ঘ. সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
১. মানব সভ্যতা ও জলবায়ু	১. সমাজকে
২. জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবিত করে	২. পারস্পরিক নির্ভরশীল
৩. তাপমাত্রাজনিত সমস্যা সরাসরি প্রভাব ফেলছে	৩. পরিবেশের ওপর
	৪. স্বাস্থ্যের ওপর
	৫. জাতিকে

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মানুষ কীভাবে সৃষ্টির প্রতি নিজের দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছে?

২. অনাবৃষ্টি পরিবেশের ওপর কী প্রভাব ফেলে?

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অর্থনীতি ও সমাজে যে বিঘ্ন ঘটছে, তা তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে?

২. জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে মানবজীবন ও স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করছে ব্যাখ্যা করো।

পাঠ: ৫

বাইবেলের আলোকে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব

(আদিপুস্তক ২:৪-৯)

এদেন উদ্যান

ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা। গাছপালা, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, জল-বায়ু, নদ-নদী, আকাশ-সমুদ্র সৃষ্টি করে পৃথিবীকে ভরিয়ে তুলেছেন। তার সমগ্র সৃষ্টি মানুষের উপকারের জন্য। পবিত্র বাইবেলে নানাভাবে বীজ বপন, চারাগাছ, লতা, বড় বৃক্ষ ও আবাদের কথা বলা হয়েছে। এতে খুব সহজেই বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। বাইবেলের প্রথম গ্রন্থ আদিপুস্তকে তা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে–

'প্রভু ঈশ্বর যখন আকাশ ও পৃথিবী গড়ে তুললেন, তখন পৃথিবীর কোনো জমিতে না ছিল ঝোপঝাড়, না জন্মেছিল কোনো উদ্ভিদ। কেননা প্রভু ঈশ্বর তখনো পৃথিবীর ওপর বৃষ্টি নামিয়ে আনেননি আর মাটি চাষ করার জন্য কোনো মানুষও তখন ছিল না। তখন পৃথিবীর বুক চিরে এক প্রবল জলধারা উঠে এসে সব জায়গায় মাটির ওপরটা ভিজিয়ে রাখত। এক সময় প্রভু ঈশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে তা দিয়ে মানুষকে গড়ে তুললেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণের নিঃশ্বাস জাগিয়ে তুললেন। মানুষ তখন হয়ে উঠল সজীব এক প্রাণী। তারপর প্রভু ঈশ্বর পুব দিকে এদেন নামে একটি স্থানে গাছপালা পুঁতে একটি উদ্যান তৈরি করলেন। তার গড়া সেই মানুষকে তিনি সেখানেই রাখলেন। প্রভু ঈশ্বর সেই উদ্যানের মাটি থেকে এমন সব গাছের জন্ম ঘটালেন, যেসব গাছ দেখতে চমৎকার, যেগুলোর ফল খাদ্য হিসেবে ভালোই। উদ্যানটির মাঝখানে তখন বেড়ে উঠল জীবনবৃক্ষ আর সেইসঙ্গে ভালোমন্দ জ্ঞানের বৃক্ষ।'

সৃষ্টির ইতিহাসে ঈশ্বর বৃক্ষরোপণ করেছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট যে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন, সেই ক্রুশ বৃক্ষদ্বারা তৈরি। খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাসের প্রতীক হলো ক্রুশ। এই ক্রুশেই যীশু জীবন দিয়ে আমাদের মুক্তিসাধন করেছেন। আমাদের জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছেন। তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, সৃষ্টির শুরু থেকে একেবারে যীশুর মৃত্যু পর্যন্ত বৃক্ষের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার বাইবেলের নতুন নিয়মে দেখতে পাই যে, যীশুখ্রীষ্ট প্রায়ই বীজ এবং গাছের উপমা দিয়ে লোকদের শিক্ষা দিতেন। আদিকাল থেকেই বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ছিল, এখনো আছে এবং থাকবে।

ক. বাড়ি এবং বিদ্যালয়ের আশপাশে যেসব গাছপালা রয়েছে, সেগুলোর নাম লেখ।

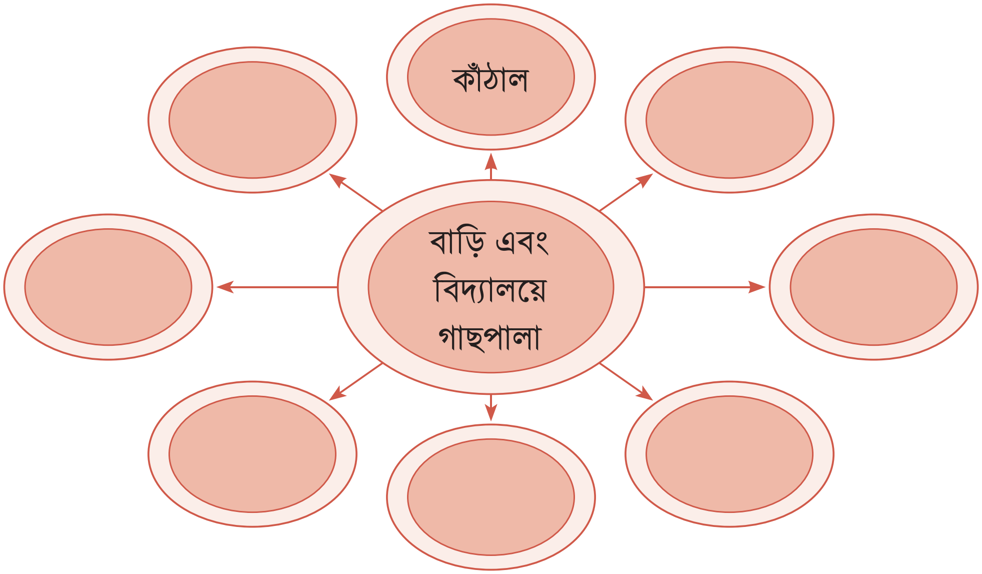

খ. গাছপালা থেকে তুমি কী কী উপকার পেয়ে থাকো, তা খালি ঘরে লেখ।

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম-

- গাছপালার যত্ন।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. বাইবেলের কোন গ্রন্থে বৃক্ষরোপণের কথা বলা হয়েছে?

ক. ১ম গ্রন্থ　খ. ২য় গ্রন্থ　গ. ৩য় গ্রন্থ　ঘ. ৪র্থ গ্রন্থ

২. প্রভু ঈশ্বর কোন উদ্যান তৈরি করেন?

ক. এদেন উদ্যান　খ. গেৎসিমানী উদ্যান　গ. জাতীয় উদ্যান　ঘ. চন্দ্রিমা উদ্যান

৩. ক্রুশ কোন ধর্মের বিশ্বাসের প্রতীক?

ক. ইসলাম ধর্ম　খ. বৌদ্ধ ধর্ম　গ. খ্রীষ্ট ধর্ম　ঘ. হিন্দু ধর্ম

৪. ঈশ্বর মানুষকে উদ্যানের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন কেন?

ক. তারা খেলাধুলা করতে পারবে　খ. তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য　গ. সৃষ্টির সৌন্দর্য উপভোগ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য　ঘ. তারা একাকী থাকতে পারবে

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রভু ঈশ্বর কীভাবে প্রাণের নিঃশ্বাস জাগিয়ে তুললেন?

২. ঈশ্বরের সৃষ্ট উদ্যানটি কেমন ছিল?

৩. যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে বৃক্ষের কী সম্পর্ক?

গ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. গাছপালা থেকে তুমি কী কী উপকার পেয়ে থাকো?

২. পরিবেশ রক্ষা ও বৃক্ষ রোপণে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করো।

পাঠ: ৬

পরিবেশের যত্ন ও সুরক্ষা

(মথি ৬: ২৬, ২৮-৩০)

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। এই পরিবেশ আমাদের বেঁচে থাকার উৎস। এই পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু দরকার, সবই সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর। ঈশ্বর সৃষ্টি করেই থেমে যাননি। তিনি প্রতিনিয়ত সৃষ্টির যত্ন নিয়ে থাকেন। আমরা বাইবেলে নিচের অনুচ্ছেদে তা দেখতে পাই–

'আকাশের পাখিদের দিকেই একবার চেয়ে দেখো, কই, তারা তো বীজ বোনে না, ফসলও কাটে না, গোলাবাড়িতে ফসল জমিয়েও রাখে না; তবুও তোমাদের পিতা তাদের তো খাইয়ে থাকেন! তোমাদের মূল্য কি তাদের চেয়ে বেশি নয়! মাঠের লিলি ফুলগুলোর দিকে একবার লক্ষ্য করে দেখো তো! তারা কেমন বেড়ে ওঠে! কই, তারা তো কোনো কাজ করে না, এক গাছি সুতাও কাটে না; তবুও আমি তোমাদের বলছি, স্বয়ং সলোমনের এত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও তার পোশাক ওই ফুলগুলোর কোনোটির মতোই সুন্দর ছিল না। সুতরাং মাঠের ঘাসেরই মতো আজ যা আছে, কাল যা উনুনেই ফেলে দেওয়া হবে, সেটি যদি পরমেশ্বর এভাবে সাজিয়ে রাখেন, তাহলে তিনি কি এই ব্যাপারে তোমাদের জন্য আরও অনেক বেশি কিছুই করবেন না?'

যদিও বাইবেলে বলা আছে, ঈশ্বর আমাদের তার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন, তবুও আমরা এই পৃথিবীর অন্য সবকিছুর ওপর যা খুশি তা-ই করতে পারি না। ভালোবাসা দিয়েই তা ব্যবহার করতে হবে; কিন্তু এই পৃথিবীকে মানুষ নিজের প্রয়োজনে ধ্বংস করছে।

খ্রীষ্টমণ্ডলী পরিবেশ রক্ষার জন্য যথেষ্ট সচেতন। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস 'লাউদাতো সি' (তোমার প্রশংসা হোক) নামক সর্বজনীন পত্রে তিনি বলেন, এত সুন্দর সৃষ্টির জন্য সব প্রশংসা ঈশ্বরের। তবে প্রশংসা করার পাশাপাশি পোপ বলেন, 'আমরা সবাই যেন ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন করি'। তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন- 'আমাদের অভিন্ন বসতবাটির প্রতি যেন আমরা যত্নশীল হই। কারণ আমাদের অভিন্ন বসতবাটিকে আমাদেরই রক্ষা করতে হবে'।

ক. পোপ ফ্রান্সিসের ‘লাউদাতো সি’/‘তোমার প্রশংসা হোক’ প্রেরণাপত্রে তিনি আমাদের কী কী নির্দেশ দিয়েছেন, তা নিচের ছকে লেখ।

১. ______________________________

২. ______________________________

৩. ______________________________

৪. ______________________________

খ. পবিত্র বাইবেলের আলোকে আমরা সৃষ্টিকে কীভাবে যত্ন নিতে পারি, তা নিচের ছকে উল্লেখ করো।

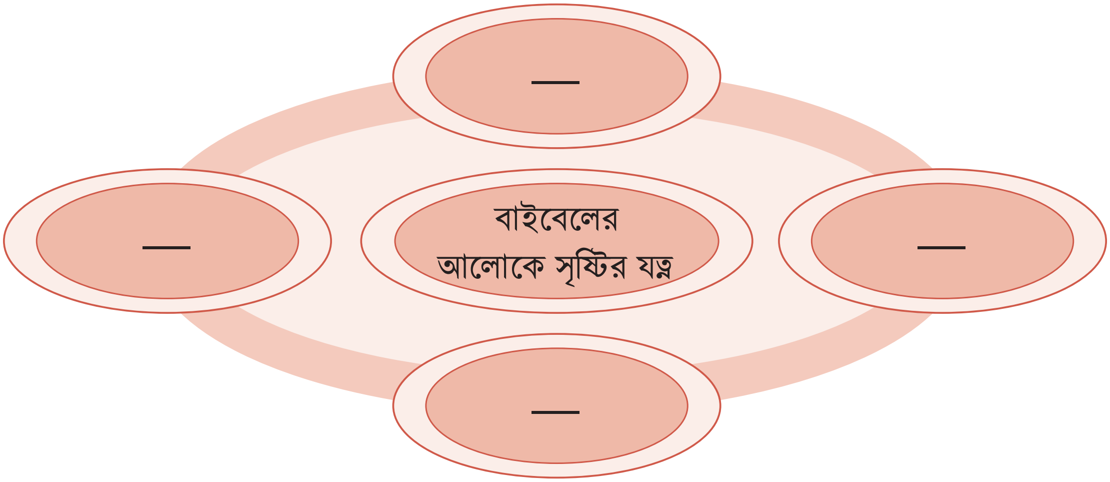

এ পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- পরিবেশ সুরক্ষা করা ও তার যত্ন নেওয়া।
-
-
-

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দেই।

১. পোপ ফ্রান্সিসের প্রেরণা পত্র 'লাউদাতো সি' এর অর্থ-

ক. তোমার মঙ্গাল হোক খ. তোমার জয় হোক গ. তোমার কল্যাণ হোক ঘ. তোমার প্রশংসা হোক

২. ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন-

ক. মোশীর প্রতিমূর্তিতে খ. বানরের প্রতিমূর্তিতে গ. ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ঘ. নোহের প্রতিমূর্তিতে

৩. 'আমরা সবাই যেন ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন করি' উক্তিটি কার-

ক. পোপ ফ্রান্সিস খ. পোপ দ্বিতীয় জন পল গ. পোপ প্রথম জন পল ঘ. পোপ বেনেডিক্ট

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

১. ঈশ্বর প্রতিনিয়ত সৃষ্টির .... নিয়ে থাকেন।

২. সলোমনের ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও তার পোশাক ফুলের মতোই ----- ছিল না।

৩. অভিন্ন .... আমাদের রক্ষা করতে হবে।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিবেশ রক্ষার জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তার 'লাউদাতো সি' প্রেরণাপত্রে কী বলেছেন?

২. পৃথিবীকে মানুষ কেন ধ্বংস করছে?

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পবিত্র বাইবেলের আলোকে পরিবেশ রক্ষায় তুমি কীভাবে যত্নশীল হবে?

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য, চতুর্থ শ্রেণি–খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

‘তোমরা তো ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পুণ্যজন; তিনি তোমাদের ভালোবাসেন। তাই তোমরা দয়া-মমতা, সহৃদয়তা, নম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতার সাজেই নিজেদের অন্তরটাকে সাজিয়ে তোলো।’

(কলসীয় ৩:১২)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য